বেশ্যাপাড়ার পাঁচটি দুর্লভ সংগ্রহ

বেশ্যা গাইড • বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি • পাঁচালী কমলকলি
• বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল • এলোকেশী বেশ্যা

সম্পাদনা

মৌ ভট্টাচার্য

রত্নাবলী

১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন • কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ
কবিপক্ষ, মে, ১৯৯৯

প্রকাশক
সুমন চট্টোপাধ্যায়
রত্নাবলী
১১এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯
দূরভাষ : ২৪১-৮১২১

প্রচ্ছদ
সোমনাথ ঘোষ
প্রথম প্রচ্ছদের ছবি—শ্রীপ্রকাশ কর্মকার,
'প্রতিক্ষণ'-এর শ্রী প্রিয়ব্রত দেবের সৌজন্যে
চতুর্থ প্রচ্ছদের ছবি— শ্রী পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়,
শ্রী সমীর সেনগুপ্ত'র সৌজন্যে

প্রাপ্তিস্থান
পুস্তক বিপণি
২৭, বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা- ৭০০ ০০৯

মুদ্রণে
নিউ রেনবো ল্যামিনেশন
৩১এ, পটুয়াটোলা লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯

ভূমিকা

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল বেশ্যাদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন আইন নিজেদের স্বার্থেই সৃষ্টি করা। এই সরকারের মদতে নেমে পড়েছিলেন আমাদের সমাজেরই কিছু মানুষ, যাঁরা বেশ্যাদের মনে করতেন 'সোস্যাল এভিলস', তাঁরাও সরকারের বিভিন্ন আইন প্রণয়নকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। অন্যদিকে বেশ্যাদের ওপর প্রণয়ন করা এইসব আইনের ফলে সামাজিকভাবে তাঁদের পক্ষে বেঁচে থাকা দায় হয়ে পড়েছিল। তাঁরা তাঁদের পুরনো অবস্থান ফিরে পেতে আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। এঁদের সাথে সেই আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন সিভিল সোসাইটির অন্যধারার মুক্ত মনের কিছু মানুষ। বেশ্যাদের ওপর তৈরি হওয়া দু' ধরনের মতামতই কিন্তু সামাজিকভাবে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যার ফলে, এইসব বিষয়গুলো তখন বটতলার বই-এর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় হিসাবে উঠে এসেছিল। তাঁদের সেই সমস্যাগুলোকে নিয়ে লেখা হয়েছিল অনেক প্রহসন, কবিতা, নাটক প্রভৃতি। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমরা টেক্সটগুলোকে কীভাবে দেখতে পাই, কেনই বা দেখতে চাইছি, সেই প্রসঙ্গে এগুলোর গুরুত্ব কোথায়, সেটাই আমাদের বিবেচনার বিষয়।

ইংরেজ সরকারের কাছে তাঁদের সৈন্যরা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সেইসব সৈন্যদের ব্যাপকভাবে বেশ্যাদের সঙ্গে সংসর্গ স্থাপন করায় তাঁদের মধ্যে যৌনরোগের হার মারাত্মকভাবে বেড়ে গিয়েছিল, যা সরকারের কাছে হয়ে উঠেছিল একটি বড় বিপর্যয়ের কারণ। সেই সময়কার সরকারি রিপোর্টে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইংরেজ সৈন্যদের মধ্যে সেই যৌনরোগের হার ১৮২৭ সালে ২৯% থেকে বেড়ে ১৮২৯-এ ৩১%-এ গিয়ে দাঁড়ায়। আর ১৮৬০ সালে দেখা যায় এই মাত্রা বেড়ে দাঁড়াচ্ছে ৭০%। স্বাভাবিকভাবেই

সরকারের অচলাবস্থায় পরিণত হওয়ার অবস্থা। ফলে, অনেক সৈন্যকেই অক্ষম বলে বরখাস্ত করতে হয়। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলতে পারে। অন্যদিকে বেশ্যাবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তাই সমস্ত দিক বিচার করে ইংরেজ সরকার ১৮৬৪ সালে পাশ করলেন 'ক্যান্টনমেন্ট অ্যাক্ট' (Act XXII of 1864)[১]। সেনাছাউনিগুলোতে ইংরেজ সৈন্যদের জন্য তৈরি হল আলাদা বেশ্যালয়, সেখানে যেসব বেশ্যারা আসতেন তাঁদের রেজিস্ট্রিভুক্ত করে পরিচয়পত্র স্বরূপ 'কার্ড' দেওয়া হত। যৌনরোগ থেকে তাঁদের মুক্ত রাখার জন্য 'লক হসপিটাল' নামে বিশেষ হাসপাতাল স্থাপন করা হয় প্রধান সেনাছাউনিগুলোতে। এই অ্যাক্ট-এর জন্য একটি স্পেশাল কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বেশ্যাদের দু'ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ভাগে যাঁরা তাঁরা শুধুমাত্র ইউরোপীয়ানদের কাছেই যাবে আর দ্বিতীয় ভাগে যাঁরা তাঁরা ইউরোপীয়ান সৈন্যদের কাছে যাবে না। 'অ্যাক্ট'টা চালু হয়েছিল প্রথম ভাগের জন্য। কিন্তু এতকিছু করেও সৈন্যদের মধ্যে যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব আটকানো যাচ্ছিল না। যেহেতু মিলিটারি তদারকির বাইরে বসবাসকারি বেশ্যারা মুক্ত ছিল, তাই সৈন্যরা তাঁদের কাছেও যেতে লাগল। সরকার উপলব্ধি করলেন যে সেনাছাউনির বাইরে গিয়েও সমস্ত বেশ্যাদের নিয়ন্ত্রণ করা যায় এমন একটা আইন তৈরি করতে হবে। ১৮৬৪ সালে কলকাতায় হেলথ অফিসার ফেবর টনেয়রের কাছ থেকে এই বিষয়ে মতামত জানতে চাওয়া হয়েছিল। তিনি জানিয়েছিলেন, সিফিলিসের মতো রোগ কিন্তু শুধু সৈন্যদের মধ্যেই নয়, সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি ১৮৬৭ সালে একটি 'মেমোরান্ডাম' তৈরি করেছিলেন, সেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন, কলকাতায় তখন ৩০,০০০ বেশ্যা। তাঁদের থেকে ছড়িয়ে পড়া যৌনরোগকে আটকানোর জন্য একটি খসড়া তৈরি করলেন 'Contagious Diseases Act, XIV of 1868', সেখানে তিনি জানালেন, 'I beg to state that in addition to my ususal duties, I am willing to undertake the organisation of the new office, to superintend the registration of the prostitution. As well as to take an active part in the sanitary inspection of the public women.'[২] বাংলার সরকার তাঁর এই মতকে সমর্থন জানিয়ে ইংল্যান্ডে সদ্য প্রতিষ্ঠা পাওয়া সেই আইনের লাইন ধরেই ১৮৬৮ সালে 'Indian Contagious Diseases Act'[৩] বা 'চৌদ্দো

আইন' চালু করলেন। স্পষ্টতই বেশ্যাদের সামাজিক অবস্থানের মূল্যায়ন যেন পালটে গেল। এই আইনগুলো অনেক সময়েই এত প্রশাসনিক হেনস্থা, অসম্মান, অপমানের হয়ে উঠেছিল যে তাঁরা পরিস্থিতি থেকে মুক্ত বা উন্নত হওয়ার চাইতে আরও দুর্দশা, দুর্ভোগের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। এই আইনটির দ্বারা ইংরেজ সরকার বেশ্যাদের ওপর আরও কড়া নিয়ন্ত্রণ জারি করেছিলেন। এখানেও তাঁদের অবশ্যই রেজিস্ট্রিভুক্ত হতে হত, তবে তার আগে ডাক্তারখানায় গিয়ে ডাক্তারি পরীক্ষা করাতে হত। সেটা ছিল বেশ্যাদের কাছে প্রায় অত্যাচারের মতো। তারপর তাঁরা রোগমুক্ত কি না সে সার্টিফিকেট দিত ডাক্তার। যৌনরোগ যাঁদের থাকত না তাঁরা আবার পেশায় ফিরে যেতেন, যাঁরা রোগাক্রান্ত থাকতেন তাঁদের পাঠানো হত 'লক হাসপাতাল'-এ। এই 'লক হাসপাতাল'-র আদি ধারণা এসেছে ইংল্যান্ডের 'লক হসপিটাল' থেকে, যেগুলো তৈরি হয়েছিল নেকড়েদের আটকে রাখার জন্য। প্রথম 'লক হসপিটাল' তৈরি হয় লন্ডনেই ১৭৪৬ সালে। আবার কেনেথ বলহ্যাচেট তাঁর 'রেস, সেক্স অ্যান্ড ক্লাস: আন্ডার দ্য রাজ' (১৯৭৯) বইয়ে ব্রিটিশ সৈন্যদের মধ্যে যৌনরোগের পরিমাণ কীরকম বেড়ে যাচ্ছিল তার একটা তথ্য দিয়েছেন— যখন 'লক হাসপাতাল' ১৮৬৬ সালে শুরু হল তখন যৌনরোগীর পরিমাণ ছিল ১০০০-এ ২৮১ জন। ১৮৮৪ সালে 'লক হাসপাতাল' যখন পূর্ণমাত্রায় কাজ করছে তখন এটা সামান্য বেড়ে হয়েছিল ২৯১ জন। ১৮৮৯-এ যখন 'লক হাসপাতাল' বন্ধ হয়ে গেল তখন এই যৌনরোগীর পরিমাণ বেড়ে দাঁড়াল ৪৯১ জন। ১৮৮৪ সালে এই যে সামান্য পরিমাণে বেড়ে গিয়েছিল তার কারণ ছিল 'শর্ট সার্ভিস সিস্টেম'। কিন্তু ১৮৮৯-এ নিজেদেরকে ধরে রাখতে পারল না ব্রিটিশ সৈন্যরা, যেহেতু অনেক অবিবাহিত তরুণরা যোগ দিয়েছিল এই সময়ে সেনাবাহিনিতে। তিনি মনে করেন, ১৮৮৪ সালে 'লক হাসপাতাল' ছিল বলে ব্রিটিশ সৈন্যরা নিজেদের সামান্য হলেও বাঁচাতে পেরেছিল এই যৌনরোগের হাত থেকে। অন্যদিকে ভারতীয় সৈন্যদের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল, ১৮৬৬ সালে ১০০০ জনের মধ্যে ৫৪.৪%, ১৮৮৪-তে কমে গিয়ে ৩৪% এবং ১৮৮৯-এ উঠে গিয়েছিল ৪২.১%।[৪] এই সমস্ত তথ্যের দ্বারা আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন 'লক হাসপাতাল' সেই সময়ে সৈন্যদের যৌনরোগ ঠেকাতে একটা বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সরকারি নির্দেশে পুলিশ লালবাতি এলাকার বাড়িগুলোতে তল্লাশি চালিয়ে মেয়েদের ডাক্তারি পরীক্ষা করতে নিয়ে যেত। সামাজিকভাবে সরকারের তাঁদের প্রতি এই ব্যবহার ক্রমশই নৃশংসতার মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। তার ফলে প্রচুর বেশ্যা কলকাতা ছেড়ে গ্রামে বা অন্য কোথাও পালাতে শুরু করলেন। যাঁরা হাসপাতালে গেলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই ফিরে এসে আর পুরোনো পেশায় ফিরতে সাহস পেলেন না। তাঁদের যেন পেশায় টিকে থাকাটাই দায় হয়ে পড়েছিল। এমনকী শেষ পর্যন্ত খদ্দেরদের মধ্যে একটা অংশের অনীহা জন্মাল লালবাতি এলাকায় যাওয়ার। এত হেনস্থা সহ্য করে তাঁরাও খানিকটা বিমুখ হয়ে পড়েছিলেন। সব মিলিয়ে ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে যেন একটা প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন বেশ্যাবৃত্তিকে তুলে দেওয়ার।

উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ এই বেশ্যা সমস্যাকে কেন্দ্র করে মূলত দু'ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছিল। একদল এই বেশ্যাবৃত্তির এবং বেশ্যাদের দুর্গতির সহমর্মী, যাঁদের মধ্যে সেকালের বিখ্যাত লোকেরা ততটা ছিলেন না, যতটা ছিলেন সাধারণ মানুষ। বিখ্যাত মানুষদের 'ইমেজ' রক্ষার দায়বদ্ধতা ছিল বলে তাঁরা প্রকাশ্যে অনেকেই বেশ্যাদের স্বপক্ষে দাঁড়াতে পারেননি। যে সমস্ত নাট্যকার, প্রহসনকার, ছোট-বড় কিছু কিছু সমর্থনকারি টেক্সট লিখেছেন, তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে বিপক্ষ মতবাদের তুলনায় তা খুব নগণ্য।

স্বল্পখ্যাতদের হাতেই রচিত হয়েছে বেশিরভাগ সমর্থনকারি টেক্সট, যেগুলো অনামা, বটতলার প্রকাশকদের কাছ থেকে বেরিয়েছিল। অর্থাৎ সাধারণ মানুষ এবং তাঁদের চাহিদা ও সমর্থনের একটা প্রান্তিক বৃত্ত তৈরি হচ্ছিল, যাতে এই 'অপর'-এর কথা ধরা পড়ে। অন্যদিকে মূল ক্ষমতাকেন্দ্রে বা জ্ঞানচর্চার মূল বৃত্তে বেশ্যাদের বিপক্ষে তৈরি হয়েছিল প্রবল বিরোধ, ক্ষোভ, প্রতিবাদ, প্রতিরোধের দৃষ্টান্তমূলক চিত্র। এখানে সংগঠিত হয়েছিল উনিশ শতকের প্রচুর নামকরা বুদ্ধিজীবী, মনীষী, সমাজ-সংস্কারক। এঁরা মনে করতেন বেশ্যাদের বাড়বাড়ন্ত সমাজকে কলুষিত করবে। তাই নানাধরনের নাটক, প্রহসন ও নকশা রচনার মধ্যে দিয়ে বেশ্যাদের সংসর্গে কি দুর্গতি নেমে আসে তার প্রবল ও নির্মম বর্ণনা করে গেছেন বহু নামকরা লেখক, কবি ও নাট্যকার। আসলে নগরায়নের ফলে যে নতুন অর্থনীতির উদ্ভব ঘটেছিল, শিল্পকেন্দ্রিক সেই অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থায় গ্রাম-সমাজ ও পরিবারচ্যুত মানুষ যে

বিনোদনের আশায় বেশ্যাদের কাছে যাবেন, এটাই আধুনিকতার অবধারিত পরিণতি, সেটা বুঝতে পারেননি উনিশ শতকের বিদ্যোৎসমাজ। খেতে না পাওয়া মেয়েদের এই বৃত্তিটা এবং বেশ্যালয়গুলো হয়ে গিয়েছিল নিজস্ব স্পেস, যেখানে সে প্রাণ খুলে গালি দিতে পারে, নিজের রোজগার করা অর্থ ইচ্ছে মতো খরচ করতে পারে। উনিশ শতকে মেয়েদের নিজস্ব পরিসর আকাঙ্ক্ষার নানা উদাহরণ দেখতে পাওয়া যায়— শিক্ষালাভের মধ্যে দিয়ে, লেখালিখি করার মধ্যে দিয়ে, সভাসমিতি গঠন করার মধ্যে দিয়ে, সর্বোপরি সতীদাহ প্রথা রদ, বাল্যবিবাহ রদ, বহুবিবাহ রদ, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলনের সামাজিক অধিকার অর্জনের মধ্যে দিয়ে। তবু গোটা উনিশ শতক জুড়ে ভদ্রবাড়ির এইসব মেয়েরা চাকরি করতে যাচ্ছেন এমন চিত্র বিশেষ নেই। অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতার হয়তো প্রথম চিত্র এই বেশ্যাদের রোজগারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে। তা সে যত অনাচার, অত্যাচার, লাঞ্ছনার মধ্যে দিয়েই হোক না কেন। গার্হস্থ্য জীবনেও তো মেয়েদের লাঞ্ছনা ছিল, সামাজিক জীবনের নানা ভেদাভেদ এই লাঞ্ছনাকে তীব্র করে তুলেছিল। সামাজিক শোষণের সঙ্গে যুক্ত থাকে সমাজ, প্রশাসন ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা। একটি বেশ্যার সন্তানের হাতে নিপীড়িত হওয়া, গোপনে দালালের হাতে বিক্রি হয়ে যাওয়া এবং পুলিশের অত্যাচার, আইনি সাহায্য না পাওয়া, আদালতে অসম্মানিত হওয়া এবং জেলখানায় পশুদের মতো ব্যবহার পাওয়া তো এই সামাজিক দুর্গতিরই ফল। এতে কোনও বেশ্যার হাত নেই, আছে শুধু মূলত পুরুষতান্ত্রিক ভদ্রলোক সমাজের আধিপত্যবাদ। যেখানে একটি মেয়ে এই আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজের পরিসর গড়ে তুলেছে। এটা স্বাভাবিকভাবেই ওইসব ভদ্রলোকের সমাজ সহ্য করতে পারেননি। ফলে, প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য বুদ্ধিজীবীরাই উনিশ শতকের বেশ্যা, বেশ্যাবৃত্তি ও বেশ্যালয় বিষয়ে খর্গহস্ত হয়েছেন।

বেশ্যা বিরোধিতার কেন্দ্রে ছিলেন সেকালের বিশিষ্ট তরুণ বাঙালি বুদ্ধিজীবী, সমাজ-সংস্কারক, মহাভারতের অনুবাদক কালীপ্রসন্ন সিংহ। তিনি এর বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করা এবং ইংরেজ সরকারকে নিজেদের অভিমতে নিয়ে আসার জন্য ধারাবাহিকভাবে সচেষ্ট থেকেছেন। আমরা 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় লেখা কালীপ্রসন্ন সিংহের একটি চিঠি পড়ে দেখতে পারি যেখানে তাঁর সঙ্গে আরও অন্যান্য শিক্ষিত ভদ্রলোক বাঙালিরা সমর্থক হিসেবে স্বাক্ষর করেছিলেন—

নগর প্রান্তে বেশ্যাগণ বসতি করণ কারণ বঙ্গদেশবাসীগণের
ভারতবর্ষীয় লেজিসলেটিব কৌন্সলে আবেদন।
মহামহিম ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সমাজের অধ্যক্ষ মহোদয়গণ সমীপেষু।

নিম্ন স্বাক্ষরিত বঙ্গদেশবাসিদিগের সবিনয় নিবেদন এই যে বিধবা বিবাহ প্রথা প্রচলিত করায় বঙ্গদেশবাসিগণের যে কত উপকার হইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত, কারণ দেশের শান্তিরক্ষা ও কুরীতি নিরাকরণ করাই ছত্রধরদিগের উচিত কার্য্য ও তাঁহাদিগের পরম ধর্ম্ম। এক্ষণে পুলিস কর্ত্তৃক যেরূপ শান্তিরক্ষা হইতেছে তাহা বর্ণন বাহুল্য, অতি সুচারুরূপেই হইতেছে তাহার সন্দেহ নাই, নগরীয় যাবতীয় শান্তিরক্ষার মধ্যে বেশ্যাকুল দ্বারা তাহার অনেক অংশের ত্রুটি হয়, কারণ বারযোষাকুল সমস্ত রাত্রি মদ্যপান দ্বারা গীতবাদ্যাদির কোলাহলে এত উৎপাত আরম্ভ করে যে ভদ্রলোক মাত্রেই উক্ত পল্লীতে শয়নাগার ত্যাগ করণে বাধ্য হন, চৌর্য্য কার্য্য দ্বারা যে সমস্ত দ্রব্যাদি সংগৃহীত হয় তাহা কেবল ঐ বারললনাগণের ব্যবহার কারণ। রাত্রিকালে মদ্য বিক্রয় যাহা ভয়ানক অত্যাচার করণ এই বারস্ত্রীগণের আলয়েই সম্পাদিত হয়, আরো বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের ইহা স্বভাব সংশোধন বলিলেও বলা যাইতে পারে, কারণ তাহারা কি প্রাতঃকালে কি স্বায়ংকালে সাবকাশ হইলেই এই কদাচার কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, বেশ্যা সংখ্যার ক্রমশ উন্নতি হইতেছে তাহার তাৎপর্য্য কি কেবল তাহাদিগের প্রতি কোন উত্তম নিয়ম অদ্যাবধি প্রচলিত হয় নাই বলিয়াই তাহারা স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া যথেচ্ছা তাহাই করিতেছে কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহাও নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবান স্বীয় স্বীয় বসত বাটীতেও অধিক ভট্টালোভি হইয়া ভদ্রপল্লী মধ্যে বেশ্যাগণকে স্থানদান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন যদদ্বারা এক ঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে অতি নির্ম্মল নিস্কলঙ্ক ধনবান মান্যবংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যা নিকেতন কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে। অতএব হে সভ্য মহোদয়গণ! আপনারা মনোযোগি হইয়া বেশ্যাগণকে নগরের প্রান্তে একত্রে নিবসতির আজ্ঞা করুন নতুবা কোন প্রকারেই ভদ্র ধনবানগণ এই বিশাল ধনপূর্ণ ভদ্রনগর বাসের উত্তম স্থল বোধ করিতে পারেন না। যদ্যপি রাজা হইয়া প্রজাদিগের শুভ চীৎকারের সময়ে কালার

ন্যায় ব্যবহার করেন তাহা হইলে সেই রাজার রাজত্বের কীর্ত্তি কোনকালেই পতাকারূপে উডডীন হইতে পারে না।

অতিপূর্ব্বে সোণাগাজি নামক স্থান বেশ্যাদিগের বাসস্থল ছিল অদ্যাপি তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় পূর্ব্ব সময়ে যেরূপ শান্তি রক্ষার নিয়ম ছিল মধ্যে তাহার উল্লেখ না হইবায় একেবারে তাহা মিলিত হইয়া গিয়াছে, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী ইত্যাদি নগরে এবং ইউরোপীয় নানা নগরে এই প্রকার রীতি প্রচলিত আছে তজ্জন্য আমরা বিনীতভাবে এই নিবেদন করি যে দেশীয় স্বাস্থ্য বৃদ্ধি ও শান্তিকার্য্য উত্তম রূপ নির্ব্বাহ জন্য সভ্যমহোদয়েরা মনোযোগি হইয়া বেশ্যাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র পল্লী নির্দিষ্ট করুন যদদ্বারা আমাদের ইপসিত বিষয় সুসিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

মহোদয়গণ
আমরা আপনাদিগের নিতান্ত আনুগত ভৃত্য।
শ্রীকালিপ্রসন্ন সিংহ
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সম্পাদক।
সংবাদ প্রভাকর, ১৯।১১।১৮৫৬

এই আলোড়নটা শুরু হয়েছিল আরও কয়েক বছর আগে। সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'অশ্রুত কণ্ঠস্বর' বইতে লিখেছেন, 'বারাঙ্গনা উচ্ছেদ শুরু হয়ে গেছে শহরাঞ্চলে। বাঙালি ভদ্রলোক সমাজের চাপে, কখনও কখনও প্রশাসন, শহরের মধ্যবিত্ত অধ্যুষিত এলাকা থেকে গণিকালয় উচ্ছেদ করত। বাস্তুহারা হয়ে এইসব গণিকারা কোথায় যেতেন, কিভাবে তাঁদের পেশায় তারা টিকে থাকতেন? প্রশাসনিক নথিপত্রে এর জবাব বড় একটা পাওয়া যায় না।'[৫] তিনি ১৮৫৪ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির উল্লেখ করেছেন যেখানে একদল বারাঙ্গনা তাঁদের ইংরেজি স্কুলের কাছে বাসস্থান হওয়ায় উচ্ছেদ হতে হয়েছে। বেশ্যা বিষয়ে সামাজিক বিরোধিতার আরও একটা পুরোনো নিদর্শন মেলে ৩১.১.১৮৫৪ সালের 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায়। একটি সংবাদে জানানো হচ্ছে যে বেশ্যারা ধনী বিশিষ্ট লোকেদের বাঁধা বেতনের মহিলা হিসেবে থাকাকালীন অন্যায়ভাবে অর্থ আদায় করেন। তাঁরা অভিযোগ জানান, 'আমাকে এত বেতনে রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এত মাস

হইয়াছে বেতন দেন নাই,[৬] ফলে ছোট আদালতের জজ ওই বাবুকে সমন পাঠাতেন। মান্যবাবুরা বেশ্যাদের সঙ্গে মোকদ্দমা করতে যেতে পারতেন না, ফলে টাকা-পয়সা খরচ করে সন্ধি করতেন। নিশ্চয়ই এমন ঘটনা ঘটত কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেশ্যাদের দাবি অন্যায় এমন সিদ্ধান্ত করার মধ্যে একধরনের অগণতান্ত্রিক, অন্যায় দৃষ্টিকোণ আছে। আর সেটাই আইনি অধিকারের মধ্যে দিয়ে অর্জন করে নিল ভদ্রলোক সমাজ। এ ব্যাপারে বেশ্যাদের আইনি অধিকার হরণ করে নেওয়া হল একপাক্ষিকভাবে। 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছে, 'বিজ্ঞবর জজ শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত মহাশয় ইহার অন্তর্ভেদ জানিয়া অন্যান্য জজদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া এই অন্যায় নিবারণার্থ গবর্নর কৌন্সেলে জানাইয়াছিলেন তাহাতে আজ্ঞা দিয়াছেন বেশ্যারা উপপতিদিগের নামে বেতনের অভিযোগ করিতে পারিবেক না, ইহাতে মান্য লোকেরা বেশ্যাদিগের ওই মায়াজাল হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন।'[৭]

আবার বেশ্যাবাস ও গৃহস্থের আবাস মিলে যাচ্ছে এই নিয়ে প্রচুর অভিযোগ দেখতে পাওয়া যায় সেকালের সংবাদপত্রে ও সরকারি নথিতে। সবসময়েই বেশ্যাদের বিরুদ্ধে গৃহস্থরা মুখর এবং আদালতের মুখাপেক্ষী। আদালত বেশ্যাদের বিপক্ষে। ২. ৫. ১৮৫৭ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা লিখেছে, 'কলিকাতার জোড়াবাগানবাসী শ্রীযুত বাবু গঙ্গানারায়ণ বশাখ প্রভৃতি কতিপয় ভদ্র গৃহস্থের প্রার্থনা মতে জুনিয়র ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত স্থানের কয়েকঘর বেশ্যাকে স্থানান্তর যাইতে আদেশ করিয়াছেন, পাঁচদিনের মধ্যে স্থান ত্যাগ না করিলে প্রত্যেকের পাঁচ টাকা করিয়া দণ্ড হইবেক।'[৮]

বেশ্যাদের সম্পর্কে নানাধরনের সামাজিক আপত্তির ফলে ১৮৬৮ সালে যে 'চৌদ্দ আইন'-এর প্রবর্তন করা হয়েছিল তাতে ইংরেজ সরকার এদেশীয় ভদ্রলোকদের দাবিকে যে শুধু রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁদের সেনাবাহিনীতে যাতে কোনও বেশ্যা সংসর্গে যৌনরোগের প্রাদুর্ভাব না ঘটে সে বিষয়েও সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। অন্যদিকে বেশ্যাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে রেজিস্ট্রি করে পেশা চালানোর সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ সরকারিভাবে বেশ্যাদের স্বীকৃতি। কিন্তু ভদ্রলোক সমাজ এবং প্রশাসনের দৃষ্টিকোণ যেহেতু বেশ্যাদের সম্পর্কে নানাধরনের প্রতিরোধের মধ্যে দিয়ে আগে থাকতেই বিরোধী হয়ে গিয়েছিল, যেহেতু ওই রেজিস্ট্রি এবং ব্যাধি পরীক্ষার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত অশ্লীলতা, অত্যাচার এবং বিরোধের জায়গায় দাঁড়িয়ে গিয়েছিল।

ফলে, 'চৌদ্দো আইন'-এর প্রয়োগ বেশ্যাদের মধ্যে কোনও সুফল-ই ঘটাতে পারেনি। ১৫. ৪. ১৮৬৯ সালের 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে এ বিষয়ে একটি সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করলে দেখা যাবে কলকাতা শহরের বেশ্যাদের দুর্বিষহ, করুণ পরিস্থিতি কেমন ছিল, 'বেশ্যাদিগের রেজিস্ট্রারি ও ব্যাধি পরীক্ষা সম্বন্ধে রাজধানী মধ্যে যে কত প্রকার ভয়ংকর ভয়ংকর কথা শোনা যাইতেছে, তাহা প্রকাশ করিতে হইলে বিদ্রোহীর মধ্যে গণনীয় হওয়া অসম্ভাবিত হয় না। অধিকন্তু অশ্লীলতা ও জনপ্রিয়তার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুর্ঘট হয়। কেহ বলিতেছে পুলিশের লোকেরা স্ত্রীলোকদের প্রতি নির্দয় হইয়া রেজিস্ট্রারির জন্য গ্রেপ্তার করিতেছে। তাহাদের ক্রন্দনে ও আর্তনাদে পুলিশের আহ্লাদ বর্ধিত হইতেছে। কোনও কোনও ডাক্তার অসম্ভব বল প্রকাশ করিয়া এ কাজ করিতেছেন। যাহাদিগের ব্যাধি নাই তাহারাও পরীক্ষার পর গৃহে আসিয়া উদর বেদনায় ৩/৪ দিন শয্যাগত থাকিতেছে। সেই ভয়ে শত শত বেশ্যা কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করাতে বেশ্যাপল্লী সকল অন্ধকারময় হইয়াছে। যাহারা কলিকাতায় বেশ্যাবৃত্তি করিতে না চাহিয়া স্থানান্তরে যাইতে চাহে, পুলিশের লোকেরা তাহাদিগকে পথিমধ্যে এমনকী নৌকা হইতেও ধরিয়া আনিতেছে। যদিও এই সাধারণ জনশ্রুতির সমুদয় অংশ সত্য না হউক, কিন্তু আমাদিগের পুলিশের যেরূপ প্রতাপ, তাহাতে কতক কতক সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সুতরাং অকারণ অবৈদ পীড়ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত মনে আইসে না।'

অত্যাচারের দশা এমন ছিল যে এই ব্যাপারে নানা জনশ্রুতি তৈরি হয়েছিল। ভয়ংকর দুর্বিসহ সেইসব পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অসহায় ব্যবহারের ফলে বেশ্যাদের নানা সংকট দেখা দিচ্ছিল। ২০. ৪. ১৮৬৯ 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় 'চৌদ্দ আইনের ব্যাপার' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। সেখানে নানা খুঁটিনাটিসহ অত্যাচারের কারণ এবং বেশ্যাদের অত্যাচারের দশা কেমন ছিল এই ব্যাপারে নানা জনশ্রুতি ছিল। ভয়ংকর দুর্বিসহ সেইসব পরীক্ষা পদ্ধতি এবং অসহায় ব্যবহারের ফলে বেশ্যাদের নানা সংকট দেখা দিচ্ছিল। নীচে প্রাসঙ্গিক বিবেচনা করে দীর্ঘ সেই সংবাদের বিশেষ অংশ উল্লেখ করা হল—

'বস্তুতঃ ১৪ আইনের অভিসন্ধি মন্দ নহে এবং বারাঙ্গনারা যদি আইনের যথার্থ বুঝিতে পারিত ও চৌদ্দ আইনের কার্যকারী রাজকর্মচারিগণ সরলভাবে আইনের উদ্দেশ্য সাধন করিতেন, তবে বেশ্যামণ্ডলে এমন চাঞ্চল্যের কোনও

কারণই থাকিত না। আমরা সত্য মিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু নগরমধ্যে প্রবল জনরব এই— উক্ত আইনের কার্য নির্ব্বাহ জন্য লালবাজারে যেসকল ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছেন তাঁহারা পরীক্ষার ছলে নারীদিগকে বিশেষ কষ্ট দিতেছেন, দূষ্যাদিগের অপেক্ষা নির্দ্দোষা বেশ্যাদিকের অধিক যন্ত্রণা হইতেছে। দূষ্যাদের মধ্যে অধিকাংশই পরীক্ষার পূর্বে রোগ স্বীকার করে, সুতরাং তাহাদের আর দেহপরীক্ষার প্রয়োজন হয় না। চিকিৎসার অধীনে থাকে, যাহাদের রোগ নাই, তাহারা ব্যাধির অনস্তিত্ব ব্যক্ত করে, চিকিৎসক শ্রবণমাত্রেই কেন তাহা বিশ্বাস করিবেন, কার্যতই পরীক্ষার আবশ্যক হয়— তাহা সামান্যাকারে দর্শনাদিরূপ পরীক্ষাতেই সমাধা হইতে পারে, কিন্তু আমাদের চিকিৎসকেরা সেরূপে সন্তুষ্ট হন না— তাঁহারা ওই পরীক্ষিত বেশ্যাগণকে প্রথমত টবে বসাইয়া দেন, তাহাতে জলের সহিত জ্বালাকর পদার্থ থাকে, ওই পরীক্ষার পর গর্ভ দর্শনীয় বিশাল যন্ত্রদ্বারা দর্শন হয়, পরে উগ্রতর পিচকারি দেওয়া হইয়া থাকে। জনরবকারিরা বলেন, এই পিচকারিতে অনেকের উদর ফুলিয়া জীবন সংশয় হইয়াছে। অতএব উহা যে স্ত্রীদেহের উপযোগী স্বাভাবিক পিচকারি নহে, ইহা অবাধেই সাব্যস্ত হইতেছে। এই পিচকারি দান বিষয়ে পাত্রাপাত্র বিচার নাই, ডাক্তারেরা রজস্বলাক্ষেত্রেও উহার প্রয়োগ করিতেছেন। তাহাতে আবার অধিকতর অনিষ্ট হইতেছে, অপরিমিত রুধিরক্ষরণে দুই এক তরুণীর জীবনও গিয়াছে।

জনরবের স্থূলাংশ উপরে বর্ণিত হইল, ইহাতেই কলিকাতার বারমহিলাকুল ব্যাকুল হইয়াছে, অনেকে যন্ত্রণার ভয়ে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে, কেহ বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়াছে (এ পর্ব্বে এইটীই উপাদেয় ফল) অনেকে ফ্রেঞ্চরাজের অধিকৃত ফরাসডাঙ্গায় দিন বঞ্চন করিতেছে। যাহারা এ যাবৎ পলায়ন করে নাই, তাহারাও যেন হাতে প্রাণ করিয়া রহিয়াছে, রাঙগা পাগড়ি দেখিলেই 'পোলীসের লোক ধরিতে আসিতেছে', ভয়ে গাত্রগোপন করে। সময়ক্রমে থানার ধর্ম্মাবতারদিগেরও একাদশ বৃহস্পতি হইয়াছে। অনেক দারোগা জমাদার ভয়াকুলা অবলাদিগকে লালচক্ষু দেখাইয়া বাক্সপূর্ণ করিতেছেন। এইসঙ্গে কতকগুলিন ধূর্ত্ত জুয়াচোরেরাও বিলক্ষণ সঙ্গতি করিয়া লইল, তাহারা কেহই নহে অথচ 'গোয়েন্দা' নামে পরিচয় দিয়া স্ব স্ব লাভাদৃষ্টের সার্থক্য সাধন করিতেছে।'৯

এই আন্দোলন আলোড়নের ফলে বেশ্যাদের দুর্গতির পক্ষে সমাজের

একটা বড় অংশ সরব হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথমদিকে এই নিয়ে যাঁরা সরব হয়েছিলেন তাঁদেরকে ইংরেজ সরকার গুরুত্ব দেননি। ১৭. ৬. ১৮৭২ তারিখে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা লিখেছে, 'এই আইনটি যখন হয় আমরা প্রাণপনে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তখন আমাদিগের কথা রাজপুরুষদিগের ভাল লাগে নাই। কিন্তু এই আইনটি স্ত্রী সম্প্রদায়ের প্রতি অত্যাচারের কারণ হইয়া উঠিয়াছে।'[১০] নানাধরনের আত্মহত্যার খবর, কলকাতা শহর ছেড়ে ফরাসি শাসনাধীন ফরাসডাঙ্গায় পালিয়ে গেলে ইংরেজদের আইনের আওতামুক্ত হবে, এমন খবর শুধু নয়, শত শত বেশ্যাদের ফরাসডাঙ্গা গমনের খবরের মধ্যে দিয়ে চিন্তিত ইংরেজ সরকার নিজেদের মুখ রক্ষায় সচেষ্ট হলেন। এদেশীয় ভদ্রলোকবা যখন এই আইন প্রবর্তনের সময় কয়েক বছর আগে মুখর ছিলেন তাঁরাই নানা সংবাদপত্রে বেশ্যাদের করুণ কাহিনি এবং 'চৌদ্দ আইন'-এর দ্বারা নানা নিপীড়নের বর্ণনা পড়ে আস্তে আস্তে নিজেদের মতামত পরিবর্তন করতে থাকেন। এককালের একা 'সোমপ্রকাশ' ধীরে ধীরে একাধিক বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে। রূপচাঁদ পক্ষী বেশ্যাদের প্রান্তিক অবস্থানের দুর্দশা বর্ণনা করে গান লেখেন। সেকালের কবিগানে এই সমর্থন বুঝিয়ে দেয় আপামর মানুষের মধ্যে বেশ্যাদের ব্যাপারে সমর্থন ও সহমর্মিতা ছিল। রূপচাঁদ লিখেছেন—

কারে বলিব বনমালী! এ দুখের কথা।
হলো চৌদ্দ আইন বড়ই কঠিন বল যাই কোথা।
ভেবে ভেবে গুমড়ে মরি এ কি আইন হলো জারী,
দিগম্বরী করবে যত বারবণিতা।

এ গানের শেষে রূপচাঁদ দু লাইনে একটি পরামর্শ ও তার সামাজিক যুক্তি দিয়ে চৌদ্দ আইন দূর করার কথা বলেছেন—

পক্ষী কহে বিনয় করি বিলাতেতে রাজেশ্বরী এই আইন করবেন সংশোধন, যদি বিলাতেতে আপীল করে অনাথিনীগণ, নারী হয়ে নারীর প্রাণে দিবেন না ব্যথা।

এই পরামর্শটি খুব উল্লেখযোগ্য, কারণ একই সময় অর্থাৎ ১৮৬৮ সালে ইংল্যান্ডেও এই 'কনটাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট' চালু হয়েছিল। সেখানে সে দেশের মেয়েদের অধিকার আন্দোলনের নেত্রীরা খুব সরব হয়ে উঠেছিলেন। ভারতেও কিন্তু ইংরেজ সরকার উপলব্ধি করতে লাগলেন যে এই আইনটি এখানে সম্পূর্ণভাবেই 'আনপপুলার'। এর দ্বারা সরকার কিছুতেই সৈন্যদের মধ্যে বেড়ে যাওয়া যৌনরোগ কমাতে পারছিলেন না অথচ বেশ্যাদের নিয়ন্ত্রণও করতে পারছিলেন না। সব মিলিয়ে এই আইনের জন্য তাঁদের রাজস্ব থেকে অনেকটাই খরচ হয়ে যাচ্ছিল। সরকারের তদানীন্তন অফিসারদের মধ্যে তাই কেউ কেউ মনে করছিলেন সেই টাকায় ড্রেইন, জল বা পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার উন্নতিতে কাজে লাগানো যেতে পারে। শেষ অবধি ১৮৮৮ সালে ঠিক বিশ বছর বাদে সরকার এই আইনটিকে বাতিল করে। অবশেষে বেশ্যাদের জয় হল।

এই সংকলনে উনিশ শতকের দুষ্প্রাপ্য পাঁচটি টেক্সট তুলে আনা হয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটাই এই সময়ে বেশ্যা সম্পর্কিত সামাজিক মনোভাব ও আলোড়ন-আন্দোলনের দলিল। এই সময়ে প্রচুর 'বটতলা'র বইপত্র এবং উচ্চবর্গের নিয়ন্ত্রণাধীন বইপত্রে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বেশ্যাদের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। প্রবল সামাজিক নিন্দা ও প্রতিরোধের চিত্র যেমন ছিল, আবার অন্যদিকে তাঁদের দুর্দশা, দুর্গতিকে সহমর্মিতা জানিয়ে রচিত হয়েছিল নানা নাটক, প্রহসন, নকশা, পাঁচালি, গান ও কবিতা। ১৮৬৮ সালের 'ইন্ডিয়ান কনটাজিয়াস ডিজিসেস অ্যাক্ট' চালু হওয়ার ফলে ওই বছরেই সেই আইনকে বাংলায় অনুবাদ করে বই আকারে প্রকাশ করা হয়। নাম দেওয়া হয় 'বেশ্যা গাইড' (১৮৬৮), শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সংগৃহীত, বিজয়রাজ যন্ত্রে মুদ্রিত। মুদ্রক ছিলেন 'কেদারনাথ দে। ঠিকানা ৬৮ নং ভবন চিৎপুর রোড; নিমু গোঁসাইয়ের গলি। কলিকাতা।' ভেতরের পাতায় আইন-কানুন সম্পর্কিত বিশদ বিবরণ শুরু হওয়ার আগে মাথার উপরে লেখা আছে 'কোন২ স্পর্শক্রামক রোগ নিবারণার্থ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের অন্তর্গত যে সকল বিধি বেঙ্গল দেশের লেপটেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের দ্বারা নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার মর্ম্মে।' বইয়ের ১২ নং পৃষ্ঠায় কলকাতা পুলিশ কমিশনারের পক্ষ থেকে একটি নোটিশ জারি হয়েছিল, তাতে সমস্ত বেশ্যাদের উদ্দেশ্যে তিনি জানিয়েছিলেন, ১ এপ্রিল ১৪ আইন জারি হবে, তার আগে নিজস্ব থানায়

বেশ্যা গাইড।

অর্থাৎ।

স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থে
১৮৬৮ সালের ১৪ আইন
তথা এই আইন স-
ক্রান্ত আফিস বন্দো
বস্ত ও কার্য্য বিধি
বিষয়ক।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগ্রহীত।

শ্রীকেদারনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কলিকাতা।
সন ১২৭৫ সাল।
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিজয়রাজ
যন্ত্রে মুদ্রিত চিৎপুর রোড
নিমুগোঁসায়ের গলি
৬৮ নং ভবন।

'বেশ্যা গাইড' বইয়ের আখ্যাপত্র

গিয়ে রেজিস্ট্রি বইতে নাম লিখিয়ে আসতে হবে এবং 'ইহাতে অন্যথা না হয়'। এই 'বেশ্যা গাইড'-এ দীর্ঘ ৩১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নানা খুঁটিনাটিসহ এই আইনের বিভিন্ন দিক এবং বেশ্যাদের কর্তব্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ৩২ পৃষ্ঠায় আছে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম-এর প্রতিলিপি এবং ডাক্তারের সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি। একদম পেছনের পৃষ্ঠায় ছিল গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'বিজ্ঞাপন', যা সেকালের ভূমিকা, মুখবন্ধ, বক্তব্য, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি নানা কিছু প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হত। সেই বিজ্ঞাপনে লেখা আছে, 'এই গ্রন্থস্বত্ব রক্ষিত হইল, সংগ্রহকারের বিনা আনুমতিতে অনুকরণ করিলে ১৮৭৪ সালের ২০ আইন মতে দণ্ডনীয় হইবেন।' মোট ৩৪ পৃষ্ঠার এই বইটি সে আমলে বেশ্যা বিষয়ক সামাজিক আলোচনার উল্লেখযোগ্য দলিল। এই বইটাকে কেন্দ্র করেই সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের ঝড় বয়ে গিয়েছিল। প্রচুর কপি বিক্রি হয়েছিল যেহেতু এর আগে বাংলায় আইনের দিক থেকে এত গুছিয়ে আর কোনও বেশ্যা বিষয়ক বই প্রকাশিত হয়নি। নানা পত্র-পত্রিকায় ১৪ আইনের পক্ষে বিপক্ষে যত আলোচনা বেরিয়েছিল সেগুলি সব এই 'বেশ্যা গাইড' অবলম্বন করে। সনাতনপন্থী এবং সংস্কারপন্থী সকলেই এই বইয়ের ধারা-উপধারা ব্যবহার করে যুক্তি সাজিয়েছেন। বেশ্যারাও তাঁদের দুর্গতির কথা জানাতে গিয়ে এই 'বেশ্যা গাইড'-এর সরল বাংলায় লেখা ধারাগুলোকে কখনও কখনও উল্লেখ করেছেন। উনিশ শতকের সামাজিক ইতিহাস-চর্চার ক্ষেত্রে এই বইটির গুরুত্ব অপরিসীম।

'বেশ্যা গাইড'-কে কেন্দ্র করে সামাজিক এই আলোড়ন শুরু হলেও তার আগে থেকেই নানাধরনের নাটক, প্রহসন, পাঁচালি-তে বেশ্যা বিষয়ক সামাজিক ধ্যান-ধারণা ও চর্চার একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছিল। উনিশ শতকের বেশ্যা বিষয়ক নানা সামাজিক তর্কগুলো 'বেশ্যা গাইড' (১৮৬৮) প্রকাশিত হওয়ার অনেক আগে থেকেই উত্থাপিত হচ্ছিল, চর্চিত হচ্ছিল, তর্ক-বিতর্ক দেখা যাচ্ছিল। 'বেশ্যা গাইড' সেই ঘটনারই ফলশ্রুতি, একথা আমরা আগেই বলেছি। সেই 'বেশ্যা গাইড'-পূর্ব সময়পর্বে বাংলাদেশে নানাধরনের বেশ্যা সম্পর্কিত নাটক, প্রহসন, পাঁচালি, নকশা, কবিগান রচিত হয়। এই সংকলনে বাংলাদেশের সেই সামাজিক পরিস্থিতিতে রচিত একাধিক বেশ্যা বিষয়ক রচনার মধ্যে থেকে একটিকে নির্বাচন করে আমরা ওই সময়ের সামাজিক,

নোটীসের ফারম।

কলিকাতা পুলিস কমিশ্যনর সাহেবের আপীস।

সন ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন অনুযায়িক বিজ্ঞাপন।

বাসস্থান নম্বর

তোমাকে এতদ্দারা সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী ১লা আপ্রেল বাঙ্গালা ২০ সে চৈত্র তারিখ অবধি কোন কোন স্পর্শাক্রামক অর্থাৎ গরমী রোগ নিবারণার্থ উপরোক্ত ১৪ আইন জারী হইবেক, অতএব উক্ত তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরি হওয়া আবশ্যক জানিবা। সে জন্য তুমি উক্ত তারিখের মধ্যে থানায় যাইয়া রেজিষ্টরি বহিতে তোমার নাম লেখাইবা ইহাতে অন্যথা না হয়।

পুলিস আপীস।

ডেপুটী কমিশ্যনর অফ্ পুলিস।

২৫ সে মার্চ, ১৮৬৯।

'বেশ্যা গাইড' বইয়ে প্রকাশিত ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের নোটিশ

রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা ডিসকোর্স হাজির করতে চাইছি। ১৮৬৩ সালে রচিত 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' (নামহীন, 'কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রণীত') প্রহসনে সেই সামাজিক প্রতিচ্ছবিটা নানাভাবে ধরা পড়েছে। যার ফলে এই নাটকটি সেকালে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। সাধারণ ভদ্রসমাজে বেশ্যা বিষয়ক আপত্তির যে কারণগুলো ছিল সেগুলোই নাট্যচরিত্রের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে একধরনের উপলব্ধি লাভের মতো করে বলা হয়েছে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস এই সময়ে প্রবল হয়ে উঠেছিল। বেশ্যা বিষয়ক আপত্তি কিংবা সমর্থন— এই ধরনের পরিস্থিতি একমাত্র সত্য হয়ে উঠেছিল। উচ্চবর্গের হাতে রচিত এইসব রচনায় সামাজিক 'অপর' হয়ে দাঁড়িয়েছিল উনিশ শতকের বেশ্যারা। মনে হয় পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চা প্রসারের ফলেই বেশ্যাদের 'অপরত্ব' লাভ প্রকটভাবে শুরু হয় এই উনিশ শতকে। যেহেতু উচ্চবর্গের জ্ঞানচর্চার আধিপত্য কোণঠাসা করার যাবতীয় ধারণা তুলে আনে। 'আলোকিত' ভদ্রলোক সমাজ বেশ্যা বিষয়ক সমর্থন-অসমর্থনের একমাত্র অভিমতদানকারী, এই আধিপত্যের জন্মও এই সময়। ফলে, 'বেশ্যানুরুক্তি বিষমবিপত্তি' নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে সেই সামাজিক পরিস্থিতির একটা আদর্শ উদাহরণ হিসাবে এই সংকলনে দুর্লভ একটি প্রহসনের অন্তর্ভুক্তি হল।

১৮৬৮ সালে 'চৌদ্দ আইন' জারির ফলে বেশ্যা সম্পর্কে যে আলোড়ন-আন্দোলন শুরু হল তার ফলেই বেশ্যা বিষয়ক নতুন নতুন রচনায় অন্য ধরনের একটা দৃষ্টিকোণ ধরা পড়তে শুরু করল। এতদিনের বেশ্যা বিষয়ক আপত্তি 'চৌদ্দ আইন' প্রয়োগের নিষ্ঠুরতায় খানিকটা দূর হল। বহু বিশিষ্ট এবং সাধারণ মানুষ যাঁরা এতদিন ধরে বেশ্যাদের অনাচার ও যৌনতা বিষয়ক 'নষ্টামি'র কথা বলে এসেছিলেন সামাজিক পরিস্থিতির বিচার না করে, তার ফলে কীভাবে একজন কেন বেশ্যা হয় তার শেকড় অনুসন্ধান না করে কেবল নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ক সমস্যার দায় দিয়ে বেশ্যাদের ওপর, যাবতীয় বেশ্যা বিরোধী সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা। 'চৌদ্দ আইন'-এর ফলে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ্যা বিষয়ক নানা সংবাদ এই ধরনের মানুষকেও নাড়া দিয়েছিল। প্রচুর নাটক, প্রহসন, নকশা, পাঁচালি, কবিতা রচিত হল যেখানে এই নতুন দৃষ্টিকোণ সংযোজিত হল, যেটা এর আগে বেশ্যা বিষয়ে ছিল না। অঘোরচন্দ্র ঘোষ রচিত 'পাঁচালী কমলকলি' (১৮৭২) এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত একটি টেক্সট। পাঁচালি সেকালের একটি উল্লেখযোগ্য

বারঙ্গনা এব সমূল ঘাতিকা

অর্থাৎ

বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রীচণ্ডিচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

রতন সরকারস্ গার্ডন ষ্ট্রীট ৫৩ নং
ভবনে প্রেঃ অদ্বৈত যন্ত্রালয়ে
শ্রীহরিদাস সরকার দ্বারা
মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

মূল্য ./৫ পয়সা মাত্র।

মূল্য চার আনা।

'বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল' বইয়েব আখ্যাপত্র

সাহিত্যিক ফর্ম। সাধারণ মানুষের কাছে এর গীতিরূপ খুব জনপ্রিয় ছিল। অঘোরচন্দ্র 'চৌদ্দ আইন' সম্পর্কিত সামাজিক পরিস্থিতিটা এই রচনায় যথাযথভাবে তুলে ধরেছেন। এই রচনার প্রথম গীতে অঘোরচন্দ্র ইংরেজ শাসনকর্ত্রীর প্রতি বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'মরি মরি কি চিকন বুদ্ধি, দেখে গরমী রোগের বৃদ্ধি, হদ্দ চৌদ্দ আইন জারি করেছেন; অঘোরচন্দ্রের এই বাণি; কোথা গো মা মহারানী, তোমার ভারতভূমের প্রজারা মা দুঃখে কেউ আর সবে না।' এই মন্তব্যের মধ্যে দিয়ে অঘোরচন্দ্রের সাহসী মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি বেশ্যা বিষয়ক সহমর্মিতারও পরিচয় মেলে, যা ১৮৬৮ সাল পরবর্তী বাংলাদেশের সমাজ পরিস্থিতি বুঝে ওঠার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১৮৭৩ সালে চণ্ডিচরণ ঘোষ 'বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল' নামে একটি পাঁচালি প্রণয়ন করেন। 'বারাঙ্গনা এব সমূল ঘাতিকা'— এই সংস্কৃত প্রবাদ অনুসারে তিনি গ্রন্থটির নাম রাখেন 'বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল'। কীভাবে কলকাতার একদল বিবেচক মানুষ 'কুহকিনী' বেশ্যাদের ফাঁদে পড়ে অবিবেচক হয়ে যায়, সেকথাই সমাজ পরিত্রাতার ভঙ্গিতে উপদেশ দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন লেখক। এটি একটি বটতলার বই। বটতলার বইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল সামাজিক দুর্গতি সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে উপদেশ দান। স্বল্প বিবেচনাবুদ্ধি-সম্পন্ন সাধারণ মানুষকে বিবেচনার জন্য কথা শুনিয়ে জাগানোই ছিল বটতলার উদ্দেশ্য। এই বইয়ের ভূমিকায় চণ্ডিচরণ ঘোষ সেই সমাজ হিতকারি দায়িত্বের কথাই স্পষ্ট করে লিখেছেন, 'ইহা যদিও সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জনীয় নয়, কিন্তু বেশ্যাসক্ত মহাত্মাদিগের মূর্খতা দূরীকরণের মহৎ উপদেশ'। তখন 'চৌদ্দ আইন' হয়ে গেছে এবং এই আইনের ফলে সমাজে বেশ্যা বিষয়ক নানা নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই বইটি নির্বাচনের কারণ 'পাঁচালী কমলকলি'-র উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে তখনও যাঁরা বেশ্যাদেরকেই সর্ব্বনাশের মূল ভাবছেন তাঁদের দৃষ্টিকোণকে সামনে আনা।

১৮৭৬ (বইয়ের মূল প্রচ্ছদে প্রকাশিত সালটির উল্লেখ পাওয়া যায় না, কিন্তু ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে রক্ষিত ব্লুমহার্ট-র ক্যাটালগে এই সালটি উল্লেখ আছে দেখা যায়) সালে প্রকাশিত 'এলোকেশী বেশ্যা' নামের একটি রচনায় একদম অন্যভাবে সেকালে বেশ্যা বিষয়ক সমস্যার একটি মুক্তির পথ বা দৃষ্টিকোণ ধরা পড়েছিল। এটির রচয়িতা বিবি মিশ লেস্‌লি। খ্রিস্টান এই

বারাঙ্গনা এব সমূল ঘাতিকা।

পয়ার।

চন্দ্রপুর নামে এক আছয়ে নগর।
অতি মনোরম্য স্থান ভাগীরথী পর ॥
কি কব সে স্থান শোভা অতি পরিপাটী।
চারি দিকে শত শত ইষ্টকের বাটী ॥
কত মহাজন, ভদ্রজন শত শত।
এই রম্য স্থানে বাস করয় সদত ॥
তথায় আছিল এক ভদ্রের তনয়।
তার তুল্য ভদ্র আর দৃশ্য নাহি হয় ॥
অতিশয় শান্ত, বুদ্ধে অতি বিচক্ষণ।
না তুলিত পর স্ত্রীর পানেতে নয়ন ॥
তাহার সুখ্যাতি লোকে করে গুণ গান।
যথা যায় তথা পায় অত্যন্ত সম্মান ॥
পিতা মাতা অতি সুখি দেখিয়া সন্তানে।
তাদেরও সম্মান বাড়ে সন্তানের মানে ॥
মধ্যবিত ব্যক্তি যুবা ধর্ম্মধ্বজ নাম।
ক্ষীণাকৃতি অতিশয় দেখিতে সুঠাম ॥
কি কব নাসিকা কথা অতি সুগঠন।
অল্পং শ্মশ্রু কিবা মুখের শোভন ॥
বয়স তরঙ্গ অতি বয়স তরঙ্গ।
সর্ব্বদা থাকিত ধর্ম্ম সুজনের সঙ্গ ॥

মূল্য চার আনা।

'বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল' বইয়ের সূচনাংশ

রচয়িত্রীর প্রতিপাদ্য ছিল বেশ্যাদের পরিত্রাণ ঘটবে খ্রিস্টধর্মের মধ্যে দিয়ে যিশুকে স্মরণ করলে। মিশনারিদের খ্রিস্টধর্ম প্রচারের মধ্যে দিয়ে সমাজের দুর্গতি দূর করার প্রচলন ঘটে এই সময়ে। শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক যুগে সেটা দরিদ্র অসহায় মানুষদের পরিত্রাণের উপায় হিসাবে বর্ণিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অপরাধীদের পরিত্রাণের জন্য। নারীর নানা দুঃখ লাঘবের জন্য এবং সর্বোপরি বেশ্যাদের 'পাপ' কাজ বন্ধ করে 'পুণ্য' লাভের জন্য খ্রিস্টধর্ম প্রচারের প্রাবল্য দেখা গেছে। এই ধরনের রচনার সংখ্যা বেশ কম। সেখানে বেশ্যা সম্পর্কে মিশনারিরা একটি স্বাধীন টেক্সট রচনার মধ্যে দিয়ে একটি ডিসকোর্স গড়ে তুলতে চেয়েছেন। অধিকাংশই আছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা প্রবন্ধে নিবন্ধে চিঠিপত্রে, খ্রিস্টান মণ্ডলীর প্রচারিত বাংলা পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু 'এলোকেশী বেশ্যা' কলকাতার বিখ্যাত স্ট্যানহোপ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে যেটি সেকালের পরিচিত প্রধান একটি ছাপাখানা। এলোকেশী নামে একটি হিন্দুর ঘরের মেয়ে, যে দশবছর বয়সে বিধবা হয়। খুব সুন্দরী ও বুদ্ধিমতি। বড় হওয়ার সাথে সাথে তার ভাইয়ের এক বন্ধুর সাথে এলোকেশীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যদিও সেই সময়ে বিধবাবিবাহ চালু হয়ে গিয়েছিল কিন্তু তার বাবা-মার এতে আপত্তি থাকায় সে ভাইয়ের বন্ধুর সাথে গৃহত্যাগী হয়। ক্রমশ সে বেশ্যাবৃত্তিতে যোগ দেয়। একদিন এক খ্রিস্টান মিশনারি মহিলা এলোকেশীর বাড়ি এসে তাকে বাইবেলের গল্প শোনায়। তিনি বলেন, এই ধর্মেই রয়েছে নারীদের পাপ কাজ থেকে মুক্তির উপায়। এইভাবে গল্পের ধারা বয়ে চলে এবং এলোকেশী নিজের পাপমুক্তির উপায় খুঁজে পায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

১৮৬৮ সালে প্রকাশিত 'বেশ্যা গাইড', যাকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকে বেশ্যা বিষয়ক বিতর্ক ঘনীভূত হয়েছিল, তার আগের সামাজিক পরিস্থিতি বুঝে নেওয়ার জন্য ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত 'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' প্রহসন এবং 'চৌদ্দ আইন'-এর পর সামাজিক পরিস্থিতি কেমন হয়েছিল তার অনুসন্ধানের জন্য তিনটি ভিন্নধর্মী টেক্সট সমাজ-ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নানাভাবে গবেষণায় ও প্রবন্ধে এগুলোর কোনও কোনওটার উল্লেখ থাকলেও মূল টেক্সটগুলো এদেশের গ্রন্থাগারে মেলে না বলে এগুলো ব্যবহারের সুযোগ পাওয়া যায়নি এতদিন। দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য এই পাঁচটি বইকে এবার একত্রিত করে সমস্ত ধরনের পাঠকদের কাছে হাজির করা হল। উনিশ

বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি।



প্রহসন।

কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক

প্রণিত।

"LONGUM EST ITER PER PRECEPTA,
BREVE ET EFFICAN PER EXAMPLA."

কলিকাতা

চিৎপুর রোড ৩১৮ নম্বর ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৭০।

'বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি' বইয়ের আখ্যাপত্র

শতকের বেশ্যা বিষয়ক গবেষণার কাজে চার্লস ওয়ালেস বৃত্তি নিয়ে ২০০৮ সালে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরিতে গিয়ে এই সংক্রান্ত প্রচুর নথিপত্র ও বইপত্র দেখার সুযোগ ঘটেছে। আমাদের সমাজ-ইতিহাসচর্চার যে সমস্যা সংরক্ষণহীনতার মধ্যে জড়িয়ে আছে, সেই সুসংরক্ষিত ভাণ্ডার দেখার মধ্যে দিয়ে নতুন একটা পুনর্মুদ্রণের তাগিদ অনুভব করি আমি গবেষিকা হিসাবে। সেই লাইব্রেরি থেকে এই বইগুলোর কপি সংগ্রহ করি। এককালের আমাদের হারিয়ে যাওয়া নথি একালে সমাজ-ইতিহাসচর্চায় কিংবা নবীন পাঠকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে এই প্রয়োজন থেকে পাঁচটি দুর্লভ গ্রন্থ সংকলিত হল। এই সংগ্রহের ব্যাপারে নানাভাবে সাহায্য করেছেন অদ্রীশ বিশ্বাস। তা ছাড়াও লন্ডনবাসী মহুয়া সেন, ব্রিটিশ কাউন্সিলের কর্মী সুজাতা সেন, সমরজিৎ গুহ, সঞ্জয় সরকার, রাজ্যলেখ্যাগারের কর্মী ও গবেষিকা বিদিশা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা দে এবং গবেষক সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স এই প্রাচীন বইগুলো ছাপার বিষয়ে যে আগ্রহ দেখিয়েছেন তা আমার কাছে উৎসাহের। তাঁদেরও জানাই আমার কৃতজ্ঞতা। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি, মূল টেক্সটের বানান অপরিবর্তিত রইল।

মৌ ভট্টাচার্য

তথ্যসূত্র

১. Establishment of a —for preventing spread of venereal diseases among European Troops. Judl. Proceedings 182-84, June 1865.

২. Action taken by Bengal Government towards the introduction into the—of Bengal of the rules for the prevention of— among European Troops. Judl. Proceedings B. 27-28, May 1866.

৩. হিন্দু পেট্রিয়ট, ৫ এপ্রিল ১৮৬৯

৪. *The Contagious Diseases and Cantonments Acts In India*. Kenneth Ballhatchet, Race, Sex and Class Under the Raj, Imperial Attitudes and Policies and Their Critics, 1793-1905. Vikas Publishing House Pvt. Ltd, New Delhi, 1979, Page 65-66

৫. *কথাসাহিত্য* ও *চিঠিপত্র*, সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্রুত কণ্ঠস্বর, ঔপনিবেশিক বাংলার বারবনিতা সংস্কৃতি, সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ২০০২, পৃ. ৬০

৬. সম্বাদ ভাস্কর, ৩ জানুয়ারি ১৮৫৪

৭. পূর্বোক্ত

৮. সংবাদ প্রভাকর, ২ মে ১৮৫৭

৯. সম্বাদ ভাস্কর, ২০ এপ্রিল ১৮৬৯

১০. সোমপ্রকাশ, ১৭ জুন ১৮৭২।

সূচি

বেশ্যা গাইড (১৮৬৮): শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১

বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি (১৮৬৩): কোন নাট্যানুরাগী ব্যক্তি ২৫

পাঁচালী কমলকলি (১৮৭২): শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ ৭১

বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল (১৮৭৩): চণ্ডিচরণ ঘোষ ১০৫

এলোকেশী বেশ্যা (১৮৭৬): বিবি মিশ লেস্‌লি ১২৩

বেশ্যা গাইড।

বেশ্যা গাইড।

অর্থাৎ।

স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থে
১৮৬৮ সালের ১৪ আইন
তথা এই আইন স-
ক্রান্ত আফিস বন্দো-
বস্ত ও কার্য্য বিধি
বিষয়ক।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
সংগ্রহীত।

শ্রীকেদারনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
কলিকাতা।
সন ১২৭৫ সাল।
শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিজয়রাজ
যন্ত্রে মুদ্রিত চিৎপুর রোড
নিমুগোঁসায়ের গলি
৬৮ নং ভবন।

কোন২ স্পর্শাক্রামক রোগ নিবারণার্থ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনের অন্তগত যে সকল বিধি বেঙ্গল দেশের লেপ্‌টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের দ্বারা নিদ্ধারিত হইয়াছে তাহার মর্ম্ম।

১। ১৮৬৯ সালের ১ লা এপ্রেল তারিখে কিম্বা তাহার পরঅবধি কলিকাতায় কিম্বা সহর তলিতে কোন স্ত্রীলোক কিম্বা কোন ব্যক্তি আপন২ বাসস্থান যে থানার অধীন সেই থানায় রেজিষ্টরি না করিয়া বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম করিতে পারিবে না।

২। প্রত্যেক থানার ইনস্পেক্টর আপন২ থানার এলাকায় যে২ সামান্য বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক বাস করে তাহাদের রেজিষ্টরি কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

কোন স্ত্রীলোক সামান্য বেশ্যাবৃত্তি করিতে ইচ্ছা করিলে আপন নাম, বয়স, জাতি বা ধর্ম্ম, জন্মস্থান, বাসস্থান, ও যে সময়ে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং যদ্যপি সে কোন বেশ্যালয়ে বাস করে তাহা হইলে সেই বাটীর কর্ত্তার ও রক্ষকের নাম এবং পরে লিখিত জেনরেল রেজিষ্টারি বহিস্থ তাহার নম্বর এই সকল বৃত্তান্ত থানায় নিজে আসিয়া লেখাইতে হইবেক।

৪। থানার ইনস্পেক্টর উক্ত সকল বিবরণ পাইবামাত্র থানায় রেজিষ্টরি বহি (ফারম A) রাখা হইবে সেই বহিতে তাহা লিখিয়া রাখিবেন তৎপরে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট (ফারম B) লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আপিসে পাঠাইয়া দিবেন।

৫। থানায় রেজিষ্টরি বহির ন্যায় সমুদায় সহর ও সহরতলির জন্য পুলিশ আপীসে যে জেনরেল রেজিষ্টরি বহি রাখা হইবে সেই বহিতে কমিশ্যনার সাহেব ঐ স্ত্রীলোককে রেজিষ্টারি করিবেন, জেনরেল রেজিষ্টরি বহিতে ঐ

স্ত্রীলোকের যে নম্বর পড়িবে সেই নম্বর রেজিষ্ট্রেসন টিকিটের প্রথম ঘরে লিখিতে হইবে। ইহা লেখা হইলেই উক্ত টিকিট কমিশ্যনার বা ডিপুটি কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষরিত হইয়া থানার ইনস্পেকটরের নিকট প্রেরিত হইবে। ইনস্পেকটর আপন রেজিষ্টরি বহিতে উক্ত রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে লিখিত নম্বর লিখিয়া লইয়া যাহার টিকিট তাহাকে দিবেন।

৬। প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষক যে থানার এলাকায় আপন কর্ম্ম চালায় সেই থানায় তাহাকে রেজিষ্টরি করিতে হইবেক আর রেজিষ্টরি করিবার সময় আপন নাম, বাসস্থান এবং যে বাটিতে, কি ঘরে, কি স্থানে, আপনার বৃত্তি চালায় তাহা যে স্থানে থাকে তাহা লেখাইতে হইবেক থানার ইনস্পেক্টর উক্ত বিবরণ থানায় যে রেজিষ্টরী বহি (ফারম C) রাখা হইবে সেই বহিতে লিখিয়া লই-বেন। তৎপরে রেজিষ্টরী টিকিট (ফারম D) লিখিয়া ঐ টিকিট কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখতের নিমিত্ত তাহার আফিসে পাঠাইয়া দিবেন।

৭। কমিশ্যনার সাহেব তাঁহার আফিসে এক বহিতে প্রত্যেক বেশ্যালয় রক্ষকের নাম এবং অন্যান্য বৃত্তান্ত লেখাইয়া রাখিবেন।

৮। কমিশ্যনর সাহেবের আফিসের জেনেরেল রেজিষ্টরি বহিতে বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্ট্রসনের যে নম্বর হইবেক টিকিটেও সেই নম্বর দেওয়া হইবেক, আর ঐ টিকিট কমিশ্যনার কিম্বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের দস্তখত হইলে যে থানার এলাকায় ঐ বেশ্যালয় রক্ষক আপন বৃত্তি চালাইতে চাহে সেই থানার ইনস্পেক্টরের নিকটে পাঠান হইবেক।

৯। কমিশ্যনর সাহেবের দ্বারা টিকিটে যে নম্বর দেওয়া হইবেক সেই নম্বর ইনস্পেক্টর রেজিষ্টরি বহিতে লিখিয়া লইয়া যাহার টিকিট তাহাকে ফিরাইয়া দিবেন।

১০। যদি কোন স্ত্রীলোক কিম্বা কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টরি না করিয়া এবং পূর্ব্বমতে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট না লইয়া বেশ্যাবৃত্তি করে কিম্বা বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম চালায় তাহা হইলে তাহার বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হইয়া ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে বিচার হইবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট সোপরর্দ্ধ হইবেক।

১১। কোন রেজিষ্টরি করা বেশ্যা আপন বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিলে তাহাকে কমিশ্যনার বা ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের সমীপে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজি দরখাস্ত দ্বারা যে গলিতে উঠিয়া যাইতে মানস করে তাহার নাম

ও নম্বর জানাইতে হইবেক, আর রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ফিরাইয়া দিতে হইবেক। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়ে থাকিতে মানস করে তবে সেই বেশ্যালয়ের রক্ষকের নাম ও রেজিষ্ট্রেসন নম্বর লেখাইতে হইবেক।

১২। এরূপ দরখাস্ত পাইলে কমিশ্যনার সাহেব রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে ও জেনেরল রেজিষ্টরি বহিতে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত টিকিট ঐ স্ত্রীলোককে ফিরাইয়া দিবেন এবং পূর্ব্বে ঐ স্ত্রীলোক যে থানায় রেজিষ্টরি হইয়াছে সেই থানা হইতে তাহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যে থানার এলাকায় সে উঠিয়া যাইতে মানস করে সেই থানায় তাহাকে পুনরায় রেজিষ্টরি করিতে আদেশ করিবেন।

১৩। কোন বেশ্যা রেজিষ্টার করিয়া অত্র সহরে কিম্বা সহরতলীতে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহাকে স্বয়ং কিম্বা ইংরাজি দরখাস্ত দ্বারা কমিশ্যনার সাহেবকে জানাইতে হইবেক যে তাহার নাম রেজিষ্টরি হইতে উঠাইয়া ফেলা হয় এবং ঐ স্ত্রীলোক যথার্থ বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে এমত প্রমাণ পাইলে কমিশ্যনার সাহেব তাহার নাম জেনেরল রেজিষ্টর ও থানার রেজিষ্টর হইতে উঠাইয়া দিতে আদেশ করিবেন এবং তাহার রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ফিরাইয়া লইবেন। এবং যে পর্য্যন্ত ঐ দরখাস্তের চূড়ান্ত হুকুম না হয় সে পর্য্যন্ত কমিশ্যনার সাহেব যদি উচিত বিবেচনা করেন তাহা হইলে স্ত্রীলোককে ডাক্তারের পরীক্ষা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেক।

১৪। যদি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক আপন বাসস্থান কিম্বা ব্যবসার স্থান পরিবর্ত্ত করিতে চাহে তাহা হইলে সে যে স্থানে উঠিয়া যাইবেক তাহার নাম ও নম্বর দিয়া কমিশ্যনার সাহেবের নিকট এক ইংরাজি দরখাস্ত করিতে হইবেক আর সেই দরখাস্তের সহিত রেজিষ্ট্রেসন টিকিট দাখিল করিতে হইবেক।

১৫। এরূপ দরখাস্ত পাইলে কমিশ্যনার সাহেব রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ও জেনেরল রেজিষ্টরি বহিতে প্রয়োজন মতে পরিবর্ত্তন করিতে আজ্ঞা দিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত টিকিট ঐ বেশ্যালয় রক্ষককে ফিরাইয়া দিবেন এবং পূর্ব্বে ঐ বেশ্যালয় রক্ষক যে থানায় রেজিষ্টরি হইয়াছিল সেই থানা হইতে তাহার নাম উঠাইয়া দিয়া যে স্থানে সে বেশ্যালয় রক্ষকের কর্ম্ম চালাইতে চাহে সেই স্থানের থানায় তাহাকে পুনঃরায় রেজিষ্টরি করিতে আদেশ করিবেন।

১৬। যদ্যপি কোন বেশ্যালয় রক্ষক তাহার কর্ম্মের স্থান পরিবর্ত্তন না

করিয়া কেবল তাহার বাসস্থান বদল করিতে চাহে, তাহা হইলে কমিশ্যনার সাহেব জেনেরেল রেজিষ্টরি বহিতে ও রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে প্রয়োজনমতে পরিবর্ত্তন করিয়া যে থানায় সে রেজিষ্টার হইয়াছিল সেই থানার ইনিস্পেক্টরকে এমত আদেশ করিবেন, যে থানার রেজিষ্টরি বহিতে উক্ত বেশ্যালয়-রক্ষকের বাসস্থানের ঠিকানা পরিবর্ত্তন করিয়া লন।

১৭। যদ্যপি কোন বেশ্যালয়-রক্ষক বেশ্যালয়বৃত্তি ত্যাগ করিতে চাহে তাহা হইলে ইংরাজী দরখাস্ত দ্বারা ঐ বিষয় কমিশ্যনার সাহেবকে জানাইতে হইবে এবং কমিশ্যনার সাহেব ঐ সম্বাদ পাইয়া জেনরেল রেজিষ্টরি ও থানার রেজিষ্টরী বহি হইতে তাহার নাম উঠাইয়া দিতে ও তাহার রেজিষ্ট্রেসন টিকিট ফিরাইয়া লইতে আদেশ করিবেন।

১৮। সহরের ও সহরতলীর সকল পুলিষ কর্ম্মচারিদিগকে এতদ্দারা ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাহারা যে সকল বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টরী করিয়াছে তাহাদের রেজিষ্ট্রেসন টিকিট দেখিবার জন্য চাহিতে পারিবেন।

১৯। সহর ও সহরতলীর প্রত্যেক থানার ইনিস্পেক্টর আপন আপন সীমার মধ্যে যে সকল সামান্য বেশ্যা ও বেশ্যালয়-রক্ষক বাস করে তাহারা যাহাতে রেজিষ্টরি করিবার নিয়ম সকল পালন করে তদ্বিষয়ে সতর্কতাপূর্ব্বক তত্ত্বাবধারণ করিবেন।

২০। যে স্ত্রীলোক এই আইনমতে প্রকাশ্য বেশ্যা বলিয়া রেজিষ্টরি করে নাই তাহাকে বেশ্যা বৃত্তি করিবার জন্য কোন বেশ্যালয়-রক্ষক এই আইনমতে রেজিষ্টরি হইয়া কি না হইয়া তাহার আলয়ে কোন সময়ে আসিতে দিতে পারিবেক না।

২১। প্রত্যেক রেজিষ্টরী করা বেশ্যালয়-রক্ষকের আলয়ে যে সকল বেশ্যা প্রত্যেক মাসে যাতায়াত বা বাস করে তাহাদের নাম রেজিষ্ট্রেসন নম্বর এবং কোন তারিখে তাহাদের ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা হইয়াছে ও তাহার ফল কি এই সকল বিবরণ তাহার পর মাহার ৩ তারিখে কিম্বা তাহার পূর্ব্বেই ইংরাজীতে লিখিয়া (ফারম E) কমিশ্যনার সাহেবের নিকট দাখিল করিতে হইবেক।

২২। সহরের ও সহরতলীর চৌকিদারের উপরস্থ কর্ম্মচারিদের এতদ্বারা ক্ষমতা দেওয়া হইল যে প্রত্যেক বেশ্যালয়-রক্ষকের নিকটে তাহার বৃত্তি সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সন্ধান তাহারা চাহিতে পারিবেক এবং এই সন্ধান জানাইবার জন্য পুলিষ কর্ম্মচারী ঐ বেশ্যালয়-রক্ষককে যে সময়ে ও যে স্থানে

উপস্থিত হইতে কহিবেন সেই সময়ে ও সেই স্থানে তাহাকে উপস্থিত থাকিতে হইবেক।

২৩। সহরের ও সহরতলীর প্রত্যেক রেজিষ্টরী করা বেশ্যাকে আপন আপন রেজিষ্ট্রেসন টিকিটে যে স্থানে লিখিত থাকিবে সেই স্থানে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা হইবার জন্য সময়ে২ প্রত্যেক ১৪ চৌদ্দদিনের মধ্যে একবার করিয়া উপস্থিত হইতে হইবে। কিন্তু প্রথমে রেজিষ্টরী হইবা মাত্রেই উক্ত স্থানে পরীক্ষার্থ উপস্থিত হইতে হইবেক।

২৪। উপরোক্তমতে পরীক্ষার জন্য কোন রেজিষ্টরী করা স্ত্রীলোক হাজির হইলে তাহাকে রেজিষ্ট্রেসন টিকিট দেখাইতে হইবেক ও যদবধি কর্ম্মচারি ডাক্তার তাহাকে যাইতে অনুমতি না করেন তদবধি তাহাকে হাজির থাকিতে হইবেক।

২৫। যাহার দ্বারা এইরূপ পরীক্ষা করা হয় তিনি পরীক্ষার তারিখ ও ফল এক রেজিষ্টরী বহিতে (ফারম I) লিখিয়া রাখিবেক এবং যে টিকিট বেশ্যার নিকট থাকিবেক তাহার পৃষ্ঠেও সেই মত লিখিয়া দিবেক।

২৬। কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা স্থানে, স্থানে উক্ত পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহ হইবেক এবং যাহাতে স্ত্রীলোকদিগের আদর ও লজ্জা সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় অথচ সুচারুরূপে পরীক্ষা কার্য্য নির্ব্বাহিত হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবেক।

২৭। উপরোক্ত নিয়মিতে পরীক্ষা হইবার যে সময় ও স্থান নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই সময়ে ও স্থানে কোন রেজিষ্টরী করা বেশ্যা যদ্যপি পরীক্ষার নিমিত্ত উপস্থিত না হয়েন তবে পুলিসের কর্ম্মকারক তাহাকে ওয়ারেন্ট ব্যতিরেকে ধরিয়া ত্বরায় পরীক্ষা স্থানে চালান করিবেন এবং তাহার পরে তাহাকে বিবেচনা মতে কমিশানার কিম্বা ডেপুটী কমিশানার সাহেবের আজ্ঞানুসারে হয় খালাস দেওয়া হইবেক নচেৎ ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনানুসারে বিচার জন্য মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমীপে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবেক।

২৮। থানার এলাকার মধ্যে যে সকল সামান্য বেশ্যা থাকে তাহারা উপরোক্ত মতে পরীক্ষা হইবার নিমিত্ত নিয়মিত সময়ে ও স্থানে হাজির হইয়াছে কি না তাহার সন্ধান জানিবার জন্য থানার ইনস্পেক্টর সময়ে সময়ে প্রত্যেক ১৪ রোজের মধ্যে ঐ বেশ্যাদের রেজিষ্ট্রেসন টিকিট নিজে কিম্বা অন্য পুলিয কর্ম্মচারির দ্বারা অনুসন্ধান করিবেন।

২৯। উপরোক্তমতে পরীক্ষা হইলে পর যদ্যপি কোন রেজিষ্টরী করা বেশ্যার স্পর্শাক্রামক রোগ অর্থাৎ গর্মির ব্যায়ারাম আছে এমতনিশ্চয় হয় তাহা হইলে যে ডাক্তার তাহাকে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহার দ্বারা তাহাকে নোটিস দেওয়া হইবেক যে তিনি নিরূপিত সময়ের মধ্যে চিকিৎসার জন্যে নির্দ্দিষ্ট হাস্পাতালে উপস্থিত হন।

৩০। উক্ত নোটিস দেওয়া গেলে পর যদি ঐ বেশ্যা নোটিসের লিখিত সময়ের মধ্যে সেই হাস্পাতালে না যায় কিম্বা যাব না কহে, তবে পুলিষের কর্ম্মকারক তাহাকে ধরিয়া ত্বরায় ঐ হাসপাতালে চালান করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্য তথায় রাখিবেন।

৩১। এতদ্বারা কমিশ্যনার এবং ডিপুটী কমিশ্যনার সাহেবদিগকে ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা কোন রেজিষ্টরী করা বেশ্যাকে এই মর্ম্মে নোটিস দিতে পারিবেন যে ঐ নোটিস লিখিত দিনের পর সাত দিনের মধ্যে ঐ বেশ্যা উক্ত নোটিসের নির্দ্দিষ্ট পথে কি স্থানে বাস করিতে পারিবে না।

৩২। কমিশ্যনার ও ডেপুটী কমিশ্যনার সাহেবের আদেশ ভিন্ন অন্য কাহারও যত্নে ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনমতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

৩৩। সন ১৮৬৮ সালের ১৪ আইনেতে যে যে কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা অত্র সহরের ও সহরতলীর পুলিস কর্ম্মচারী কেবল করিবেন এবং উক্ত আইন দ্বারা যাহা অপরাধ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সন্ধান ঐ পুলিস কর্ম্মচারী বা নির্দ্দিষ্ট হাস্পাতালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী ব্যতীত অন্য কেহ দিতে পারিবে না।

নোটীসের ফারম।

কলিকাতা পুলিস কমিশ্যনর

সাহেবের আপীস।

সন ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন

অনুযায়িক

বিজ্ঞাপন।

শ্রী

বাসস্থান নম্বর

তোমাকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা যাইতেছে যে আগামী ১ লা আপ্রেল বাঙ্গালা ২০ সে চৈত্র তারিখ অবধি কোন কোন স্পর্শাক্রামক অর্থাৎ গরমী রোগ নিবারণার্থ উপরোক্ত ১৪ আইন জারী হইবেক, অতএব উক্ত তারিখে অথবা তাহার পূর্ব্বে তোমার রেজিষ্টরি হওয়া আবশ্যক জানিবা। সে জন্য তুমি উক্ত তারিখের মধ্যে থানায় যাইয়া রেজিষ্টরি বহিতে তোমার নাম লেখাইবা ইহাতে অন্যথা না হয়।

পুলিস আপীস।

ডেপুটী কমিশ্যনার অফ্ পুলিস।

২৫ সে মার্চ, ১৮৬৯।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন

অর্থাৎ।

ভারত বর্ষীয় স্পর্শাক্রামক রোগের আইন।
বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্টরী
আদি বিষয়ক বিধি সংযুক্ত।

মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারত বর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্ন লিখিত আইন বিষয়ে ১৮৬৮ সালের আপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে স্বীয় সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন, এইক্ষণে তাহা সকলের জ্ঞানার্থে প্রকাশ করা যাইতেছে।

১৮৬৮ সালের ১৪ আইন।

স্পর্শাক্রামক কোন২ রোগ নিবারণার্থ আইন।

(হেতুবাদ)

স্পর্শাক্রামক কোন২ রোগ নিবারণের সদুপায় করা বিহিত। এই হেতুক নিম্ন লিখিত বিধান করা গেল।

পরিভাষা।

(সংক্ষেপ নাম)

১ ধারা। এই আইন "ভারতবর্ষীয় স্পর্শাক্রামক রোগের ১৮৬৮ সালের ১৪ আইন,, নামে খ্যাত হইতে পারিবে ইতি।

(অর্থ করণের ধারা)

২ ধারা। এই আইনেতে,,

"মাজিষ্ট্রেট,,

যে কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের

ক্ষমতাক্রমে কর্ম্ম করেন মাজিষ্ট্রেট শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে। রাজধানীর পুলিযের মাজিষ্ট্রেটও তন্মধ্যে গণ্য।

"স্পর্শাক্রামক রোগ,,

"স্পর্শাক্রামক রোগ,, শব্দে স্পর্শাক্রামক উপদংশ কোন রোগ বুঝাইবে।

"বেশ্যালয় রক্ষক,,

বারস্ত্রীরা বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্যে যে বাটীতে কি ঘরে কি স্থানে নিত্য যায় কি থাকে সেই বাটী প্রভৃতির দখলিকার এবং যে ব্যক্তি সেই বাটীর কি ঘরের কি স্থানের অধ্যক্ষতা কার্য্য করে কি সেই কার্য্যের সাহায্য করে "বেশ্যালয় রক্ষক,, শব্দে তাহাকে বুঝাইবে ইতি।

(আইন যত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা)

৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনী দিয়া যে২ স্থানের নাম প্রকাশ করেন, এই আইন সেই২ স্থানে প্রচলিত হইবে। এই আইনের কায্যোপলক্ষে ঐ আপীল দর্শন হইবে তাহা উক্ত জ্ঞাপন পত্রে প্রকাশ করা যাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক উক্ত প্রকারের জ্ঞাপনী দিয়া সময়ে২ পরিবর্ত্তনও হইতে পারিবে ইতি।

বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টর না হইলে তাহাদের বিধি।

(বেশ্যা ও বেশ্যালয় রক্ষক রেজিষ্টার না হইলে তাহাদের দণ্ডের কথা।)

৪ ধারা। এই আইন যে২ স্থানের প্রতি বর্ত্তিবে সেই২ স্থানে এই আইনমতে রেজিষ্টরি আফিস স্থাপন করা যাইবে। কোন বেশ্যা এবং কোন বেশ্যালয় রক্ষক সেই স্থানে গিয়া রেজিষ্টর না হইলে. এবং তাহার নিকট নিম্নলিখিত বিধিমতে রেজিষ্টরীর নিদর্শন না থাকিলে সে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি এবং বেশ্যালয়রক্ষকের কর্ম্ম করিতে পারিবেনা।

যদি কোন বারস্ত্রী কিম্বা বেশ্যালয়রক্ষক পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টরি না হইয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত নিদর্শন নিকট না রাখিয়া বেশ্যাবৃত্তি কিম্বা বেশ্যালয়রক্ষকের কর্ম্ম করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের গোচর প্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবেক ইতি।

বেশ্যাদের ও বেশ্যালয়রক্ষকের রেজিষ্টরী হইবার বিধি।

রেজিষ্টরী করিবার বিধি ও কর্ম্মকারকদের নিয়োগ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হইবার কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সামান্য বেশ্যাদের ও বেশ্যালয় রক্ষকদের রেজিষ্টরী করিবার বিধি করিবেন। ও রেজিষ্টরী কার্য্য নির্ব্বাহার্থে কর্ম্মকারকদিগকে নিযুক্ত করিবেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ঐ কর্ম্মকারকদের বেতন ও অধীন আমলাদের সংখ্যা নিরুপণ করিবেন আরো এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে যে২ বহি ও যে২ পাঠ আবশ্যক, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই২ বহী প্রভৃতি দেওয়াইবেন।

কোন বারস্ত্রী বেশ্যাসম্পর্কীয় উক্ত বিধিমতে কর্ম্ম করিলে এবং বেশ্যালয়রক্ষক সংক্রান্ত উক্ত বিধিমতে বেশ্যালয়রক্ষকের কর্ম্ম করিলে, তাহারা এই আইনমতে রেজিষ্টরি হইয়াছে জ্ঞান হইবেন এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ রেজিষ্টরী হইবার যদ্রূপ নিদর্শনপত্র নির্দ্দিষ্ট করেন, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক তাহাদিগকে সেই রূপ নিদর্শন পত্র দিবেন।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্ত্রীর নাম ও বয়স ও জাতি থাকিলে সেই জাতি ও বাসস্থান, এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ ঐ স্ত্রীর অন্য যে বৃত্তান্ত লিখিতে আজ্ঞা করেন, এই সকল কথা লিখিবার এক বহীতে সেই কথা লিখিতে হইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক বেশ্যালয়রক্ষকের নাম ও বাসস্থান এবং যে যে বাটীতে কি ঘরে কি স্থানে আপনার সেই বৃত্তি চালায় তাহা যে স্থানে থাকে এই কথা লিখিবার এক বহী রাখিতে হইবেক, সেই বহীতে লেখা যাইবে ইতি।

নিবাস পরিবর্ত্তনের কথা।

৬ ধারা। তদ্রূপ কোন স্ত্রী আপনার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিলে স্থান বিশেষের গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে ব্যক্তিকে ও যে প্রকারে সেই বিষয়ের সম্বাদ জানাইতে আজ্ঞা করেন, ঐ স্ত্রী তাহাকে সেই প্রকারে ঐ কথা জানাইবে। এবং উক্ত বহীতে ও রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বোক্ত, যে নিদর্শনপত্র তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে ঐ কথার প্রয়োজন মতে পরিবর্ত্তন হইবে।

যদি তদ্রূপ কোন বারস্ত্রী উক্ত কথার সম্বাদ না দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে তাহার চৌদ্দ দিনের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

যদি কোন বেশ্যালয়রক্ষক আপনার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করে, কিম্বা যে বাটীর কি ঘরের কি স্থানের ঠিকানা পূর্ব্বোক্তমতে রেজিষ্টর করা গিয়াছে যদি তদ্ভিন্ন অন্য বাটী কি ঘর কি স্থান পায় কিম্বা তাহাতে প্রবেশ করে, তবে স্থানীয়

গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে প্রকারে যে ব্যক্তির নিকট ঐ কথা জানাইতে আজ্ঞা করেন সেই ব্যক্তি তাহাকে সেই প্রকারে ঐ কথার সম্বাদ দিবে। এবং উক্ত বহীতেও রেজিষ্টরী হইবার পূর্ব্বোক্ত যে নিদর্শনপত্র তাহাকে দেওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রয়োজনমতে সেই পরিবর্ত্তিত কি অধিক কথা লেখা যাইবে।

যদি উক্ত বেশ্যালয়রক্ষক পূর্ব্বোক্ত সম্বাদ না দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে প্রমাণ হইলে, তাহার এক মাসের অনধিকাল কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

রেজিষ্টরী হইবার প্রমাণ না দেখাইলে তদ্বিষয়ের বিধি।

রেজিষ্টরী হইবার নিদর্শনপত্র না দেখাইবার কথা।

৭ ধারা। কোন রেজিষ্টরী বারস্ত্রী কি বেশ্যালয়রক্ষক পূর্ব্বোক্ত মতে রেজিষ্টরী হইবার যে নিদর্শনপত্র পায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তিনি তাহাকে সেই পত্র বাহির করিয়া দেখাইতে আজ্ঞা করিলে যদি উপযুক্ত আপত্তি না থাকিলে ও সেই বারস্ত্রী তাহা না দেখায় কি দেখাইব না কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার চৌদ্দ দিনের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

এই ধারামতে যে সময়ে যে শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের তদ্রূপ আদেশ করিবার ক্ষমতা থাকিবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে বিধি করেন তদনুসারে ঐ রেজিষ্টরী বারস্ত্রীদিগকে ও বেশ্যালয়রক্ষককে তাঁহারদের নামাদি জ্ঞাত করা যাইবে ইতি।

বেশ্যালয়রক্ষকদের বিশেষ বিধি।

বেশ্যারা রেজিষ্টরি না হইলে তাহাদিগকে বেশ্যাগারে যাইবার অনুমতি না দেওয়ার কথা!

৮ ধারা! বেশ্যালয়রক্ষক এই আইনমতে রেজিষ্টরী হইয়া কি না হইয়া কোন স্ত্রী বেশ্যা কিন্তু এই আইনমতে রেজিষ্টরী হয় নাই যদি ইহা জানিবার উপযুক্ত হেতু পাইয়া তাহাকে বেশ্যাবৃত্তি করিবার জন্য ঐ আলয়ে কি ঘরে কি স্থানে আনায় কি আসিতে কি থাকিতে দেয় তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিংবা ঐ দুই দণ্ড হইবে।

(উপবিধি)

পরন্তু এই ধারার কিম্বা এই আইনের অন্য কোন ধারার যে বিধি হউক, বেশ্যালয় কিম্বা অনিয়মিত আচারের ঘর রাখিবার কি তাহাতে সম্পর্ক রাখিবার জন্যে কিম্বা তদ্দারা যে অনিষ্ট হয় তন্নিমিত্ত অপরাধির যে দণ্ড কি অন্য ফলভোগ হইতে পারে তাহা হইতে সে ঐ বিধি হেতুক অব্যাহতি পাইবে না ইতি।

(আইনমতে বেশ্যালয়রক্ষকদিগের সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ হইবার কথা)

৯ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে কার্য্যকারকদিগকে সন্ধান লইবার জন্যে নিযুক্ত করেন পূর্ব্বোক্ত প্রত্যেক বেশ্যালয়রক্ষক আইনমতে ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত প্রকারে ও সময়ে তাঁহাকে আপনার বৃত্তি সংক্রান্ত কোন বিষয়ের সেই সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ আছে। ঐ প্রত্যেক কর্ম্মকারক এই ধারার অভিপ্রায়ার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক জ্ঞান হইবেক ইতি।

বেশ্যাদের দৈহিকাবস্থা পরীক্ষার বিধি।

(বেশ্যাদের দৈহিকাবস্থা পরীক্ষার কথা)

১০ ধারা। তদ্রূপে যে বেশ্যাদিগকে রেজিষ্টরী করা যায় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট নিরূপিত সময়ান্তরে তাহাদের দৈহিকাবস্থা পরীক্ষা করিবার জন্যে লোকদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পরীক্ষার কালে তাহাদের স্পর্শাক্রামক রোগ আছে কি না ইহা নিশ্চয় করা সেই পরীক্ষার উদ্দেশ্য ইতি।

(পরীক্ষা বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিধান করিবার কথা)

১১ ধারা। এই আইন যে২ নগরীতে বর্ত্তে সেই২ নগরীর অন্তর্গত যে২ স্থানে ও যে২ সময়ে পরীক্ষা করা যাইবে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ এই বিষয়ে এই আইন সঙ্গত বিধান করিবেন, এবং সেই পরীক্ষা কার্য্য প্রণালী ও তাহার ফল লিখিয়া রাখিবার সাধারণ নিয়মও করিবেন। এবং উক্ত বিধান এই ধারামত বিধান বলিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি সাহেব কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইলে এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে তাহাই ঐ বিধানের প্রমাণ হইবে।

(রিপোর্টের কথা)

যে ব্যক্তিরা তদ্রূপ পরীক্ষা করে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে ব্যক্তিদের নিকট যে সময়ে সে পাঠে রিপোর্ট করিতে আদেশ করেন তাঁহারদিগকে তদনুসারে রিপোর্ট করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(বিধান না মানিবার দণ্ডের কথা)

এই ধারামতে যে বিধান করা যায়, চিকিৎসক ভিন্ন কোন ব্যক্তি উক্ত

পরীক্ষা করিতে নিযুক্ত হইলে সেই ব্যক্তি এবং রেজিষ্টরী কোন বেশ্যা যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সেই বিধান অমান্য করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে তাহার এক মাসের অনধিক কাল বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে ইতি।

সর্টিফিকট যুক্ত হাস্পাতালের বিধি।

(স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক হাস্পাতালের নিরুপণ ও সর্টিফিকট দেওনের কথা)

১২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই আইনের কার্য্যের নিমিত্তে কোন আলয় কিম্বা আলয়ের অংশ হাস্পাতাল স্বরূপ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কোন আলয় কিম্বা আলয়ের কোন অংশ সেই প্রকারে নিরূপিত হইলে এবং তাহা তদর্থে নির্বাপিত হইয়াছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেব লিখনক্রমে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট দিলে তাহা এই আইনমত সর্টিফিকট যুক্ত হাস্পাতাল অর্থাৎ সংশিতপত্র প্রাপ্ত চিকিৎসালয় জ্ঞান হইবে।

(তদ্রূপ হাস্পাতালের উপর কর্ত্তৃত্বের কথা)

সর্টিফিকট প্রাপ্ত যে প্রত্যেক হাস্পাতাল তদ্রূপে নিরূপিত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ যে ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত বোধ করেন তাহা তাহাদের তত্ত্বাধীনে ও অধ্যক্ষতায় থাকিবে ইতি।

(তদ্রূপ হাস্পাতালের কার্য্য সম্পাদনার্থ বিধানের কথা)

১৩ ধারা। এই আইনমতে স্পর্শাক্রামক রোগের চিকিৎসা পাইবার জন্যে যে বারস্ত্রীদিগকে রাখিবার অনুমতি হয় এবং যাহারা তর্জ্জন্য তথায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই২ স্ত্রী সম্পর্কে ঐ হাস্পাতালের পরিদর্শন ও কার্য্যসম্পাদন ও শাসনের বিধান করিবেন।

ঐ বিধান এই ধারামত বিধান বলিয়া ঐ গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের দ্বারা স্বাক্ষর করা গেলে তাহা এই আইনের কার্য্যোপলক্ষে ঐ বিধানের প্রমাণপত্র হইবে ইতি।

(নোটিস পাইলে রেজিষ্টরী বেশ্যাদের হাস্পাতালে যাইবার কথা)

১৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত করেন তিনি এই আইনমতে রেজিষ্টরি হওয়া কোন স্ত্রীকে নোটিস দিলে ঐ নোটিস সর্টিফিকট প্রাপ্ত যে হাস্পাতালের নাম লেখা থাকে ঐ স্ত্রীর সেই হাস্পাতালে গিয়া চিকিৎসার জন্যে থাকিতে হইবে।

(না যাইবার কি যাইব না ইহা কহিবার দণ্ডের কথা)

নোটিস দেওয়া গেলে যদি ঐ স্ত্রী নোটীসের লিখিত সময়ের মধ্যে সেই হাস্পাতালে না যায় কিম্বা যাব না কহে, তবে পুলীষের কর্ম্মকারক তাহাকে ধরিয়া সাধ্যমতে ত্বরায় ঐ হাস্পাতালে চালান করিয়া তাহাকে চিকিৎসার জন্যে তথা রাখিবেন ইতি।

(চিকিৎসা করিবার জন্যে বেশ্যাকে আটক রাখিবার কথা)

১৫ ধারা। তদ্রূপ কোন বারস্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্যে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে গেলে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বোক্তমতে ঐ হাস্পাতালে রাখা গেলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়েং হাস্পাতালের যে চিকিৎসককে তৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তিনি যত কাল স্বহস্তে লিখিয়া তাহাকে যাইবার অনুমতি না দেন ততকাল সেই বারস্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে তথায় আটক করিয়া রাখা যাইবে।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্ত্রী যত কাল হাস্পাতালে থাকে ততকাল তাহার ঔষধ ও থাকিবার স্থল ও বস্ত্র ও আহারের খরচ লাগিবে না ইতি।

(বিদায়পত্র না পাইয়া হাস্পাতাল হইতে যাইবার দণ্ডের কথা)

১৬ ধারা। উক্ত চিকিৎসকের আজ্ঞাক্রমে কোন বারস্ত্রীকে চিকিৎসার জন্যে সর্টিফিকেট প্রাপ্ত হাস্পাতালে আটক করিয়া রাখা গেলে যদি সেই স্ত্রী প্রধান চিকিৎসকের স্বহস্ত লিখিত পত্রদ্বারা ঐ হাস্পাতাল হইতে বিদায় না পাইয়া তথা হইতে চলিয়া যায়, (ঐ বিদায় পাইয়াছে কি না এই বিষয়ে ঐ স্ত্রীর প্রমাণ করিতে হইবে) অথবা।

(চিকিৎসালয়ের নিয়ম না মানিবার দণ্ডের কথা) সর্টিফিকট প্রাপ্ত কোন স্ত্রীকে হাস্পাতালে চিকিৎসার জন্যে আটক রাখিবার অনুমতি হইলে, কিম্বা কোন স্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগের চিকিৎসা পাইবার নিমিত্তে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে থাকিলে এই আইন ক্রমে যে বিধির অনুমোদন হইয়াছে যদি সেই স্ত্রী হাস্পাতালে থাকনকালে সেই বিধিমতে কর্ম্ম করিতে সম্মতা না হয় কিম্বা ইচ্ছা পূর্ব্বক শৈথিল্য করে।

তবে তদ্রূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে ঐ স্ত্রীর প্রথম অপরাধ হেতুক এক মাসের অনধিক ও দ্বিতীয় কিম্বা তৎপরে কোন বার অপরাধ হইলে তিন মাসের অনধিক কাল কারাদণ্ড হইবে। যদি পূর্ব্বোক্তমতে বিদায় না পাইয়া হাস্পাতাল হইতে চলিয়া যায় তবে

পুলীষের কোন কর্ম্মকারক পরওয়ানা বিনা তাহাকে ধরিয়া আটক করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে ঐ বারস্ত্রীর কারাদণ্ডের কাল পূর্ণ হইলে, তাহাকে কারাগার হইতে সর্টিফিকট প্রাপ্ত হাস্পাতালে ফিরিয়া পাঠান যাইবে। এবং কারাগার হইতে মুক্ত হইবার সময়ে তাহার স্পর্শাক্রামক রোগ ছিল না যদি কারাগারের চিকিৎসক এই মর্ম্মের সার্টিফিকট লিখিয়া না দেন তবে তাহাকে হাস্পাতালে থাকিতে হইবে। ঐ সর্টিফিকটের প্রমাণ করিবার ভার ঐ স্ত্রীর প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

(ঘরে থাকিয়া বেশ্যাদের চিকিৎসা পাইবার বিধি)

রেজিষ্টরী বারস্ত্রীদের স্বগৃহে চিকিৎসা করিবার বিধি করণের ক্ষমতার কথা।

১৭ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সারজন কি অন্য ব্যক্তিদিগকে সময়ে২ নিযুক্ত করেন তাঁহারদিগকে এই ক্ষমতা দিতে পারিবেন, যে এই আইনমতে রেজিষ্টরী হওয়া যে স্ত্রী চৌদ্দ ধারামতে নোটিস না পায় তাঁহারা চিকিৎসার জন্যে অমুক সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবার অনুজ্ঞাপত্র দেন এবং আবশ্যক হইলে তাহার যদ্রুপ ঔষধ সেবন করিতে হইবে ইহাও নিরূপণ করেন।

যদি তদ্রুপ কোন স্ত্রী তদ্রূপ বিধি কি আজ্ঞা অমান্য করে, কিম্বা তদনুসারে কর্ম্ম না করে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে, তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

(চিকিৎসা হইবার সময়ে বেশ্যাচার করিবার দণ্ডের কথা)

১৮ ধারা। রেজিষ্টরী করা যে স্ত্রীকে শেষোক্ত প্রকারের আজ্ঞা দেওয়া গেল, সেই স্ত্রী স্পর্শাক্রামক রোগ হইতে মুক্ত। উক্ত সারজন কিম্বা শেষোক্ত প্রকারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি তাঁহাকে এই মর্ম্মের সর্টিফিকট না দিলেও (যদি দেন তবে তাহার প্রমাণ করিবার ভার সেই স্ত্রীর প্রতি বর্ত্তিবে) যদি সাধারণ বেশ্যার কর্ম্ম করে, তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে, তাহার ছয় মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড হইবে ইতি।

(খোরাকীর কথা)

১৯ ধারা। রেজিষ্টরী কোন স্ত্রীকে উক্ত আজ্ঞা দেওন সময়ের ও উক্ত

সর্টিফিকট পাইবার মধ্যে যে কাল ব্যবধান, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যদ্রূপে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন ঐ স্ত্রীকে সেই কাল পর্য্যন্ত তত টাকা খোরাকী দেওয়া যাইবে ইতি।

বেশ্যাদের পৃথক স্থানে বাস কবিবার বিধি।

(নিষেধ হইলে পর কোন রাস্তার কি স্থানে বাস করিলে দণ্ডের কথা)

২০ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারা যেখানে প্রচলিত হইবে এমত বিশেষ স্থান নিরূপণ করিলে সেই স্থানে ঐ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যের নিমিত্তে সময়ে২ যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করিবেন, তিনি কোন রেজিষ্টরী স্ত্রীকে এই মর্ম্মের নোটিস দিতে পারিবেন যে ঐ নোটিসের লিখিত দিনের পর সাত দিনের অন্যূন কালাবধি ঐ স্ত্রী ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট অমুক পথে কি স্থানে বাস করিবে না।

কোন রেজিষ্টরি স্ত্রীকে সেই মর্ম্মের নোটিস দেওয়া গেলে যদি সে তল্লিখিত আজ্ঞা না মানে তবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে সপ্রমাণ হইলে প্রথম বার ঐ অপরাধ করিলে তাহার এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড দ্বিতীয় বার ও তৎপরে কোন বার করিলে তাহার তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইবে ইতি।

রেজিষ্টর হইতে উঠাইবার কথা।

(রেজিষ্টর হইতে নাম তুলিবার কথা)

২১ ধারা। কোন বারস্ত্রী এই আইনমতে রেজিষ্টর হইলে পর যে স্থানে রেজিষ্টর হইয়াছে যদি সেই স্থানে সামান্য বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করিয়া উক্ত বহী হইতে আপনার নাম উঠাইয়া ফেলিতে চাহে তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদনুযায়ি কার্য্য হইবার প্রাণালীর বিধি করিতে পারিবেন ইতি।

বিবিধ বিধি।

(অভিযোগ করিবার কথা)

২২ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতৎ কার্য্যোপলক্ষে সময়ে২ কার্য্যকারকে নিযুক্ত করেন তদ্ভিন্ন এই আইনমতে মোকদ্দমা অন্য কাহারও যত্নে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না ইতি।

(স্বাক্ষর সংক্রান্ত অনুভূতির কথা)

২৩ ধারা। এই আইনানুযায়ি কোন মোকদ্দমা প্রভৃতিতে কোন নোটীস কি আজ্ঞাপত্র কি সর্টিফিকট কিম্বা বিধির প্রতিলিপি কি অন্য দলিল গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মকারকের স্বাক্ষরযুক্ত কিম্বা এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি

যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে ব্যক্তিকে কোন নোটীস প্রভৃতিতে স্বাক্ষর করিতে নিযুক্ত করেন তাঁহার স্বাক্ষরযুক্ত হইয়াছে যদি এমত ভাব দর্শায় তবে তাহা উপস্থিত করা গেলে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবে ও যত কাল বিপরীত প্রমাণ না হয় তত কাল যে ব্যক্তির দ্বারা ও তদীয় যে পদোপলক্ষে ও যে অভিপ্রায়ার্থে স্বাক্ষরিত হইবার মর্ম্ম দেখায়, যথার্থ সেই ব্যক্তির দ্বারা সেই পদোপলক্ষে সেই অভিপ্রায়ে স্বাক্ষর করা গেল এমত জ্ঞান হইবে ইতি।

(নোটীস দিবার কথা।)

২৪ ধারা। এই আইন দ্বারা বারস্ত্রীকে যে নোটীস ও আজ্ঞাপত্র দিবার প্রয়োজন হয় তাহা নিজ সেই স্ত্রীকে কিম্বা তাহার নিয়ত বাসস্থানে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া গেলে জারী হইবে ইতি।

(মোকদ্দমা করিবার সময়ের কথা)

২৫ ধারা। এই আইনানুসারে কোন ব্যক্তির নামে কোন কার্য্য হেতুক মোকদ্দমা হইলে, ঐ কার্য্যে যাইবার পর তিন মাসের মধ্যে মোকদ্দমা আরম্ভ করিতে হইবে নতুবা নয়।

যাহাকে প্রতিবাদী করিবার মনস্থ থাকে, মোকদ্দমার আরম্ভের ন্যূনকল্পের এক মাস পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমার নোটীস ও তাহার হেতু লিখিত হইয়া তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

যদি মোকদ্দমা করিবার পূর্ব্বে ক্ষতিপূরণের যথাযোগ্য প্রস্তাব করা যায়, কিম্বা মোকদ্দমার আরম্ভ হইলে পর যদি প্রতিবাদী কিম্বা তাহার সপক্ষ কোন ব্যক্তি আদালতে যথোপযুক্ত টাকা দেয়, তবে বাদী মোকদ্দমার বিচার ক্রমে পাইবে না ইতি।

(বিধি করিবার ক্ষমতার কথা)

২৬ ধারা। এই আইনেতে যে২ কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা হইয়াছে কে তাহা করিবেন, এবং এই আইনদ্বারা যাহা অপরাধ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে কেবল কোন শ্রেণীর কার্য্যকারকেরা তাহার সন্ধান জানাইবেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সময়ে২ প্রকাশ করিতে সক্ষম হইবেন।

এবং কর্ম্মকারকেরা এই আইন প্রবল করণ সংক্রান্ত সকল বিষয়ে যে বিধিমতে কর্ম্ম করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ এই আইন সঙ্গত এমত বিধি করিতে পারিবেন।

আরো এই আইনমতে যে বিধি করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ তাহা পরিবর্ত্তন ও বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। কেবল সেই পরিবর্ত্তিত ও বর্দ্ধিত বিষয় এই আইনের লিখিত কোন বিধানের অসঙ্গত না হয়।

সমাপ্ত।

রেজিষ্ট্রেসন টিকিটের ফারম।

কলিকাতা পুলিষ কমিশ্যনার সাহেবের আফিস
রেজিষ্টরি নম্বর
কোন থানাতে রেজিষ্টরি হয়
রেজিষ্টরির তারিখ
বেশ্যার নাম
পিতার নাম
জাতি ও ধর্ম্ম
বয়স ও সাধারণ লাবণ্য
বেশ্যার বাসস্থান
বেশ্যালয় রক্ষকের নং
ইহার নাম
কোন স্থানে ডাক্তারের পরিক্ষা হয়

ডাক্তারের সর্টিফিকেট।

পরিক্ষার তারিখ	পরীক্ষার ফল	পীড়া থাকিলে আটক ও না* থাকিলে ছাড়া	হাস্পাতালে প্রবেশের তারিখ	হাস্পাতাল হইতে ছাড়ার তারিখ	বক্তব্য

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি।

বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি

প্রহসন।

কোন নাট্যানুরাগি ব্যক্তি কর্ত্তৃক

প্রণীত।

"LONGUM EST ITER PER PRECEPTA,
BREVE ET EFFICAN PER EXAMPLA."

কলিকাতা।

চিৎপুর রোড ৩১৮ নম্বর ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে

শ্রীঅরুণোদয় ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত

সন ১২৭০।

বিজ্ঞাপন।

নাট্যপ্রিয় মহোদয়গণ!

এই প্রহসন খানি, আপনাদের নয়নাগ্রে অর্পণ করা অতিমাত্র সাহস ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। দুঃসাহস সমুদ্রে একমাত্র সমাজোপকার ভরসাতরি অবলম্বনে ভাসিত হইলাম। এক্ষণে গ্রন্থকর্ত্তার জীবনে জীবন নাশ, অথবা জীবন হইতে জীবনোদ্ধার, এই দুই কার্য্যের বিহিত ভার আপনাদের উপর সমর্পিত রহিল। অনুগ্রহ করিয়া পাঠান্তে যেমন বোধ হইবেক, তেমতি করিবেন। এই পুস্তকে বিবিধ পংচুএসন দোষ আছে, সানুগ্রহে সংশোধনান্তে পাঠাজ্ঞা হইবেক ইতি।

গ্রন্থপ্রণেতা।

নাট্যোল্লেখিত নর নারীগণ।

পুরুষ

প্রিয়বাবু	...	...	বেশ্যা প্রেমানুরক্ত বাবু।
কেদারবাবু	...	...	প্রিয়বাবুর অকপট বন্ধু।
দিনবাবু			
শ্যামবাবু	...	...	প্রিয়বাবুর কপট ইয়ার।
মোহনবাবু			

স্ত্রী

হেমলতা	...	...	প্রিয়বাবুর রক্ষিতা বেশ্যা।
সৌদামিনী	...	...	হেমলতার মাতা।

খানসমা দাসী চাকর ইত্যাদি।

বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি।

প্রহসন।

প্রথম অঙ্ক।

প্রিয়বাবুর বৈটকখানা।

প্রিয়বাবু ও কেদারবাবু উপবিষ্ট।

কেদার। আর ভাই সহরের সংবাদ কি জিজ্ঞাসা কচ্চ চারিদিকে হাহাকার।

প্রিয়। কেন হে হাহাকার কি জন্য?

কেদার। তুমি তা কেমন করে জান্‌বে, পৈত্রিক বিষয় আছে পায়ের উপর পা দিয়ে খাচ্চ দাচ্চ আমদ কচ্চ, কিন্তু ভাই আমাদের ন্যায় অবস্থার লোকের ফিল (feel) কত্তে হচ্চে, রাজপুরুষদের নিত্য নিত্য নূতন কর ভয়ঙ্কর দুঃখের আকর হয়ে উঠেছে।

প্রিয়। সত্য বটে, ইনকমটাক্স লাইসেন্স টাক্স এই দ্বিবিধ প্রকারের কর শ্রমজিবি লোকদের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছে, কেহই সুখি নয়।

কেদার। সুখি হবে কিসে, একে হেভি টেক্সেসন (Heavy Taxation) রাজউপদ্রব তার উপর আবার দৈবোপদ্রব দেহযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগি দ্রব্য সমস্ত অগ্নি মূল্য কিছুই সস্তা নাই, এতে করে কি আর লোকের মনে সুখ থাক্‌তে পারে, দেখ ভাই গরিব দুঃখির কথা দূরে থাকুক, সম্প্রতি বড় বড় লোকের মধ্যেও স্ফুর্ত্তি নাই, অনেকেই হাত খাট করেছেন, আজ কাল সন্ধের পর গলিঘুজি অন্ধকার।

প্রিয়। ওটা ত আমাদের পক্ষে মঙ্গলেরি বিষয়, কিন্তু ওর অন্য কারণ আছে, চোদ্দ আইন। এই আইনের ভয়ে অধিকাংশ বেশ্যা কলিকাতা পরিত্যাগ করেছে ভাই এই অভাবের দরুণ বেশ্যার বাজারত মাহার্ঘ্য হওয়া উচিত, কিন্তু ঐটি বিপরিত দেখা যাচ্চে।

কেদার। বিপরিত কিসে, লোকে নাম লেখাতে না পারলেত আর বেশ্যালয়ে বেড়াতে যাবে না, কাযে এদিকে যেমন পুলিসের টানাটানি, ওদিকে তেম্‌নি কম আম্‌দানি, আর তোমার পক্ষে বাজার মাহার্ঘ্যই কি আর সস্তাই কি? সন্ধের পর তাঁর ওখান থেকেত এক পা বেরবার যো নাই, ছুঁড়ি আচ্ছা ফাঁদে ফেলেচে, একেবারে গ্রাস করে বসেছে।

প্রিয়। সে কি গ্রাস কর্‌বে? আমিই গ্রাস করেছি। ভাই তোমায় বল্‌তে কি, সে আমায় প্রাণের সহিত ভালবাসে, আমায় বই আর কাকেও জানে না।

কেদার। ইনডিড, (Indeed) মনে এই রকম ইমপ্রেসন (Impression) না হলেত আর—

প্রিয়। আর কি? বল্‌তে বল্‌তে থাম্‌লে কেন, ভাই যাই বল, আমি বেশ করে জেনেছি দেট সি ইজ ট্রু টু মি (That she is true to me) (নেপথ্যে পদশব্দ) বোধ হয় কে আশ্চে।

(শ্যামবাবু ও দিনবাবুর প্রবেশ।)

প্রিয়। আরে এস এস শ্যামবাবু দিনবাবু এস, বস ভাই এই খানে বস। (শ্যামবাবু দিনবাবুর কর স্পর্শ পূর্ব্বক উপবেশন) তবে ভাই আছ ভাল?

কেদার। হাঁ ভাই আমরা ভাল আছি তোমার সব মঙ্গল? ওয়েল কেদারবাবু হোপ ইউ আর এনজইং হেল্‌ত (Well Kedar Baboo hope you are enjoying health?)

দিন। থেঙ্কস্ কোয়াইট ওয়েল (Thanks quite wel) আপনাদিগের সঙ্গে অনেক দিনের পর সাক্ষাৎ হল, এদিক পানে আর বড় আসা টাসা হয় না।

প্রিয়। বোধ করি আমারদের ভুলে গেছেন আজ আমাদের বড় সৌভাগ্য বল্‌তে হবে যে এঁদের সঙ্গে দেখা হল।

দিন। না ভাই আমরা ভুলি টুলি নাই, কেবল কায কর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে আর. সর্ব্বদা আসা হয় না। সাবকাশ পেলেই এসে থাকি।

শ্যাম। প্রিয়বাবু আজ কাল শীত কালের রাত আমদ টামদ কিরূপ হচ্চে?

কেদার। ওঁর আমদ শীত আর গ্রীষ্ম কি সকলই সমান, প্রিয়বাবু তোমার উচিত কিছু সাবধান হওয়া।

দিন। কেদার তুমি পাগল হয়েছ নাকি, প্রিয়বাবু আর অধিক সাবধান কি হবেন, অলেহ্য খরচ পত্র এমন কিছুই নাই, তবে একটা বেশ্যা আছে, তা ভাই সত্য কথা বল্‌তে কি, আজকাল সকলেরি এক একটী আছে ছাড়া কেও নাই।

শ্যাম। ঠিক কথা মিনস্ (Means) থাকতে যে না এঞ্জয় (Enjoy) করে সে অতি মূর্খ চক্ষু বুজলেই সব অন্ধকার, অতএব যে কদিন বেঁচে থাকা যায় মনের সাধ মিটিয়ে লওয়া উচিত।

দিন। খাও দাও আমদ কর যদিন যায় তদিন ভাল, এও এক প্রকার ফিলজফি (Philosophy) বটে।

কেদার। আমি কি ওঁকে আমোদ কত্তে নিষেধ কচ্চি তা নয়, তবে আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, সামান্য বেশ্যাদের উপর লভ্ (Love) কি ফেৎ (Faith) রাখা উচিত নয়, স্ত্রী জাতি মাত্রেই অবিশ্বাসিনী, তাতে বেশ্যা, ওরা অর্থের লোভে সকলি কত্তে পারে, এমন কি ধন পেলে জীবন পর্য্যন্ত বিনাশ করে।

দিন। কথাটা সত্য বটে, তবে কি জান, কিছু দিন থেকে এক জনের কাছে যাতায়াত কল্লেই ভালবাসা ও বিশ্বাস স্বভাবতই জন্মায়।

প্রিয়। কেদারবাবুর মনে এমন একটি ভয়ানক সংস্কার জন্মিয়াছে, যে বেশ্যা মাত্রই অবিশ্বাসি ও অর্থ লোভি, কিন্তু এটি ভুল। অনুসন্ধান করে দেখ্‌লে ওদের মধ্যে অনেককে বিশ্বাসি দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

শ্যাম। হাঁ উত্তম মধ্যম আর অধম এই তিন প্রকার লোক সকল শ্রেণিতেই আছে।

কেদার। তোমাদের মতে বোধ হয় চোরেদের মধ্যেও অনুসন্ধান কর্‌লে সাধু পাওয়া যেতে পারে।

প্রিয়। আশ্চর্য্য কি, এটি বোধহয় সকলেই স্বিকার করবেন যে নেসেসিটি হেজ নো ল (Nesessity has no law) লোকের আবশ্যকের সময় উপয়ান্তর না থাক্‌লে কাযেই চুরি করিতে বাধ্য হয়।

দিন। ইতর কথায় বলে "দিনে কেন চুরি না গরজ ভারি" গরজে কে না কি কায করে, আর একটা কথা আছে যে গরজে আর ফেঁসেড়া সমান।

কেদার। এসব সফিসট্রি (Sophistry) একে বিচার বলে না, তোমারা যদি যথার্থ প্রণালিমতে বিচার কত্তে ইচ্ছা কর তাহলে বোধ করি আমি যা বল্‌চি এ যে যথার্থ তা প্রমাণ করে দিতে পারি।

দিন। তুমি যে ভাই অর্থ লোভের কথা বল্‌চ ও লোভের হাতছাড়া কে আছে, তোমার আমার কি নাই? যাদের আমরা বড় ধার্ম্মিক ও প্রধান লোক বলে জানি, তাদের প্রাইভেট্ কেরক্টর (Private character) ভাল করে অনুসন্ধান করে দেখ্‌লে অনেক কেই বেশ্যাদের অপেক্ষা এক কাটি সরেস পাওয়া যায়।

প্রিয়। কেদারবাবু আর আমাদের বিচারের প্রয়োজন নাই, মিছে কেন থোকে পিত্তি বৃদ্ধি করা।

কেদার। মিছে তুমি বলবেইত, তোমাতে এখন তুমি নাই; তোমায় কোনমতে বোঝাতে পারব না।

প্রিয়। হুঁ, আমাকে বোঝাবে যে ঘর সর্ব্বস্ব নেবে সে, তা ভাই তুমি আমাকে কি বোঝাবে, সুধু কথার দ্বারায় কখনই আমাকে অন্যমত কত্তে পারেবে না।

কেদার। আচ্ছা আমি যদি কাযে দেখিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিতে পারি?

প্রিয়। হাঁ তাহলে বটে, তা তুমি কখনই পারবে না।

কেদার। অবশ্যই পার্‌ব।

প্রিয়। আচ্ছা, (Lay a bet) লে এ বেট আমি বল্‌চি ইউ উইল ফেল (you will fail)।

কেদার। ভাল সে বিষয় পশ্চাত জান্তে পারা যাবে, আমি বাজি রাখ্‌তে স্বিকার আছি, কি বাজি বল।

প্রিয়। ওহে দিনবাবু কি বাজি?

দিন। বাঁশ বাজি।

শ্যাম। না হে না পুত্‌লো বাজি।

কেদার। (রোষান্বিত) কাযের সময় ঠাট্টা তামাসা রাখ এখন কি বাজি তাই একটা স্থির কর।

শ্যাম। (একদিগে) এ বার দেখ্‌চি প্রিয়বাবু কাবু হলেন (প্রকাশ্যে) ভাই আমার মতে এ বেট অফ টু হণ্ড্রেড্ রূপিজ (A bet of 200 Rupees)।

প্রিয় কেদার। উই এগরি, (we agree)।

কেদার। আরও কিছু আছে।

প্রিয়। আর কি?

কেদার। আর এই, যদি আমি বাজিতে জিত্তে পারি তবে তোমাকে বেশ্যালয়ে গমনাগমন পরিত্যাগ কত্তে হবে।

প্রিয়। অবশ্য তার আর ভুল কি, ওহে তোমরা সকলে সাক্ষি রইলে যিনি হার্‌বেন তাকে ২০০ শো টাকা দিতে হবে।

শ্যাম। (একদিগে) দিতে তুমিই আছ। (প্রকাশ্যে) হাঁ একটা গ্রেণ্ড গারডন পারটি (Grand Garden party)।

প্রিয়। কেদারবাবু! কত দিন মেয়াদ বল?

কেদার। সে (say) একমাস, পরমেশ্বরেচ্ছায় এই সময়ের মধ্যে দেখিয়ে দেব, কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা তোমাদের সকলকেই কত্তে হবে, এই বাজির কথা বিবির ওখানে কেউ প্রকাশ কত্তে পার্‌বে না।

শ্যাম। একথা তুমি অবশ্যই বল্‌তে পার, আমরা সকলেই প্রতিজ্ঞা কচ্চি একথা কেউ সেখানে প্রকাশ করব্‌না। যাহোক আজ বড় শুভক্ষণে এখানে এসে ছিলাম, একটা আমোদের যোগাড় হলো।

দিন। গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল্ হবে ছেলে তার অন্নপ্রাশন, কোথায় কি তার ঠিক নাই, আমিত ভবিষ্যৎ কার্য্যের প্রতি প্রত্যাশা রাখি না, এক মাসের মধ্যে যদি মরেই গেলেম, হাতে হাতে যদি কিছু হয় তবে বুঝি।

শ্যাম। প্রিয়বাবু তুমিত আর অনেকদিন অবধি আমাদের খবর টবর লওনি, শীত কালের রাত এক দিন খবর নাও।

প্রিয়। ক্ষতি কি আমি তাতে অসম্মত নাই।

দিন। হাঁ, এ কাযের কথা বটে, তবে এই শনিবার রাত্রি।

প্রিয়। আচ্ছা তোমাদের নিমন্ত্রণ রইল, সন্ধ্যার পর সকলে আমার ওখানে উপস্থিত হোয়ো, আমি সব প্রস্তুত করে রাখব।

শ্যাম। অতি উত্তম, আমরা উপস্থিত হব।

দিন। হাবা ভাত খাবি না হাত ধুয়ে বসে আছি সন্ধ্যাও হবে আর আমরা মাণিকযোড়ের মতন দুজনে উপস্থিত হব, কিন্তু দেখ মিট আর ব্রেণ্ডি (Meat & Brandy) কিছু অধিক পরিমাণে আয়োজন কোর, আমার

উদরটি যে দেখেচ এটি সহজে পরিপূর্ণ হয় না, ওপন টপড হল পাইন (open topped hollow pine)।

প্রিয়। কেদারবাবুকে জিজ্ঞাসা কর উনি জইন (Join) করবেন কি না।

দিন। কেমন হে কি বল, জাবেত?

কেদার। (স্বগত) একটু ওদিকে জেয়াদা রকম আনুরক্তি না কর্‌লে কার্য্য সিদ্ধি কর্‌তে পারব না (প্রকাশ্যে) কেন যাবনা কেন, বন্ধুর অনুরোধে যেতে কোন হানি নাই, আর আমি কি কখন যাইনি যে তোমরা আমাকে একথা জিজ্ঞাস কচ্চ?

দিন। কাযে কাযেই আজকাল আর নাকি তোমার সে রকম নাই, কথা বাত্তায় প্রায় রেভারেণ্ড (Reverend) সাহেব।

শ্যাম। অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ ভেতরে ভেতরে যেকি করেন তা কে বল্‌তে পারে, ডুবে জল খেলে মহাদেবের বাপেরো সাধ্য নাই যে জানতে পারেন।

কেদার। যার মুখে এক আর পেটে এক সে হিপক্রিট (hypocrit), তার মুখাবলোকন কত্তে নাই।

শ্যাম। ওহে প্রিয় তোমার চাকরকে গোটাকতক পান আর এক বার তমাক দিতে বল, রাত অনেক হয়েছে বাড়ি যাওয়া যাক।

প্রিয়। ওরে—তামাক দিয়ে যা, পানত এই তোমার সামনেই রয়েচে খাও না। (খানসামার প্রবেশ ও তমাক প্রদান।)

শ্যাম। ইস; এযে বড় উচুদরের পান দেখচি, বিবির বাড়ির নাকি?

দিন। বাবুত বিবির বাড়ির পান ভিন্ন খান না, তুমি কি তা জাননা। (গাত্রোত্থান করিয়া) তবে ভাই এই স্থির রইল, শনিবার দেখা হবে।

শ্যাম। (Good night) গুড নাইট এখন বিদায় হই।

কেদার। চল আমিও তোমাদের সঙ্গে যাই (পরস্পর সম্বোধন প্রস্থান। খানসামার শাল ও লাঠি লইয়া প্রবেশ)।

প্রিয়। গাড়িতে বাত্তি দিয়েছে র‍্যা।

খান। আজ্ঞা হাঁ।

প্রিয়। (ঘড়ি দেখিয়া) ইস, অনেক রাত হয়ে গেছে আজ দেখচি আর রক্ষা নাই। (দণ্ডায়মান)।

দেওয়ানজির প্রবেশ।

দেওয়ান। আজ্ঞে এই রসিদ কখানা সই করে দিন, সহির জন্য আদায় তহসিল বন্দ রহেছে।

প্রিয়। যাও যাও এখন কি রসিদ সহি করিবার সময় সমস্ত দিনের মধ্যে বুঝি সাবকাশ পাওনি।

দেও। আজ্ঞে আপনার অবকাশ না হলেত আর হয় না।

প্রিয়। ননসেন ইউ ফুল (Nonsense you fool), আমি কাল প্রাতেঃ নিদান দুই শত টাকা চাই, কোন ওজর শুনতে চাইনে।

দেও। আজ্ঞে চিটিতে সহি হলো না, টাকা কেমন করে আদায় হবে।

প্রিয়। আমি এখন বড় ব্যস্ত কোনমতেই পারি না, আমার মোহর তোমার নিকট আছে, নামটা বকলম সহি করে টাকা আদায় কর গিয়ে শ্রীহরি। (প্রস্থান)

দেও। হা হা হা হয়ে উঠেছে, এতদিনের পর শর্ম্মার মনস্কামনা সিদ্ধি হবার সুযোগ হল, বাবু আমার সমস্ত রাত্রি বেশ্যার বাড়ি, প্রাতঃকাল হতে দুই প্রহরাবধি নিদ্রা, তার পর স্নান আহার সাঙ্গ হতেই তৃতীয় প্রহর, অমনি পাঁচ বেটা খোসামুদে মোরসাহেব হাজির, খোস গল্পেই সন্ধ্যা, এরূপ মনিব না হলে কি চাকরি করে সুখ আছে, বিষয় কর্ম্ম দেখবার এক দণ্ড সাবকাশ নাই, আয় ব্যয় সকলি আমার হাত, আদায় যা হয় তার চোদ্দ আনা আমার, বক্রি দুই আনা বাবুর বেশ্যার খরচ, অন্যান্য খরচ সমস্ত দেনার উপর নির্ভর, হা! হা! কি মজা চার বৎসর মধ্যে চাল্লিশ হাজার টাকা করেছি, আর দশ হাজার হলেই কলা দেখাই, যা হোক এখন যে আমার আশার সুশার হবে তার আর চিন্তা নাই, হা! হা! বকলম সহি, আর ভাবনা কি। (প্রস্থান)

যবনিকা পতন।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

হেমলতার উপবেশনাগার।

হেমলতা কেশ বিন্যাশ করিতেছে সৌদামিনি
সম্মুখে দণ্ডায়মানা।

যবনিকা উত্তোলন।

হেম। হাঁ গা মা মুটেরা কি নিয়ে এল গা?

সৌদা। দুটো পাঁটা, কপি, আলু, আর দু বাক্‌স মদ, এবার অনেক দিনের পর শনিবার লেগেছে, আগে আগে নিত্তি নিত্তি খাওন দাওন ধুম ধাম হোত, প্রায় শনিবার ফাঁক যেত না, এখন আর তেমন নাই; বোধ হয় বাবুর হাত খালি হয়ে এসেছে।

হেম। খাওন দাওনেতে আমাদের লাভ কি? কেবল গতরের মেহনত যেয়াদা বৈত না।

সৌদা। সেকি গা, লাভ নেই এমন কথা, খাওন দাওনের পর প্রায় দশ পোনের দিন বাজার কত্তে হয় না, আর শরাপ বেচেও কোন না দু টাকা হয়; আজ তিন চার মাস থেকে কিছু হয়নি, এই মাসে না তোকে মুক্তর সাতনরি দেবার কথা ছিল?

হেম। হ্যাঁ মা, আমি রোজি চাই, কিন্তু আজ কাল কচ্চে, কই আগেতো অমন করে চাইতে হোতনা, একবার মুখের কথা বল্লেই অমনি তার পরদিন নিয়ে আসত।

সৌদা। তাইত বাছা বল্‌ছিলেম বাবুর হাত খালি হয়ে এসেছে, ও হোতে আর এখন কিছু হওয়া ভার, তবে আর একটি মনের মতন যোগাড় না হোলে হাত ছাড়া করা হবে না, হ্যাঁগা কেদারবাবু না আজ কাল ঘণ ঘণ আনাগণা কচ্চেন?

হেম। প্রায়তো রোজি আস্‌চেন।

সৌদা। কি মনে করে এসেন কিছু বুঝতে সুঝতে পাচ্চিস, আমার বোধ হয় পড়তা হয়েছেন। মা কালির ইচ্ছেয় তাই হোক, আমি পাটের সাড়ি রূপার নোয়া দিয়ে পূজো দেব, দেখ আমি দিনুবাবুকে সেদিন কেদারবাবুর কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা তিনি বল্লেন যে তাঁর দশ টাকা বেশ উপায় আছে, এই কি আপিস বলে লাল মণি না লাইসিনি সেই আপিসে তাঁর নাকি তিন শো টাকা মাইনে।

হেম। হাঁ তিন শো টাকা মাইনে বটে, আর তাঁর মেজাজটি বড় ঠাণ্ডা, কখন হেঁকে কথা কইতে শুনিনে।

সৌদা। দেখ্ দেখ্ বাছা দেখ, যদি জোগাড় জাগাড় করে হাতগত কত্তে পারিস্ তা হলে দশ দিন সুখে কাটাতে পারবি।

হেম। এক জনের কাছে থেকে আর তার জোগাড় কেমন করে হবে, তাতে আবার বাবুর বন্ধু।

সৌদা। হু! মাছের মায়ের আবার পুত্র শোক চোরের আবার ধর্ম্ম ভয়, যে খেল্‌তে পারে সে কানা কড়িতেও খেল্‌তে পারে, এক এক জনের চার পাঁচটা আছে, আর তোর দুট থাকতে পারে না, আগে দেখ তাঁর মনটা কি, তার পর তার বিবেচনা।

হেম। কেদারবাবু কিন্তু কোন কথা খুলে বলেননি।

সৌদা। তাইত বলচি, আগে ভাল করে মনটা বুঝে দেখ যদি কায়মি বোধ হয়, তাহলে তার উপায় হতে পারবে, এই যে মাঝখানে চুনি বাবু কদিন এসে ছিলেন তা বাবু কি কিছু টের পেয়ে ছিলেন, স্বচ্ছন্দে উপরি দশ টাকা লাভ হয়েছিল, আর ঐ মণি বাবু তিনিও বাবুর এক জন বন্ধু তাঁর ঠেঁঙেও তো দশ টাকা খসিয়েছিস্ এখন যাই সন্ধে হল খাবার দাবার কি হচ্চে দেখিগে।

হেম। একবার আল্লাদিকে ডেকে দিয়ত গা, ঘরটা ঝাঁট দেবে (সৌদামিনি পরিক্রমণ করিয়া) ফিরে এলে যে।

সৌদা। একটা কথা বল্‌তে এলেম, দেখ্‌ আজ দশজন বাবু আস্‌বে তা মুখে পউডার টাউডার দে, এক খানা ভাল কাপড় পরিস্‌, বোধ হয় কেদারবাবুও আস্‌বেন, তা যদি আসেন্‌ হাতে হাতে পান দিস্‌, আর তোকে শেখাব কি, যাতে কর্ম্ম সিদ্ধি কত্তে পারিস্‌ তার চেষ্টা দিখিস। (প্রস্থান)

হেম। যাই আমিও ও ঘর থেকে কাপড় চোপড় ছেড়ে আসিগে, বাবুতো আজ এখনি আসবেন। (প্রস্থান)

অন্য দ্বার দিয়া আল্লাদির প্রবেশ
ও গৃহ সংস্কার।
(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক গান)।

রাগিণী পুরবী। তাল আড়াঠেকা।

ঐ যে আসিছে নিশা, তম সহ ভূমণ্ডলে।
কমলে বিদায় লয়ে, রবি চলে অস্তাচলে ৷৷
সহ তারা তারাপতি, প্রকাশি স্বীয় জ্যোতি।
প্রিয় সমাগম আশা, করিছে বিরহিদলে ৷৷
(সংঙ্খধ্বনি)

প্রিয়বাবুর প্রবেশ।

(চতুর্দ্দিক অবলোকন পূর্ব্বক লাঠি ও সাল রাখিয়া) (স্বগত) ঘর অন্ধকার রয়েছে, এখনও আল জেল্লে দেয়নি। (উচ্চৈস্বরে) ওরে শ্যামা সেজ জেলে দিয়ে যা।

নেপথ্য। আজ্ঞা যাই।

প্রিয়। কখন সন্দে হয়েছে শালার এখনো বাতি জেলে দেবার সময় হয়নি।

(শ্যামার বাতি হস্তে প্রবেশ ও বাতি জ্বলে দেওন)

প্রিয়। (রোষান্বিত) হ্যাঁরে এতক্ষণ কি কচ্ছিলি বাতি দেবার সময় হয়নি?

শ্যামা। আজ্ঞে হাত যোড়া ছিল, দিদি বাবু প্যাঁজ গুল ছাড়িয়ে দিতে বল্লেন তাই দিচ্ছিলুম।

প্রিয়। আচ্ছা যা, তামাক নিয়ে আয়, বিবি কি কচ্ছেন।

শ্যামা। ও ঘরে কাপড় ছাড়চেন। (শ্যামার প্রস্থান)

প্রিয়। আজ বিবিকে মুক্তার শাতনর দেবার কথা ছিল কিন্তু টাকা হাতে নেই বলে খরিদ করা হয় নাই, আজ না পেলে দেখচি ভারি বেজার হবে, যা হোক কাল রবিবার কাল আর হবে না পরসু নিদেন টাকা ধার করে এনে দিতে হবে; রোজ রোজ ভাঁড়া ভাঁড়ি ভাল দেখায় না।

[শ্যামার প্রবেশ ও তামাক প্রদান।]

খাওয়া দাওয়া সব প্রস্তুত হয়েছে র্যা?

শ্যামা। আজ্ঞা হচ্চে। (একদিকে) খাবার দাবার আয়োজন কতক গুলন পরেটা আর আদ সেদ্দ মাংস হচ্চে, ভাল২ সামগ্রি যা তা গিন্নির ভাঁড়ারে জাগ্‌চে।

প্রিয়। দেখ্ মদের বাক্স দুটো খুলে রাখ্‌গে, আর এক ডিবে পান নিয়ে আয়।

শ্যামা। যে আজ্ঞা। (প্রস্থান) (হেমলতার প্রবেশ)

প্রিয়। ইস্ বিবি যে, আজ ভারি সাজ গোজ করেচ দেখ্‌চি, তোমায় চিন্তে পারা ভার যে।

(হেমলতা নিকটে উপবেশন করিয়া)

হেম। আজ শনিবার রাত্ তুমিতো চিন্তে পারবেই না, তুমি যদি চিন্তে তা হোলে আমার দশা এমন্ হবে কেন?

প্রিয়। ইস এত ঠাট্টা কেন ভাই, আমি কি সত্যিই তোমায় চিন্তে পারিনি, দেখ আমি ঠিক বল্‌ছি, তোমার এখানে যেঅবধি আস্‌চি সেঅবধি আর অন্য কোনখানেই যাইনা, আর কার সঙ্গে আলাপ করি না।

হেম। না, তাকি আর যাও, আমাবই আর কাকেও জান না। সে আমি বটে আজ যা দেবার কথা ছিল তাকি এনেচ?

প্রিয়। না ভাই আজোও আনা হয় নাই, সমস্ত দিন কাযে ভারি ব্যস্ত ছিলেম, সোমবার দিন তোমাকে অবশ্য এনে দেব।

হেম। আমায় কখন কিছু দেবার সময় হলেই তোমার যত কাযের ঝঞ্ঝাট, দেবে না তাই স্পষ্ট করে বল্লেইত হয়, মিছে আশা দেবার আবশ্যক কি?

প্রিয়। পরসু অবশ্যই পাবে, সে দিন যদি না পাও তখন যা বলবার তাই বলো।

হেম। তোমার ইচ্ছে। আমারতো আর জোর নাই, অনুগ্রহ করে দিলেই পাব।

প্রিয়। (দিনবাবু ও মোহনবাবুর প্রবেশ) গুডইভনিং (Goodevning) এস এস ভাই বোস্। (দিনবাবু ও মোহনবাবু প্রিয়বাবুর সহিত সম্ভাষণ করিয়া উপবেশন)

কৈ শ্যামবাবু এলেন না।

মোহন। তিনি নাথের বাগানের যাত্রায় ব্যস্ত আছেন।

দিন। দেখ ভাই আমরা কেমন পংচুঅল (Punctual)।

মোহন। বিশেষ এরূপ আমন্ত্রণে আমরা আগেই উপস্থিত হয়ে থাকি, বিবি সাহেব বন্দিকি, আছ ভাল?

হেম। বন্দিকি, আছি ভাল, তোমরা আছ ভালত।

দিন। তোমাদের দশজনের কৃপায় এক রকম ভালই আছি।

হেম। এটি যে ভাই উল্‌টা কথা হোল, আমাদের কৃপায় তোমরা ভাল কিসে থাকবে? বরং তোমাদের দশ জনের কৃপায় আমরা ভাল থাকতে পারি।

মোহন। বিবি তুমি বুঝতে পারনি, এ কার্য্যে পরস্পরের কৃপা আবশ্যক, আমাদের কৃপা ভিন্ন তোমাদের চলে না, আর তোমরা কৃপা না কল্যেও আমাদের চলে না।

প্রিয়। ইস! মোহনবাবু যে একেবারে ভারি মীমাংসক হয়ে উঠলে।

মোহন। আর না হয়েই বা কি কর্রি।

প্রিয়। দিনবাবু কেদারবাবুর সঙ্গে আজ তোমার দেখা হয়েছিল?

দিন। না হয় নি, আমি এখন আসবার সময় তাঁর বাড়িতে সংবাদ নিয়েছিলেম, দরওয়ান বল্যে বাবু এখনো আপিস থেকে আসেন নি।

প্রিয়। কেন আজত শনিবার, আপিস দুটোর সময় বন্দ হয়েচে, তবে তাঁর এত দেরি কি জন্যে?

মোহন। তাঁর ডিপার্টমেন্টের হেড তিনি, বোধ হয় কোন বিশেষ কাযে আটকা পড়ে থাকবেন।

প্রিয়। (ঘড়ি দেখিয়া) রাতও হয়েছে আট্টা বাজ্‌তে দশ মিনিট বাকি, তা আমাদের আর কেদারবাবুর জন্যে অপেক্ষা করবার প্রয়োজন নাই, বোধ হয় তিনি আর এলেন না।

মোহন। বলা যায় না এখনও আসবার সময় যাই নাই কিন্তু তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে কাজ হানি করিবার কোন কারণ নাই, তিনিত আর আমাদের সঙ্গে জয়েন (Join) করবেন না।

দিন। সুভস্য শীঘ্রং—প্রিয় বাবু তোমার খানসামাকে ব্রাণ্ডি ট্রাণ্ডি আন্‌তে বল, হাত পা সব ঠাণ্ডা হয়ে উঠ্‌চে।

মোহন। ঠিক বলেচ ভাই, অধিক দেরি হলে বোধ হয় সমস্ত শরীর শীতে অশাড় হয়ে উঠ্‌বে।

প্রিয়। (উচ্চৈস্বরে) ওরে শ্যামা দুটো ব্রাণ্ডি নিয়ে আয়, (নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

প্রিয়। দিন বাবু অন্য কোন রকম ইচ্ছা হয়ত বল?

দিন। শীতে ভাই ব্রাণ্ডিই ভাল, আমার মতে কেবল।

প্রিয়। ওরে শ্যামা।

(শ্যামার দুইটা ব্রাণ্ডি লইয়া প্রবেশ)

হেম। শোবার ঘরের টেপায়ার উপর থেকে চারটে গেলাস নিয়ে আয়।

প্রিয়। আর অম্‌নি এক মগ জল নিয়ে আসিস। দিনবাবু একটা বোতল খোল না ভাই? (শ্যামার প্রস্থান)।

দিন। কি দিয়ে খুলব? কক ইস্ক্রু কোথায়।

হেম। তোমার পেচনে ঐ খড়-খড়ের পাশে খুজে দেখ-দেখিন পাবে এখন।

(দিনবাবু পশ্চাৎ হইতে ইস্ক্রু লইয়া বোতল খোলন)

শ্যামার গেলাস লইয়া প্রবেশ।

দিন। গেলাস আর জল এই দিকে দে। (শ্যামার দেওন)

প্রিয়। দু কল্‌কে তামাক একেবারে নিয়ে আয়, দিনবাবু তুমি ভাই ঢাল।
(শ্যামার প্রস্থান)

দিন। আচ্ছা (মদ ঢালিয়া বিবিকে দিয়া) বিবি সাহেব আমাদের হেল্‌থ।

হেম। ও কিও! তোমরা আগে খাও, আমিত প্রথম খাবনা।

মোহন। সেকি শক্তির অগ্রে ভোগ না হলে কি কারেও খেতে আছে, আপনি আগে নিবেদন কোরে দিন।

প্রিয়। তবে ভক্তেরা প্রসাদ পাবে।

হেম। বাবুর আমাদের শক্তির প্রতি বড় ভক্তি।

প্রিয়। ঐ পদে ছুঁচো হয়ে প্রাপ্ত হব মুক্তি।

দিন। বিবি খাওনা ভাই, মিছে দেরি কর কেন।

হেম। ভাই আমিত কখন ব্রাণ্ডি খাইনে।

প্রিয়। হাঁ হাঁ, উনি ব্রাণ্ডি খাননা বটে।

মোহন। তবে কি হবে।

প্রিয়। ওঁর জন্যে পোর্ট আনান হয়েছে। (উচ্চৈস্বরে) শ্যামা এক বোতল পোর্ট দিয়ে যা।

(শ্যামার একটা বোতল লইয়া প্রবেশ)

দিন। (শ্যামার হাত হইতে বোতল লইয়া বিবিকে এক গেলাস প্রদান)
বিবি এই বার আমাদের (Health) হেল্‌থ।

হেম। (গেলাস লইয়া) এস ভাই সকলে একেত্তরে খাই।

দিন। আচ্ছা। (সকলে গ্লাস লইয়া মদ্যপান)

হেম। পান দেব কি?

দিন। রোস ভাই, আগে তিন চার পাত্রি পান করে শরীরটে গরম করে নেয়া যাক, পশ্চাত পান খাওয়া যাবে। (পুনর্ব্বার মদ ঢালিয়া পান)
বিবি তোমার যে গ্লাসে রইল।

হেম। অনেকটা ঢালা হয়েছিল ভাই।

মোহন। না না অনেক ঢালা হবে কেন? ঐ টুকু খেয়ে ফেল।

প্রিয়। বিবি আজ এমনতর খাপ্‌চি কাটচ কেন? মাতা খাও গ্লাসটা শেষ করে দাও।

হেম। তোমার যে আর তর সয়না দাঁড়াও না, একে বারে কি জেয়াদা মদ খাওয়া যায়।

প্রিয়। তবে ভাই তোমার যা ইচ্ছা তাই কর, ওহে দিনবাবু আমাদের ঢালনা। (পুনরায় মদ্য পান)

(শ্যামার প্রবেশ ও তামাক প্রদান)

দিন। বিবি এই বার একটা একটা পান দাও।

হেম এই নাও (সকলকে পান প্রদান) বাবু গিন্নির ঘরে তাঁর গুটি কত বন্ধু এসেচেন, তা তাঁদের জন্যে কিছু মদ দিতে বল।

প্রিয়। দিতে বলনা ভাই, আমাকে তার জিজ্ঞাসা করবার অপেক্ষা কি।

হেম। শ্যামা গিন্নির ঘরে দুটো বোতল দিয়ে আয়।

শ্যামা। আচ্ছা (একদিকে) গিন্নি যত মদ খাবেন তা আমিই জানি রমের যেয়াদা কখনো পেটে যায় নি, এই মদ আমিই আবার বাবুর কাছে টাকা নিয়ে কিনে এনে দেব।

দিন। বিবি আমাদের একটি গান শোনাও, ভাই অনেক দিন তোমার গান শুনি নাই।

হেম। বেস আমি কি গাইতে পারি?

দিন। বিলক্ষণ, তুমি পারনা ত পারে কে? আজ পাঁচ ছয় বছর ওস্তাদের কাছে টাকা খরচ করে শিখ্‌চ।

(শ্যামার প্রবেশ ও পশ্চাৎ দণ্ডায়মান)

প্রিয়। বিবি সাহেব আজ কাল খুব ভাল গাচ্চেন, ওস্তাদজি সে দিন আমায় বল্‌ছিল যে এখন মজুরা কল্লে পঞ্চাশ টাকার হিসাবে হয়।

শ্যামা। (জনান্তিকে) বিবি আমারি মতন গাইতে পারেন, কোন ভদ্র সমাজে মুজরো কত্তে গেলে পঞ্চাশ টাকার বদলে পঞ্চাশ ঘা দেয়, উঃ! ওস্তাদজি বেটারা কি ভয়ানক কোট্‌না।

হেম। ভাই গাওনা বাজনা সুধু শিখ্‌লে কি হয়, চর্চ্চানা কল্লে ভাল থাকেনা, কতবার কত জায়গা থেকে মজুরা এল, তা বাবুতো কোথাও যেতে দেন না।

দিন। তোমার কিসের অভাব যে, তুমি মজুরা করবে!

প্রিয়। আমার কাছে থেকে পোঁদ নাচিয়ে আর টাকা রোজগার কত্তে হবেনা, (উন্মত্তস্বরে) বলি ওহে মদ খাওনা, মিছে কথায় রাত কাটালে কি হবে, কেমন হে কেদারবাবু আর এলেন না, তিনি মদ না খান, কিন্তু ভারি মজার লোক, এতক্ষণ উপস্থিত থাক্‌লে আমাদের হাসিয়ে হাসিয়ে মাত্তেন।

দিন। বোধ হয় এলেন না। এই নেও ভাই খাও। (প্রিয়বাবুকে মদ্য প্রদান)

প্রিয়। তোমরাও এক এক গেলাস নেও, আমার একলার জন্যে বলিনি। (মদ্যপ্রদান)

(নেপথ্যে পদশব্দ)

দিন। এই যে আমরা সকলেই খাচ্চি। (মদ্যপান) ওহে বুঝি কেদারবাবু আশ্চেন।

(কেদারবাবুর প্রবেশ)

প্রিয়। আরে এস এস, কেদারবাবু ভাই তোমার অনেক দেরি হয়েছে।

হেম। কেদারবাবু বন্দিকি, তোমার না আসাতে আমাদের এতক্ষণ আমোদ হচ্ছিল না, এস এই খানে আমার কাছে বোস, আছ ভাল?

কেদার। হাঁ ভাই আছি ভাল, প্রিয়বাবু আমাকে মাপ কর, কোন বিশেষ প্রতি বন্ধক বসত আস্‌তে দেরি হয়েছে।

প্রিয়। তার আর মাপ কি, দিনবাবু এই বার চার পাত্র ঢাল, কেদারবাবুর হেল্‌ত পান করা যাগ।

মোহন। আমি অনুমোদন কচ্চি।

দিন। তবে আমি ঢাল্‌চি। (মদ্য ঢালিয়া)

হেম। সকলে একেবারে। (গেলাস লইয়া)

প্রিয়। কেদারবাবু তোমার হেল্‌ত (Health)। (মদ্য পান)

কেদার। এ আমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখ্‌চি, আমাকে যে তোমরা যথেষ্ট ভাল বাস এ তারি প্রমাণ।

হেম। তুমিত ভাই পান করবে না তা একটা পান খাও।

কেদার। দাও তাই।

(হেম কেদারবাবুর হস্ত অঙ্গুলি দ্বারা পীড়ন ও পান দেওন)

কেদার। বিবি বন্দিকি। (স্বলজ্জভাবে)

দিন। শ্যামা কেদারবাবুকে এক ছিলিম তামাক দে।

কেদার। আমি ওরসেও বঞ্চিত।

দিন। তবে তুমি একটি প্রকৃত পশু বিশেষ।

কেদার। তা ভাই যাই বল। বলি কৈহে তোমরা যে মদ টদ খেয়ে একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে রইলে, দু একটা গান গাও, মজা কর।

প্রিয়। কেদারবাবু ঠিক বলেছ, তোমরা সব যে একেবারে মিইয়ে গেলে, মোহনবাবু তুমি একটা গান গাও।

মোহন। আচ্ছা, দিনবাবু তুমি তবে ঠেকা দেও।

দিন। শ্যামা বাঁয়াটা দেতরে। (শ্যামার বাঁয়া প্রদান)

প্রিয়। হুঁ তবে শুরু কর।

মোহন। (কণ্ঠধ্বনি করিয়া) কি গাব ভাই।

দিন। (বাঁয়া করদ্বারা শব্দ করিয়া) তোমার যা ইচ্ছা হয়।

রাগিণী কাপি সিন্ধু। তাল আড়া ঠেকা।

প্রণয় পয়ধি জলে, যে ডুবেচে একবার।
কুল শীল ধন মান, সকলি গিয়েছে তার ৷৷

মোহন। ওহে দিনবাবু কি কচ্চ? ঠেকা যে হচ্চে না?

দিন। না হলত বয়েই গেল, বাজানত হচ্চে।

হেম। তাই বা কৈ হচ্চে, পেটা হচ্চে বটে।

দিন। (স্বক্রোধে) নাও এই বাঁয়া নেও, তোমরা কেও বাজাও আমা হতে এর চেয়ে আর ভাল হবে না।

কেদার। আরে দূর কর, মিছে গোল কর কেন, মোহনবাবু তুমি ভাই ঠুংরি কি অন্য কোন রকম মজার গীত গাও; এখন খেয়াল ধ্রুপদের সময় নয়।

মোহন। সেই কথাই ভাল, তবে একবার গ্লাস টেনে গলাটা সানিয়ে নি। (মদ্যপান)

প্রিয়। বলি আমরা কি কেউ নই হে?

দিন। তোমরা কেউ নয় কেন (মদ্য ঢালিয়া) এই নাও খাও।

কেদার। বিবি তুমি কেন একটি গাওনা? স্ত্রীলোকের কণ্ঠধ্বনি কোকিলের স্বরাপেক্ষা সুমিষ্ট, বিশেষ তোমার গলা অতি চমৎকার, তোমার সকলি ভাল।

হেম। ভাল বাস বলে যা বল, কিন্তু আমার কিছুই ভাল নয়।

কেদার। (একদিকে) স্ত্রী জাতি রূপের প্রশংসায় যত বসি ভূতা হয়, তত আর কিছুতেই হয় না, তা আমার কর্ম্ম সিদ্ধির জন্য দুটো অলিক প্রশংসা করা আবশ্যক (প্রকাশ্যে) সেকি বিবি তোমার যদি কিছু ভাল নয় তবে এর অপেক্ষা ভাল আর সংসারে নাই, আমি অনেক স্ত্রীলোক দেখেচি তোমার অপেক্ষা রূপসী আর কাহাকেও দেখি নাই।

হেম। যে আপনি ভাল হয় সে সকলকেই ভাল দেখে।

প্রিয়। কৈ দিনবাবু গাওনা হে?

"যদিবধি হেরিয়াছি প্রাণ তোমারে।
তদবধি নাহি আর জানি কাহারে ॥"

প্রিয়। বাহবা; বিবি শুন মন দিয়ে শুন।

কেদার। এ গানটি বিবিদের শোনাবার জন্যেই প্রস্তুত হয়েছে বোধ হচ্চে, মোহনবাবু গো অন (go on)।

মোহন। পিলিজ পোর অন (Please pour on) বাবা গলাটা শুকিয়ে উঠ্চে।

কেদার। আচ্ছা আমি ঢেলে দিচ্চি। (গেলাস পরিপূর্ণ করিয়া সকলকে প্রদান)

দিন। (গেলাস হস্তে) কেদারবাবু না হলে কি কেউ সারভ্ (Serve) কত্তে জানে দেখ দেখি কেমন ফুল গ্লাস (Full glass)।

মোহন। আর বার দুই এমনি গ্লাস খেলেই লাস হয়ে পড়তে হবে এখন।

"মনে হইলে প্রিয়ে তব বিম্বধরে।
কত অপ্সরী কিন্নরী লাজে মরে ॥"

প্রিয়। হিয়ার হিয়ার (hear hear) কেউ নাচ না হে, কৈ কেউ উঠ্চনা যে, তবে আমিই নাচি। (গাত্রোত্থান উদ্যমে পতন)

দিন। হুঁ, বলি প্রিয়বাবু জমি নিলে নাকি, আরে উঠে বোস, আর দু গ্লাস ভাল করে টান।

হেম। আর ওঁকে টান্‌তে হবে না, সমস্ত রাত আমারি প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে এখন। কেদারবাবু ভাই বেস, কোনো নেসাটেসা করা নেই, কোনো গোলি নেই।

কেদার। বিবি! নেসা করা বড় খারাপ, কোন বিষয়েই ভদ্র লোকের নেসা রাখা উচিত নয়, নেসাতে অপকার বই কখন কার ভাল হয় নাই, বিবি এখন আমি বিদায় হই, রাত্রি অধিক হয়েছে। প্রিয়কে তুলে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা করো।

হেম। বালাই বিদায় কি বল্‌তে আছে, আবার ভাই কবে আসবে?

কেদার। এরি মধ্যে আসব, সত্তরেই সাক্ষাৎ হবে; বিবি মনে রেখ ভুল না ভাই।

হেম। তুমি কি ভোলবার সামগ্রি, তোমাকে কি ভোলা যায়।

কেদার। (স্বগত) রকম সকমে ফলার পেকে উঠচে দেখচি কিন্তু কিছু লোভ দেখান আবশ্যক, (অঙ্গুরী লইয়া প্রকাশ্যে) বিবি এইটী শরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ তোমাকে দিলাম, তুমি অনুগ্রহ করে গ্রহণ কর, কেন নিচ্চনা কেন? এতে কোন দোষ নাই তুমি ভাই সচ্ছন্দে নাও।

হেম। তবে দিন, পাছে বাবু মনে কিছু করেন বলে তাই বিবেচনা কচ্ছিলাম।

কেদার। তার জন্যে কোন ভাবনা নাই—(বিবির অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয় পরাইয়া) এক্ষণে চল্লেম, দিনবাবু মোহনবাবু আপনারা বসুন।

(প্রস্থান)

দিন। ওহে বিবি তোমার বাবুত কাত হয়েছেন তা আমাদের কি ঘরে গিয়ে খেতে হবে, না এই খানেই হবে।

হেম। কেন ঘরে গিয়ে খেতে হবে কেন? খাবার দাবার সবত তয়েরি হয়েছে, খেলেই হয়; আর ভাই বাবুর কথা কি বল্‌চ, তাঁর দশাতো আর আজ তোমরা নুতন দেখচ না, চিরকালই এই রকম।

মোহন। এমন মদ না খেলেই কি নয়।

দিন। না খেলে মজা কৈ হয়?

হেম। আহা কিমজাই হচ্চে আমরি মরি।

দিন। যাহোক শুভস্য শীঘ্রং বিবি চল খাওয়া জাগ্‌গে। ক্ষুধায় পেট জ্বলে উঠেচে।

হেম। এস তবে, শ্যামা তুই বাবুকে শোবার ঘরে নিয়ে যা আমি এঁদের খাওয়াইগে।

(সকলের প্রস্থান)

(শ্যামা বাবুকে উত্তলন ও যবনিকা পতন)

তৃতীয় অঙ্ক।

হেমলতার গৃহ।

হেমলতা ও সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। বলি কেমন বাছা, আগেই বলে ছিলুম তো? আমি এই কায করে মাথার চুল পাকালেম, লোকের চলন বলন কথা বার্ত্তারায় মনের ভাব বুঝে নিতে পারি, দেখ্ সেদিন যখন কেদারবাবু যাবার সময় আংঠী দিয়ে গিয়েছিল তখনি আমি অনুমান করেছি যে, তাঁর মন তোর উপর আছে, মনে কোন কায না থাক্‌লে তিনি সুদু সুদু দেবেন কেন?

হেম। মা তোমারি কথা ঘটে উঠেচে বটে, এত দিনের পর কেদারবাবু কাল প্রকাশ করেচেন, কিন্তু একায গোপনে কেমন করে হবে, আর যদিও হয়, নূকন কখনই থাক্‌বে না।

সৌদা। ওকথার জন্যে এখন ভাবনা করবার দরকার কি, আজতো কেদারবাবুর খানসামা ভোলা সন্ধ্যার পর বাগানে নিয়ে যেতে গাড়ি আন্‌বে ষোলটা টাকা দিয়ে গেছে, সেই খানে গিয়ে দেখ্ কি রকম হয়, একটা পাকাপাকি বন্দবস্ত করবার জোগাড় দেখিস, যদি হাত লাগে বাবুকে জবাব দেওয়া যাবে, নুকচুরির দরকার কি।

হেম। আজ সন্দের পর কেমন করে যাওয়া হবে, আর তো বেলা নাই, বাবু আজ বেলাবেলি আসবেন বলে গেছেন।

সৌদা। তবে কেন এখনি বেরিয়ে পড়না, তোর মিতিন কি গোলাপফুল এক জনের বাড়িতে গিয়ে অপেক্ষা করগে যা, ভোলাকে বলে দিয়েছি

মনির বাড়ির সাম্‌নে গাড়ি রাখ্‌তে, কি জানি পাছে পাড়ার লোক কেউ টের টোর পায়, গাড়ি এলেই ভোলা আস্তে আস্তে আমাকে বলে যাবে, আমি গিয়ে পাঠিয়ে দিয়ে আসব, আর বাবু এলে আমি দুটো কথাতেই তাঁকে ভুলিয়ে এইখানেই সুইয়ে রাখব। কিছুই টের পাবে না, মাসির বড় ব্যাম মরণাপন্ন, তাঁর আর কেউ নাই বনঝিকে একবার দেখবে বলে লোক পাঠিয়েছিল তাই গেছে, তুই একটু শীর্ঘির শীর্ঘির আসিস।

হেম। তা হোতে পারে বটে, কিন্তু আজ বাবুর মুক্ত মালা নিয়ে আস্‌বার কথা আছে, আমি থাক্‌লে পাছে গহনাখানা হাত ছাড়া হয়?

সৌদা। সর্ব্বনাশ! তাও কি হয়, একটি তার পয়সা হাত ছাড়া কত্তে নেই, বিশেষ উপস্থিত পরিত্যাগ অনুপস্থিত আসা ভাল নয় (কিঞ্চিৎ ভাবিত হয়েছে,) তবে তোর এখন আর যাবার দরকার নেই ঘরেই থাক, বাবু যদি গয়না আনেন আগে নিয়ে গলায় পোরে, তার পর হরিবাবুর কাছে থাক্‌তে নিমুবাবুর বাগানে যে কৌশল করে গিয়েছিলি তাই— আর যদি গয়না না আনেন তবে না আনার সূত্রেই ঝকড়া করে বেরিয়ে যাস, একেবারে মণির দোরে গাড়িতে, বুঝিচিস?

হেম। হেঁ বুঝেছি, বেস বোলেচ।

সৌদা। মন থাকলে কি উপায়ের অভাব, তা আমি এখন ঘর দোরের কায দেখিগে, তুই বেশ কোরে কাপড় চোপড় পর্‌ মাথা বাঁধ, দেখ বাবু যে তোকে নিলের উপর লালের ফুল গোটা লাগান কাপড় দেচেন সেই খান পরিস, তোকে খুব খোলে, বানারসি ওড়না খানা ও কারপেটের জুতজোড়াটা ভোলার ঠেঞে দেব, গাড়িতে গিয়ে নিস। (সৌদামিনীর প্রস্থান)

হেম। আচ্ছা। আমাদেরত কাযি এই, যেন তেন প্রকারে দুপয়সা রোজকার করা, খান্‌কির আবার পিরিত কি, পয়সার সঙ্গে পিরিত। লোকে বলে বেটি কি নেমখারাম, আমি বলি যারা বলে তারা কি ভোমারাম, আমাদের ধর্ম্মই নেমখারামি, টিয়ে পোসা আর খান্‌কি পোসা সমান, সময় পেলেই সিক্‌লি কাটে, যত খেতে দেও আর যত ভাল বাস, যে কদিন আশাপুরে অর্থ পাই সেই কদিন তার, তাকে বই আর কাকেও জানি না, সেই প্রাণ, সেই ধন, সেই সব, আর দুদিন টাকা দিতে দেরি

হলেই আর সে ভাব নেই, অম্‌নি তাকে আপদ আর বালাই বোধ করি, বেটা গেলেই বাঁচি। তা যাই সন্দে হল, গা হাত ধুয়ে কাপড় চোপড় পরে আসি, দেখি আজ বাবুর কাছে মুক্তর মালা আদায় হয় কি না।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় প্রস্তাবনা।

(হেমলতা উপবেশন করিয়া)

হেম। (স্বগত) রাত্রি প্রায় আট্টা, বাবুর এখন দেখা নাই, ভোলা গাড়ি এনেচে কি করি, লোভটাও পরিত্যাগ কত্তে পাচ্চিনা, আর একটু অপেক্ষা করে দেখি, তারপর কাযেই যেতে হবে। বাবুর আস্তে আজ যত দেরি হচ্চে, আমার রাগ করবার পক্ষে ততই সুবিধে হচ্চে, আজ আর রাগ করবার নতা খুঁজতে হবে না। (নেপথ্যে, ওরে শ্যামা গাড়ি থেকে কেস বাক্‌সটা নিয়ে আয়) এই যে বাবু আশ্চেন, এই সময় জোগাড় করে বসি।

(বদন অঞ্চলে আবৃত করিয়া শয়ন)

[প্রিয়বাবুর প্রবেশ]

প্রিয়। অমন করে শুয়ে রয়েছ কেন? শরীরে কোন অসুক টসুক হয় নিতো (নিকটে বসিয়া) ভরসন্ধে বেলা শুতে নাই, উঠে বস, লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

(কর ধারণ পূর্ব্বক আকর্ষণ)

হেম। আঃ কি কর, গায়ে হাত দিয়না, আমায় ছুঁওনা, এই বুঝি তোমার সন্দে বেলা, কখন রাত আট্‌টা বেজে গেছে, যাও যাও, এতক্ষণ যেখানে আমোদ কচ্ছেলে সেই খানে যাও। (মৌনাবলম্বন)

প্রিয়। (স্বগত) যা ভেবে ছিলেম তাই ঘটেছে। (প্রকাশ্যে) ভাই বিনাপরাধে রাগ করা উচিত নয়, তোমারি কাযে আস্‌তে একটু রাত হয়েছে, আজ কদিন থেকে খরচপত্র কিছু নাই বলেছিলে বলে, টাকার জোগাড় করে আনতে একটু দেরি হয়ে পড়েচে, তা ভাই উঠে বস, মাতা খাও, রাগ করো না।

(শ্যামার বাক্স লইয়া প্রবেশ, বাক্স হইতে টাকা লইয়া) শ্যামা এই পঞ্চাশ টে টাকা গিন্নিকে দিয়ে আয়। (মুদ্রাপ্রদান)

হেম। পোড়া কপাল আর কি, পঞ্চাশ টাকায় কি হবে, আজ দুমাস থেকে ধার করে করে সংসার চলচে, প্রায় তিনশো টাকা ধার হয়েচে, গহনাপত্র গুলি সব বাঁধা গেছে— না ভাই আমার টাকায় কায নাই, তোমার টাকা তুমি নিয়ে যাও।

প্রিয়। ভাই হাতে না এলে কি করব বল, আজ কদিন থেকে সরকারদের ভাড়ার টাকা আদায় কর্‌তে বল্‌চি, কিন্তু কোনখান থেকেও এক পয়সা আদায় হয় নাই, খরচ পত্র কিছু নাই বলে এই কটা টাকা জোগাড় করে এনেচি, ভাবনাকি ভাই, দুএকদিনের ভেতরেই সব দেনা পরিষ্কার করে দেব।

হেম। আজ দু মাস থেকে যেমন দিচ্চ, তেমনি দেবে আর কি।

প্রিয়। নানা বিবি, তোমাকে কি কখন কোন বিষয়ে প্রবঞ্চনা করেছি।

হেম। না কখনো নয়, মুক্ত— দূর কর, ও সব কথায় আর কায নাই।

প্রিয়। (স্বগত) হুঁ, মুক্তার সাতনরীর জন্যে রাগটা দেখ্‌চি, তা আর রাগ বাড়িয়ে কায নাই, এই সময়ে দিয়ে ঠাণ্ডা করি। (প্রকাশ্যে) বিবি একবার উঠে বস দেখি, এক ছড়া সাতনরি এনেছি গলায় পরিয়ে দিয়ে জন্মটা সার্থক করি। (বাক্স হইতে বাহির করিয়া)

হেম। আমাকে পরিয়ে কি হবে ভাই, এখন যার সঙ্গে নূতন পিরিত হয়েচে, তার গলায় দিয়ে জন্ম সার্থক করগে।

প্রিয়। ভাই বিলম্ব হবার কারণত সাম্‌নেই দেখ্‌তে পাচ্চ, জহরীর ওখান থেকে মালা ছড়াটি পছন্দ করে আন্তে দেরি হয়ে পড়েছে।
(হস্ত ধারণ করিয়া উত্তোলন ও গলদেশে মালা প্রদান) বাহবা! অতি

চমৎকার দেখাচ্চে, বিবি মাতা খাও, একবার আয়না দিয়ে দেখ দিখি, কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।

হেম। এত ঠাট্টা কেন, কথায় বলে "যে যারে দেখ্‌তে নারে, চলন দেখে জ্বলে মরে" তা তুমি নাকি আমাকে পূর্ব্বের মতন ভাল বাস না, কাযেই দেখ্‌তে পায় না।

প্রিয়। কি বল্লে? আমি তোমায় আর পূর্ব্বের মতন ভাল বাসি না, এঁ্যা তুমি কেমন করে এমন কথাটা মুখে আনলে, তোমায় ভাল বাসিনাত, আর কাকে ভাল বাসি।

হেম। কেন, আমি বই কি আর তোমার ভাল বাসবার মানুষ নাই, কত শত আছে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব কি।

প্রিয়। বিবি মিছে কথায় বড় রাগ হয়, কৈ এই যে আজ তিন চার বৎসর থেকে এখানে আশ্চি, এর মধ্যে কি অন্য কোন স্থানে গিয়েছিলেম।

হেম। না তাকি আর গেছ, সে দিন শ্যাম বাবুত তোমার মুখের উপরেই বল্লেন, তুমি কলুটোলায় কার কাছে গেছলে, কি মরণ নামটা মনে আশ্চে না, ঐ যে কি বিবি, জানি আমি সব জানি, আর তোমার ভাল বাসা জানাতে হবে না।

প্রিয়। বিবি তুমি নেহাৎ ছেলে মানুষ (ক্রন্দন) তোমার কিছু মাত্র বুদ্ধি নাই, তুমি শ্যাম বাবুর কথায় বিশ্বাস করেছ, তার কাযি এই, মিছে মিছি ঝকড়া লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখা, তোমার মাথা খাই, সে সব মিথ্যা কথা।

হেম। আহা! কি দিব্বিই কল্লেন, পরের মাথা খেতে কষ্ট কি আছে, কাজ কি ভাই আর দিব্বি দিলেসায়, ক্ষান্ত হও!

প্রিয়। ভাই যে দিব্বি কল্লে তোমার বিশ্বাস হয়, তাই বল, সেই দিব্বিই না হয় করি, ধর্ম্মত সপথ করে বলচি, তোমা ভিন্ন আর কাকেও জানি না।

হেম। আচ্ছা বল দেখি, আমি ভিন্ন আর সব বেশ্যা তোমার মা হয়?

প্রিয়। দূর পাগ্‌লি, এমন দিব্বি কি কত্তে আছে।

হেম। তুমি বলবে না? (সক্রোধে)

প্রিয়। ঐটে ছাড়া যা বলবে তাই বল্‌তে রাজি আছি।

হেম। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক) এই বুঝি তোমার ভাল বাসা, আচ্ছা আজ অবধি তোমার সঙ্গে ফুরুল, এই ঘর বাড়ি সব রইল আমি চল্লেম, আমার

যেখানে দুচক্ষু যায় সেই খানেই চলে যাব, আর এক দণ্ডও এখানে থাকব না। (প্রস্থানোর্দ্দম)

প্রিয়। (গাত্রোত্থান পূর্ব্বক হস্ত ধারণ করিয়া) বিবি মাথা খাও বস বস, মিথ্যা রাগ কর কেন।

হেম। (সজোরে হস্ত মুক্ত করিয়া) কেন তুমি আমার হাত ধরে রয়েছ, ছেড়ে দাও বল্চি, এর পরে কি একটা খুনোখুনি না হলে ছাড়বে না?

প্রিয়। তা না হলেত ছাড়বই না, আমি আগে মরি তবে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো, যেখানে খুসি সেই খানে যেও।

হেম। আর মিছে নেকরায় কায নেই, ভাল বলচি ছেড়ে দাও, আর কি জোর জানাবার জায়গা পাওনি। (সজোরে হাত ছাড়াইয়া বাবুর বক্ষে পদাঘাত পূর্ব্বক প্রস্থান)

শ্যামা। গিন্নি মা একবার শীর্গির করে এই দিকে দৌড়ে আসুন।

প্রিয়। (অর্দ্ধোপবেশন পূর্ব্বক) আঃ, বুকটোয় বড় লেগেচে, উঃ বাবা, (বক্ষস্থলে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক) এখানটা বেদনায় ছুঁতে পাচ্চিনা উহু! উহু! সজোরে লাথিটে মেরেছে, আঃ, গলাটা সুকিয়ে উঠচে, ভাল করে কথা কইতে পাচ্চিনে।

সৌদামিনীর প্রবেশ।

সৌদা। কি বাবা, কি হয়েচে, অমন করে রয়েচ কেন?

প্রিয়। আঃ, বাবারে, বড় লেগেছে উহুঃ, হেম খামখা রাগ করে লাথি মেরেচে। (সৌদামিনী হস্ত ধরিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক)

সৌদা। কি হয়েচে, কি হয়েচে, হেমলতা মেরেচে? কি সর্ব্বনাশ, পোড়া কপালির যা ইচ্ছে তাই কত্তে আরম্ভ করেছে, মরি মরি আহাহা। এমন কর্ম্মও করে ছি ছি ছি। (প্রিয় বাবুর চক্ষের জল মুছাইয়া) বাবা কোন খানটায় লেগেছে?

প্রিয়। এই বুক্‌টয় লেগেছে আঃ, হাঃ, উ!!

সৌদা। (বাবুর বক্ষে হস্ত বুলাইতে বুলাইতে) মরি মরি বুকটোয় কি বড় লেগেচে। ছি ছি, কদ্দিনে ছুঁড়ি মরবে? মলে আমার হাড়টা জুড়ায়, অসৈরন আর সহ্য হয় না, অ্যাঁ, বাবুকে মার, মহাভারত, কি লজ্জার

কথা, ছি ছি ছি, এমন সোনার অঙ্গে কি মাত্তে আছে, ছুঁড়ি শীর্গির মরুক, শীর্গির মরুক।

প্রিয়। নানা অমন করে গালাগালি দিয় না।

সৌদা। না দেবে না, সাথে কি দি, তার যেমন কর্ম্ম, আহা! বাছা উঠে বস, ছুঁড়ি ভারি বাড়িয়েচে হাপদাপ মানে না, তা বাবা এ সব তোমারি দোষ, তুমিই আদর করে তার এত আস্পদ্দা বাড়িয়েচ, আহা বুকটোয় কি বড় লেগেছে, চুন হলুদ তয়েরি করে দেব কি?

প্রিয়। না চুন হলুদ আর দরকার নাই এম্‌নিই আরাম হবে এখন, হেমলতা কোথায় গেল?

সৌদা। কে জানে লক্ষ্মী ছাড়া ছুঁড়ি কোথায় গেল, এমন রাগওতো কখন দেখিনি, বাবা তোমার আস্‌তে একটু রাত হলে, হান টান করে, একবার ঘরে একবার বারাণ্ডায়, একবার ছাতে, আর কেবল বলে "বাবু আজ কোথায় বেড়াতে গেছেন, তা না হলে, আস্‌তে এত দেরি হবে কেন" আজ সন্দে অবধি, কিছু না হবেত কুড়িবার আমাকে ঐ কথা জিজ্ঞাসা করেছে, আর বল্‌ছিল, একবার এলে হয়, আজ আমার মনে যা আছে তাই করব, আমি কত বোঝালেম কত মানা কল্যেম, তা ছুঁড়ি কি এখন আর আমার কথা শোনে।

প্রিয়। আমি আস্‌বামাত্রেই যে জন্যে একটু দেরি হয়েছিল, তা সকলি বুঝিয়ে বলেচি, প্রত্যয় হবার জন্যে দিব্বি পর্য্যন্ত করেছিলাম, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস কল্যেনা, যা হোক হেমলতা এ রাত্রে কোথায় গেল, একবার কাকেও খুঁজতে পাঠাও।

সৌদা। আর কাকে খুঁজতে পাঠাব, কেইবা কোথায় সন্ধান পাবে, যাই আমি আপনিই দেখি কোথায় মত্তে গেছে, গোলাপফুল আর মিতিনের বাড়ি, এই দুজায়গা বইত আর কোথাও যায় নাই, যাই তাদের বাড়ি একবার দেখে আসি, ছুঁড়ির যে রকম ভাল বাসা, কোন দিন অভিমানে আত্মহত্যা না হলে বাঁচি। তা বাবা, তুমি বস, আমি একবার দেখি। শ্যামা বাবুকে তামাক দিয়ে যা। (প্রস্থান)

প্রিয়। তাইত, এই রাত্রে আবার হেমলতা কোথায় গেল, গিন্নি যথার্থ বলেচেন আমাকে আন্তরিক ভাল বাসে, তা নাহলে এরকম করবে কেন, অন্য মন থাক্‌লে কখনই এত দূর কত্তনা, বরং আস্‌তে বিলম্ব হলে

মনে মনে আহ্লাদিত হোত, ঐ সাবকাশে লুকিয়ে লুকিয়ে দুপয়সা উপায়ের চেষ্টা কত্ত, তা বিবি আমার সে রকম লোক নয়, আজ এই দু তিন মাস খরচ পত্র কিছু দিতে পারিনি, কিন্তু তার জন্যে কোন কথাটি কয় না, ভাল বাসা না থাকলে কি এ প্রকার ব্যবহার কখন সম্ভবে। (শ্যামার তামাক লইয়া প্রবেশ) গিন্নি কি বিবিকে খুঁজতে গেছেন।

শ্যামা। আজ্ঞে গেছেন। (একদিকে) বয়ে গেছে, বাগানে পাঠিয়ে দিতে গেছে বটে, উঃ, কুট্‌নিদের কি ভয়ানক চাতুরি। (প্রস্থান)

প্রিয়। গিন্নির ফিরে আস্‌তে এত দেরি হচ্চে কেন, বোধ হয় গোলাপ ফুল কি মিতিনের বাড়িতে দেখা পাননি, আঃ কি বিপদ, আজ কি কুক্ষণেতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিলেম। (কিঞ্চিৎ কাল নিরুত্তর থাকিয়া) কর্ম্মটা ভারি খারাপ করা হয়েচে, যদি যে কথা বলে দিব্বি কত্তে বলে ছিল, তাই কত্তেম, তাহলে আর এত দূর ঘটত না, বালক আর স্ত্রীজাতি উভয়েই অতি কম বুদ্ধি, বিবেচনা করেত কোন কায্য করে না, বিশেষ হেমলতা অত্যন্ত অভিমানিনী, তার মনের মতন কায্যটি না হলে, একেবারেই প্রজ্জলিত হুতাযণের ন্যায় রেগে ওঠে। (উপবিষ্ঠ) আঃ মেজাজটা আজ একেবারে খারাপ হয়ে গেছে, প্রাণের ভেতর কেমন এক রকম কচ্চে, কিছুই ভাল লাগচে না, দূরহোক আর তামাক খাবনা। (হুঁকা রাখিয়া) বসেও সুখ নাই, তবে এক বার পাই চারি করব কি, দেখি দেখি তাই করে। (পরিক্রমণ) কৈ এতেওত মনস্থির হচ্চে না, এই যে গিন্নি আশ্চেন। (সৌদামিনীর প্রবেশ) কৈ, হেমলতা কৈ, আসেনি?

সৌদা। না বাবা, কোথাও দেখতে পেলেম না, পাড়াটা ময় ঘর ঘর খুঁজলেম কারও বাড়ি যায় নি।

প্রিয়। তবে এই রাত্রে কোথায় গেল?

সৌদা। কেমন করে জানবো বাবা, কোথায় মত্তে গেল, রাত্রি কাল, গায়ে গয়না, এমন করে কি এক্‌লা বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত? ছি, ছি, ছি, ছুঁড়ি এক্কেবারে বয়েগেছে, মরুক কার কথাত শোনে না, আপনার যা মর্জ্জি তাই করে, এম্‌নি করেই একদিন হবে আর কি।

প্রিয়। তবে আমি কি একবার খোঁজ নেব?

সৌদা। কোথায় এই রাত্রে শীতে হীমে যাবে বাবা, খুঁজতে আমি আর বাকি করে আসিনি, পাড়াটা পাতি পাতি করে খুঁজে এসেছি, তোমার, বয়েগেছে, তুমি বিছানায় শুয়ে ঘুমোও, হারামজাদা ছুঁড়ির রাগ পড়লেই, আপনি আসবে এখন, কোন চুলয় আর যাবে।

প্রিয়। না সেটা ভাল হয় না, আমি একবার দেখে আসি।

সৌদা। যেতে চাও, বাবা যাও, কিন্তু একভেবে যাবে আর একখানা হয়ে উঠবে, ছুঁড়ি এসে কারো বাড়ী গেছ্লে শুনলে, হিতে বিপরীত হবে, জানই ত তার রকম সকম, তোমায় আর নূতন বলব কি।

প্রিয়। তবে যাব না।

(শ্যামার প্রবেশ ও একখানা পত্র প্রদান)

কোথাকার পত্র র‍্যা।

শ্যামা। আজ্ঞে তা বল্‌তে পারিনি, এক জন লোক আপনার নাম করে এই পত্র খানা দিলে, আর বল্যে ভারি দরকারি পত্র।

প্রিয়। (পত্র খুলিয়া পাঠান্তর স্বগত) কি সর্ব্বনাশ শ্যামবাবুর ভারি শক্ত ব্যারাম, আজ প্রাতঃকালে বাগানে গিয়েছেন, সেখানে হটাৎ একটা বুকে বেদনা ধরেছে, আমাকে পত্র পাঠ যেতে লিখেচেন, কি করি না গেলেও নয় (প্রকাশ্যে) হেঁগা, কি করি শ্যামবাবুর অত্যন্ত ব্যাম, তাঁকে একবার দেখতে না গেলেও ত নয়, বিশেষ যখন সম্বাদ পাঠিয়েছেন, তখন না যাওয়াটা ভাল দেখায় না, তা আমি একবার শীগ্গির গিয়ে দেখে আসি, যদি ভাল থাকেন তবে এখনি ফিরে আসব।

সৌদা। তা বাছা তোমার যা ইচ্ছে, যা ভাল বোঝ তাই কর, তুমি ঘরে না থাক্‌লে ছুঁড়ি আবার এসে কত হেঙ্গাম করবে।

প্রিয়। তুমি তাকে বুঝিয়ে বোল, কি করি নাগেলেও মনুষ্যত্ব থাকেনা।

সৌদা। তবে শ্যামা এক খানা পাল্কি ডেকে দিক।

প্রিয়। না পাল্কির দরকার নাই, আমি পথ থেকে এক খানা গাড়ি নিয়ে যাব, আর যদি ফকির বাবুকে পাই, তাঁকেও সঙ্গে করে নিয়ে যাব। (প্রস্থান)।

সৌদা। আমরা না কত্তে পারি এমন কাযি নেই, জিনি যত বড় বুদ্ধিমান হোন

না কেন, আমাদের কাছে ভেড়া—উঃ! খানকির মায়া বিষম মায়া, আমাদের মায়ার কাছে অন্য মায়া কোথা লাগে? লোকে খানকির প্রেমের ফাঁদে একবার পড়্লে আর তার রক্ষা নাই, কোথায় বা স্ত্রী থাকে, কোথায় বা ছেলে, আর কোথায় বা তার ঘর বাড়ি, সকলি পরিত্যাগ হয়, যথা সর্ব্বস্য ক্রমশ এইপদে সমার্পণ করে, এদিকে ধনের শেষ, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রণয়েরও শেষ, গলায় হাত দিয়ে দূর করি অবশেষ, তা যাই রাত হয়েছে ঘুমুইগে। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

(শ্যামবাবুর বাগান)

প্রিয়বাবুর প্রবেশ।

প্রিয়। এই ত শ্যামবাবুর বাগান, ইনি যেভাবে পত্রখানি লিখেচেন, তাতে ত এঁর ভারি বেয়ারাম, আমাকে পত্রপাঠ আস্‌তে অনুরোধ করেছেন, পত্রখানির ঠিকানা, প্রথমতঃ বাড়ি, সেখানে না দেখা পেলে বিবির বাড়ি, এতে করে বোধ হচ্চে যে বড় বেয়ারাম, তার আর সন্দেহ নাই (নেপথ্যে হাস্যশব্দ) একি এ হাসির শব্দ কোথা থেকে আশ্চে? (পুনঃ ঐ) ইস! ভারি ধুম যে, এ শব্দ এ বাগান থেকেই আশ্চে, এত দুঃখের চিহ্ন নয়, মনে আমোদ না জন্মালে মুখে হাসি বেরয় না, তা যা হোক, আমিত বাগানে উপস্থিতই হয়েছি হাতে পাঁজি মঙ্গলবারের আবশ্যক কি। (এক দিগ্‌ নিরিক্ষণ করিয়া) ঐ না কে দুজন বারাণ্ডার ভেতর বসে রয়েচে, তাইত, ওর মধ্যে একটিকে যে স্ত্রীলোকের ন্যায় বোধ হচ্চে, কাণ্ড খানা কি? বাগানে মজা টজা আছে নাকি? আমাকে ফাঁকি দিয়ে এনেছে। না না, তাহলে এরূপ করে পত্র লেখ্‌বার কি আবশ্যক কি ছিল? যা হোক একটু অগ্রসর হয়ে ভাবগতিকটে ভাল করে দেখি, (পরিক্রমণ) যোছনার আলতে এখান থেকে ঐ দুটি লোক্‌কে স্পষ্ট দেখাযাচ্চে—কেদারবাবু না? হেঁ তিনিই ত বটে, মেয়ে মানুষ টিকেও ঠিক হেমলতার মতন অনুমান হচ্চে, নানা সে এখানে কেমন করে আস্‌বে (একদৃষ্টে চাহিয়া) উঃ—আমি কি স্বপ্নে দেখ্‌চি? (চক্ষু মার্জ্জন করিয়া) না স্বপ্ন দেখব কেন? এইত আমি দাঁড়িয়ে

রয়েচি, তবে কি আমার চক্ষের কোন দোষ জন্মাল, না তাওত নয়, সকলইত বিলক্ষণ দেখ্‌তে পাচ্চি, এইত আমার হাত, এইত আমার পা, হেঁ বিবিইত বটে তবে কি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এনেচে, ভাল গোপনে থেকে কিয়ৎক্ষণ কি কথোপকথন হচ্চে শুনি না কেন? তা হলেই ব্যাপারটাকি জান্তে পারব এখন, যাই ঐ থামের আড়াল থেকে গিয়ে শুনি।

(কেদারবাবু ও হেমলতার প্রবেশ ও উভয়ের কাষ্ঠাসনে উপবেশন)

কেদার। হেম! তুমি ভাই কেমন করে এলে? প্রিয় কি কিছুই টের পেলে না।

হেম। কেমন করে টের পাবে, ওকথা আর কেন জিজ্ঞাসা কর, যে করে এসেচি তাত সব তুমি শুন্‌লে।

কেদার। কর্ম্মটা বড় ভাল হয়নি, তিনিত মনে মনে রাগ কত্তে পারেন।

হেম। কল্যোন ত বয়ে গেল, তুমি যখন ডেকেচ, মা বল্যেন তুই যা, এতে যাহয় তাই হবে, সোণা ফেলে আঁচলে গের।

কেদার। ভাই! তোমার বিলম্ব দেখে, মনে মনে কচ্ছিলাম, বুঝি তুমি আস্‌তে পাল্লেনা।

হেম। বিলক্ষণ তাও কি হতে পারে, একটু দেরি হয়ে পড়েচে, আমি সন্দের পরি আস্‌তেম, কিন্তু বাবুর আজ একটা সামগ্রি দেবার কথাছিল, সেইটের জন্যেই দেরি হয়ে গেল।

কেদার। কি সামগ্রি ভাই?

হেম। এক খানা গহনা।

কেদার। পেয়েছ?

হেম। হে ভাই, এই দেখনা। (গলদেশহইতে বস্ত্র খুলিয়া) এই মুক্তার সাতনরি, তিন চার মাস ভাঁড়াভাঁড়ি করে আজ দিয়েচে, এই ছড়াটা আদায় করবার জন্যে একটু দেরি হয়ে গেছে।

কেদার। তা যা হোক, গহনা খানি দামি দেখচি, সাড়ে তিনশ টাকার কম নয়, তা ভাই তুমি এই খানি নিয়ে কি করে ফাঁকি দিয়ে এলে, আস্‌তে একটু দুঃখ বোধ হল না।

হেম। কিসের দুঃখ, বাবু গয়নায় কি পিরিত হয়, আর পিরিত না থাক্‌ল, তার কাছে থেকে আস্‌তে দুঃখ কি!

কেদার। বিবি তোমার কথার ভাবার্থ কিছুই বুঝতে পাল্লেম না, তুমি কি প্রিয়কে ভাল বাসনা, আমি জান্‌তেম তুমি তাকে অত্যন্ত ভাল বাস।

হেম। একেবারে ভাল বাসা ছেলনা এমন নয়, আগে ছিল।

কেদার। এখন তবে গেল কিসে।

হেম। কি জন্যে গেল তা আর তোমায় কি বল্‌ব। (অধোবদন)

কেদার। কেন বিবি? অমন করে মুখ নিচু কল্যে কেন, যদি বলবার কোন বাধা না থাকে তবে বলনা শুনি।

হেম। তা কেন গেল তুমি কি মনে মনে জান্‌তে পাচ্ছনা।

কেদার। আমি কেমন করে জানব, তোমার মনের কথা আমি কেমন করে টের পাব।

হেম। ন্যাকাম কর কেন, তুমিইত বিচ্ছেদের মূল, তুমিইত আমার মাথা খেয়েচ।

কেদার। আমি—এঁ্যা! বল কি?

হেম। যে দিন থেকে তোমার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ, সেই দিন অবধিই বাবুর উপর থেকে মন গেছে, অনেক চেষ্টা চরিত্র করে ছিলেম, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা, ভাঙ্গলে মন আর গড়েনা।

কেদার। (স্বগত) এসব কথায় বুদ্ধিমান লোকে ভোলে না, উঃ! বেশ্যাজাতি কি ভয়ানক মায়াবি, একবার এদের মায়া জালে আবদ্ধ হলে, মুক্ত হওয়া সামান্য বুদ্ধির কার্য্য নয়।

হেম। চুপ করে রইলে যে, মনে মনে কি ভাবচ?

কেদার। বিবি! ভাব্‌চি এই যে, আজ প্রায় দুই বৎসর হতে তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েচে, তাকই তোমার যদি সত্তি সত্তিই আমার প্রতি মন হয়ে থাক্‌ত, তা হলে কি আর এতদিনের মধ্যে তার প্রতিকারের চেষ্টা কত্তে না?

হেম। ভাই! আমার চেষ্টার ক্রটি হয় নি, আমি বরাবরি চেষ্টা করেছি, তবে কি জান, মেয়ে মানুষ হাজার বেশ্যা হলে স্পষ্ট মুখে কোন কথা লজ্জায় বল্‌তে পারিনে, এতদিনের পর আজ সুযোগ পেয়ে লজ্জার মাথা খেয়ে বল্লেম, এখন তোমার বিবেচনায় যা হয় তাই কর।

কেদার। ভাই! তোমার মুখে এ সকল কথা শুনে আমার বিবেচনা বুদ্ধি অন্তর্হিত হয়েছে, এখন আমার উত্তর দেবার ক্ষমতা নাই।

হেম। বাবু! তুমি উত্তর দেও আর না দেও, আজ অবধি তোমায় আর আমি ছাড়ব না।

প্রিয়। (একদিকে) উঃ। কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি চাতুরি, এখনো দুই ঘণ্টা হয়নি আমার কাছে থেকে ছলনা করে এসেছে।

কেদার। বিবি! তুমি আমায় ত্যাগ না কত্তে পার, কিন্তু আমায় যে সেটি কত্তে হবে।

হেম। কেন ভাই কি জন্যে? তবে তুমি কি আমায় পছন্দ করনা।

কেদার। তার জন্যে নয়, আমি হলেম গরিব চাকুরে লোক, আমা হতে তোমার ভরণ পোষণ কেমন করে হতে পার্‌বে, তুমি প্রিয়বাবুর কাছে দুইশত্তঁ টাকা করে মাসে পাও।

হেম। ইস! এরি জন্য, তা ভাই তার নিমিত্ত ভাবনা নাই, একমুটো মোটা ভাত, এক খানা মোটা কাপড় দিও, তা হলেই আমার ঢের হবে, আর আমায় কিছু দিতে হবে না।

কেদার। (স্বগত) এমনি করেই লোককে পাড়ে, একবার কোন মতে ফাঁদে ফেল্‌তে পারলে হয়. বেশ্যারা ছুঁচ হয়ে প্রবেশ করে, ফলা হয়ে নির্গত হয়।

হেম। কেদারবাবু এতেও যে কোন উত্তর দিচ্চনা। (গলদেশে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া) তুমি কিছু নাদিলেও তোমার কাছে থাক্‌ব, গহনাখানা গাঁটিখানা যা আছে, বেচে কিনে চালাব।

কেদার। বিবি তাতে কদিন চলবে?

হেম। যদিন চলে তদিনই ভাল, আমি ভাই আর কাল অবধি প্রিয়কে আস্‌তে দেব না।

(প্রিয়বাবুর প্লবেশ)

প্রিয়। (উচ্চৈঃস্বরে) কাল ত অনেক দূরের কথা, এই আমি এখনিই তোমাকে কাল সদনে প্রেরণ করতে উপস্থিত হয়েছি, এখন আমার হাত থেকে আগে এড়িয়ে যাও, তার পর কাল আস্‌তে দিয়না। (স্বক্রোধে মারিতে উদ্দত হেমলতা কেদারবাবুর পশ্চাৎ গিয়া।)

হেম। কেদারবাবু আমায় বাঁচাও।

কেদার। ও কি? প্রিয়বাবু ক্ষান্ত হও, স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুল্‌তে নাই, (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বসাইয়া)। ঠাণ্ডা হও, (হেমলতাকে) তোমার ভয় নাই বসো।

প্রিয়। না কেদারবাবু, তুমি আমাকে ছেড়ে দেও, বেটীকে ওর কর্ম্মের উচিত ফল প্রদান করি। কেদারবাবু আমার মনের ভেতর যে এখন কি রূপ হচ্চে তা তুমি কিছুই জান্‌তে পাচ্চনা, দুঃখ, ক্রোধ, আর অপমান, এই কটি একত্রে প্রবল হয়ে অত্যন্ত কষ্ট দিচ্চে, বোধ করি এরূপ আর কিছুক্ষণ থাক্‌লে আমি পাগল হয়ে যাব। হায়! বেশ্যারা যে এত অবিশ্বাসি এত অর্থ লোভি তা আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। উঃ, কি ভ্রম! (হেমকে সম্বোধন করিয়া) এই কি তোমার ভাল বাসা, এই কি তোমার প্রণয়ের চিহ্ন, ছিছি! তোমরা স্ত্রীবেশী রাক্ষসী, তোমাদের শরীরে মায়া দয়া প্রভৃতি মনুষ্যের চিহ্ন কিছু মাত্র নাই, কেবল প্রবঞ্চনা, কেবল কপটতা, কেবল ছলনা। ধিক ধিক, তোদের জাত্‌কে ধিক!

হেম। বাবু! আমি ভাল করিনি, আমায় মাপ কর।

প্রিয়। আর তোমার কথায় কায নাই, ঢের হয়েচে, আমি তোমার গুণাগুণ সমস্ত স্বকর্ণে এই গাছের আড়াল থেকে শুনেছি, বেশ্যারা বিষকুম্ভ পয় মুখ, মিছিরীর ছুরী, আমার সঙ্গে প্রথম যে দিন দেখা হয়েছিল, কেদারবাবুকে এখন যে সকল কথা গুলিন বল্যে, সেই গুলিন আমাকেও বলেছিলে, আমি অতি অল্প বুদ্ধি, তাই আমাকে ফাঁদে ফেলে যথা সর্ব্বস্য আত্মসাৎ করেছ, এখন আর তাদৃশি প্রাপ্তির প্রত্যাশা নাই বোধ করে, কেদারবাবুকে ফেলবার চেষ্টা কচ্ছিলে, তোমাদের কথায়, যে বিশ্বাস করে তা অপেক্ষা মূর্খ আর জগতে নাই।

কেদার। কেমন ভাই এখন হয়েচে, পূর্ব্বে আমি বেশ্যাদের উপর বিশ্বাস কত্তে নিষেধ করে ছিলেম বলে, আমাকে কত উপহাসই করেছিলে, আমার সঙ্গে কত বাদানুবাদ করেছিলে, কেমন এখন স্বচক্ষে দেখে বিশ্বাস হয়েছে।

প্রিয়। হ্যাঁ ভাই যথেষ্ট হয়েচে, তুমি যে আজ আমার কি উপকার কল্যে, তা এক মুখে ব্যক্ত করা যায় না, জীবনের অবশীষ্টাংশ তোমার গুণের দাস হয়ে রইলেম।

(নেপথ্য কাস শব্দ) ঘরের ভেতর কে?

কেদার। ঘরের ভেতর শ্যামবাবু, যদি তুমি নাআস এই আশঙ্কায়, আজকের এই

ঘটনাটির সাক্ষি রাখবার জন্যে ওঁকে সঙ্গে করে এনেছি, আর উনি এ বিষয় সব জানেন, তা ওঁর আর গোপনে থাকবার আবশ্যক কি, এইখানেই ডাকি, শ্যামবাবু এদিকে আসুন।

প্রিয়। একি! আমিত এর কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, তাঁর না ব্যাম হয়েছে।

কেদার। না ভাই তার কোন ব্যাম হয় নাই, কেবল তোমাকে এখানে পত্রপাঠ আনবার জন্যে এই কৌশলটি করা হয়েছিল, আমি নিশ্চয়ই জান্‌তেম যেতুমি সন্ধ্যার পর বিবির বাড়ীতে থাকবে, সেখানে আমি ডাক্‌তে পাঠিয়েছি প্রকাশ হলে, বিবির মা কদাচ তোমাকে আস্‌তে দিতেন না, সেই জন্যেই আরোপিত ব্যাম লিখে পাঠাই।

প্রিয়। তুমি আমার জন্যে যে কি পর্যন্ত কষ্ট স্বীকার করেছ তা আর কত বল্‌বো, তুমিই প্রকৃতবন্ধু, আর বন্ধু নামের যথার্থ পাত্রই তুমি ভাই তোমার মতন বুদ্ধিমান লোক সচরাচর খুঁজে পাওয়া ভার, আচ্ছা কৌশলেই কৃতকার্য্য হয়েছ, এখন আমি সব বুঝতে পারলেম, সাবাস ভাই, বেশ্যারা বুদ্ধিতে সাত মুহুরির কান কাটে, কিন্তু তুমি আজ বুদ্ধি বলে তাদের নাক কান দুই কেটেচ।

(শ্যামবাবুর প্রবেশ।)

শ্যাম। প্রিয়বাবু! এখন বাজির দুইশত্ত টাকা দেও, তুমি বলেছিলে যে, কাযে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করবে না, তা বোধ করি আজ যথেষ্ট দেখেচ আর শুনেচ, যাতে প্রত্যয় জন্মায়।

প্রিয়। শ্যামবাবু, আর আমায় লজ্জা দেও কেন কেদারবাবুর কাছে বাজিতে হেরেছি দুই শত্ত টাকা দূরে থাকুক, উনি আমার যে উপকার কল্যেন, যথা সর্ব্বস্য দিলেও তার সোধ হয় না, হায়! এতদিন আমি জীবিতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির ন্যায় কাল ক্ষেপন করেছি, সংসারে মানবদেহ ধারণ করে যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য লোকে করে থাকে, তা কিছুই করিনি, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন, তাদের তত্ত্বাবধারণ, যা দীন দুঃখি লোকেও করে থাকে, তা আমি আজ চার বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যেও করি নাই, পরিবার সম্পর্কীয় কেহ কোন কথা বল্যে বিরক্তি বোধ হত, উঃ! বেশ্যার প্রণয় কি বিষম।

কেদার। এতদিন অন্যায় কার্য্য করেছ, এইটি যে আজ টের পেলে এই আমার যথেষ্ট পুরস্কার, আমার শ্রম সফল। দেখ ভাই তোমাকে আর অধিক কি বল্‌ব, তুমি অজ্ঞান নও, বেশ্যানুরক্তি বিপত্তির মূল, একার্য্যে প্রবর্ত্ত হলে, লোকের হিতাহিত বিবেচনা থাকে না, ধন মান শেষে প্রাণ পর্য্যন্ত যায়। আর এটি সংসারে কদর্য্য কায যত আছে তার সোপান স্বরূপ, সুরাপান, মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, পর দ্রব্য অপহরণ, এই সকল কাযগুলিন ঐ খান থেকেই লোকে শিক্ষা করে।

প্রিয়। যা বলচো ভাই সকল সত্য, আমি নিজেই তোমার কথার প্রমাণ স্থল, হায়! হায়! আমি বেশ্যার প্রেমে উমত্ত হয়ে পশুর ন্যায় কালাতিপাত কচ্ছিলাম, হিতাহিত বিবেচনা কিছু মাত্র ছিল না, মানের ভয়ে প্রথমতঃ বেশ্যালয়ে প্রবেশ কত্তে লজ্জাবোধ হোত, সর্ব্বদা চিত্ত সংঙ্কুচিত থাকত, পাছে কেহ দেখতে পায়, কিন্তু ভাই! ক্রমে কেউ দেখতে পাওয়া দূরে থাকুক, জগত শুদ্ধ লোক জানতে পেরেছে, হায়! এখন আমার সে মানের ভয় কোথায়। (ক্রন্দন)

কেদার। ভাই! কেঁদনা, যুবাকাল বড় বিষম কাল, একালে দেহ মধ্যে সমস্ত রিপুই প্রবল বেগ ধারণ পূর্ব্বক চিত্তকে সর্ব্বদা অস্থির করে, সে সময়ে নিকটে উপযুক্ত বুদ্ধিমান বন্ধু, সতপরামর্শ প্রদান কত্তে না থাকলে, প্রাই একটা অপদে লোকে পদার্পন করে থাকে, তা ভাই খেদ করো না, ভ্রমেই এই কদর্য্য কার্য্যে প্রবত্ত হয়েছিলে, এখন ভ্রম দূর হয়ে গেল, আর দুঃখের বিষয় কি আছে।

প্রিয়। ভাই! আমি জনসমাজে আর কি বলে মুখ দেখাব, লজ্জায় কেমন করে ঘাড় তুলে লোকের সঙ্গে কথা কব, হায়! হায়! সকলেই আমাকে ঘৃণা করবে, কেহই বিশ্বাস করে বাড়িতে অভ্যর্থনা করবেনা, তা ভাই! এখন আমার মরণ মঙ্গল।

কেদার। নানা, প্রিয়বাবু! এমন গহৃত কার্য্য তুমি কিছুই কর নাই, যার জন্যে এতদূর পর্য্যন্ত দুঃখিত হতে হয়, তুমি যে পরিমানে জন সমাজে দোষিত হয়েছ, উপস্থিত শোচনাও তদুপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হল, তাভাই! আর তোমায় কেহ ঘৃণা কর্‌বে না সে জন্যে কোন চিন্তা নাই।

শ্যাম। ভাই! তুমি আর জেয়াদা দুঃখ করনা, তোমার দুঃখ দেখে আমার দুঃখ

হচ্চে, এর পর বিবির দুঃখ না হলে হয়, তা যা হোক, এখন পারিটীটে কবে হবে বল।

প্রিয়। শ্যামবাবু! কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে দিয়না, আর কি আমার পারটিতে যএন করবার মুখ আছে, লোকের কাছে আর মুখ দেখাতে ইচ্ছা নাই!

কেদার। ভাই! ক্ষান্ত হও, গতস্য সোচনা নাস্তি, পণ্ডিত লোকেরা গত বিষয়ের সোচনা করেন না, এক্ষণে সাবধান হয়ে সতকর্ম্মে প্রবত্ত হয়, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার গণের চিত্ত, যাতে সর্ব্বদা সুখে থাকে তাই কর, তাহলেই আবার জন সমাজে সুখ্যাতির ভাজন হবে। (হেমলতাকে সম্বোধন করিয়া) বিবি! তুমি ভাই এ ঘটনার জন্যে আমাকে গালাগালি দিওনা যদিও তোমার উপস্থিত দশ টাকা লাভের পক্ষে প্রতি বন্ধক হলেম, কিন্তু তোমার তার নিমিত্তে বিশেষ ভাবনা নাই, প্রিয়বাবু তোমাকে যা দিয়েছেন, তাতে যদিও তুমি একদর্য্য বৃত্তি পরিত্যাগ কর, তবুও তোমার দিন পাতের ভাবনা নাই, তোমায় সে বিষয়ে উপদেশ দেবার আবশ্যক নাই।

হেম। কেদারবাবু! আমি আপনাকে গালাগালি কেন দেব, সকলি বরাতের কথা, যেকদিন প্রিয়বাবুর কাছে অন্ন জলের বরাত ছিল, সেকদিন ওঁর নিকটে ছিলেম, দশ টাকা পেয়েওছি। এখন বরাতের ফেরে সেটি উঠে গেল, বিশেষ আমাদের এপেষার গতিকি এই, চিরকাল একজনের কাছে কখনই কাটে না আমারা সুজগ পেলে দুটাকা উপ্‌রি রোজকার কত্তে কখনই ছাড়িনা, তা বাবু দশবার কত্তে কত্তেই একবার ধরা পড়্‌তে হয় তা, যাহোক, প্রিয়বাবু! আমার ভাই একটি কথা আছে, আমাকে ছেড়ে অন্য কার কাছে যেওনা, সকলি সমান, এসব কায ত্যাগ করে মাগ্‌ ছেলে নিয়ে সুখে ঘর করগে। কেদারবাবু! কাকেও বলে আমাকে পৌঁচে আসে।

কেদার। আচ্ছা, গদা! কৌচমেনকে বলে দে, বিবিকে পৌঁচে আসে।

হেম। তবে আমি আসি।—বন্দিকি (প্রস্থান)

কেদার। আর তোমার এসে কায নাই।

শ্যাম। ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

প্রিয়। ভাই! তবে চল আমরাও যাই—আঃ! প্রাণের ভেতর কেমন এক

রকম হচ্চে (গাত্রত্থান করিয়া) হে বান্ধব গণ! আমি তোমাদিগকে অনুরোধ কচ্চি, এ কর্ম্মে আর কেহই প্রবৃত্ত হও না, আর যদি কেহ এ পথে পদার্পণ করে থাকেন, আমার অবস্থা দেখে সময়ে সতর্ক হন। বেশ্যানুরক্তি বিষমবিপত্তি।

নিসক্রান্তা সর্ব্বে যবনিকা পতন।

পাঁচালী কমলকলি।

পাঁচালী কমলকলি

চৌদ্দ আইন।

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক প্রণীত।

শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলক্যনাথ দে মহাশয়ের
অনুমত্যানুসারে।

কলিকাতা
ত্রৈলক্যনাথ দে এন্ড কোং যোড়াবাগানস্থ
আনন্দোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত
সন ১২৭৯ সাল।
Printed by Kedar Nath Dey

মূল্য [তিন] আনা।

শ্রীত্রৈলক্যনাথ দে কোম্পানির
আনন্দোদয় যন্ত্রে
মুদ্রিত।
যোড়াবাগান নং ১৭
সন ১২৭৯ সাল।
Printed by Kedar Nath Dey

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

জয় জয় জগদীশ জগতজীবন।
করুণা নয়নে হের পতিতপাবন ॥
আমি অতি মূঢ়মতি দীন অভাজন।
না জানি সাধন প্রভু না জানি ভজন ॥
নিজ গুণে কৃপা করি ওহে গুণময়।
তরাও হে এ তনয়ে হইয়া সদয় ॥
করিয়াছি কত পাপ করিতেছি কত।
করিব বা আর কত বার সব হত ॥
তোমার অসাধ্য কিছু নাহি দয়াময়।
এখনি করিতে পার পলকে প্রলয় ॥
অসীম মহিমা তব কে বুঝিতে পারে।
শুধু নিজ গুণে তার ভব পারাবারে ॥
তাই বলি দয়াময় অরুণ নয়নে।
ঋপু কর বপু ছাড়া চাহি এক কোণে ॥
পড়িয়াছি একে প্রভু যড় ঋপুদায়।
কুমতি কুপথে তাহা যদা লয়ে যায় ॥
হায় হায় মরি মরি গেল গেল প্রাণ।
বিষম সঙ্কটে প্রভু কিসে পাব ত্রাণ ॥
সংসারের মায়া মোহ ত্যাজিয়া বসেছি।
পিতা মাতা কলত্রাদি সব খুইয়েছি ॥
বাস পরিহরি পড়ে আছি পরবাসে।
বাসেতে বাসিতে মন নাহি ভালোবাসে ॥
আমার দুঃখেতে কাঁদে বনের শৃগাল।

এরূপে আর গত প্রভু হব কত কাল ॥
অনাথের নাথ তুমি ওহে বিশ্বপতি।
তব কৃপা বিনে মোর আর নাহি গতি ॥
কৃপাসিন্ধু নাম তব ওহে দয়াময়।
এক বিন্দু দানে কিছু নাহি যাবে ক্ষয় ॥
বিদেশে বিপদ হলে কে আর দেখিবে।
তোমার নয়ন বিনে কে আর চাহিবে ॥
কেহ কার নয় আহা কেহ কার নয়।
মায়াবশে করে তাও সব গেছে লয় ॥

এই দুঃখে পুড়ে মরি তাহে পোড়া মন।
বুঝেও বোঝে না মরি এ কি অলক্ষণ ॥
আমার হইয়া সে যে অবশ আমার।
কৃপা করি কর নাথ তার প্রতিকার ॥
কুপথে কুমতে প্রভু নাহি যেন ধায়।
তোমার চরণপথ এই যেন চায় ॥
ওহে সত্য সনাতন নিত্য নিরঞ্জন।
চরমেতে পাই যেন তব শ্রীচরণ ॥

শ্রীঅঘোরচন্দ্র ঘোষ।
জেলা বর্দ্ধমান, সাং আবুজহাটা
ঘোষপাড়া ॥

শ্রী শ্রী দুর্গা
শরণং

পাঁচালী কমলকলি।

চৌদ্দ আইন।

গীত।
তাল ঢিমে তেতালা।

এমন রাজ্যেতে বাস আর হবে না।

বাস আর হবে না বাস আর হবে না, প্রজাদের সুচিন্তা সদা এমন তো কেউ করবে না। ঘটিলে কোন অশুভ, ঘাটায়ে অমনি মনশুভ, ঘটাইয়ে দেন শুভ, অশুভ আর থাকে না। প্রজাগণের কষ্ট দেখে, এনেছেন জল পলতা থেকে, গ্যাস লাইটে কি সুখোদয় দেখ না; রাজপথ কি সুপ্রশস্ত, ডাক্তারখানা কত শত, পাঠশালা শত শত, মূর্খ যে কেউ রবে না। মরি মরি কি চিকন বুদ্ধি, দেখে গরমী রোগের বৃদ্ধি, হদ্দ চৌদ্দ আইন জারি করেছেন; অঘোর চন্দ্রের এই বাণি, কোথা গো মা মহারানী, তোমার ভারতভূমের প্রজারা মা দুঃখে কেউ আর সবে না ॥

ছড়া।

সোনামণি নামে রমণী, রূপে কাঁচাসোনা যিনি,
সোনা যায় নি এমনি সুঠাম তার।
পরেশ নামে একটি বাবু, পিরীতে তার হাবু ডুবু
অদর্শনে তিলেক আন্ধার ॥
উভয়ে এমনি ভালোবাসা, পরেশ বাবু ত্যাজে বাসা,
বাসা করেছেন সোনামণির ঘরে।
হইয়ে পিরীতে দাস, পড়ে আছেন বারমাস,
সেবাদাস সোনামণির তরে ॥
একদিন দৈব যোগে, দাদা তাঁর পেয়ে সুযোগে,
কাদা দিলেন সাধের পিরীতে।
লয়ে আয় গেল স্বদেশ, সোনা হেথা না পেয়ে উদ্দেশ,
নিরুদ্দেশে লাগিল ভাবিতে ॥
বলে আহা কোথা যাদু, ছাপিয়ে পড়িছে মধু
বঁধু একবার এসে পান কর।
তোমা বিনে প্রাণ ওষ্ঠাগত, চেপে আর রাখিব কত,
কামানলে হই জ্বর জ্বর ॥
আবার দেখ বাদলো রঙ্গ, একে সোনার জ্বলেছে অঙ্গ,
বঙ্গে আবার চৌদ্দ আইন এলো।
সার্জন জমাদ্দার, ফিরিতেছে দ্বার দ্বার,
সোনার দ্বারে অমনি ঢুকিল ॥
বলে কে বাড়িতে আছে, জল্ দি করগে আও হিঁয়াছে,
থানামে আবি জানে হোগা।
শুনে সোনার হিন্দিবাত, লেগে গেছে দাঁতে দাঁত,
বলে কোথা তারকনাথ রক্ষা কর বাবা ॥
সোনার পুলি চমকে গেছে, আর কি পরেশ আছে,
কার কাছে বা দাঁড়াব কেউ তো নাই।
যেতে হলে আগে থানায়, পরে যায় ডাক্তারখানায়,

যায় যায় ভাবে মনে তাই ॥
সে কি প্রকার ভাবনা ॥

গোমস্তাদের ভাবনা যেমন, কাগজে নিকাশ দিতে।
তহবিলদারের ভাবনা যেমন, তহবিল মিলাইতে ॥
ইন্দ্রদেবের ভাবনা যেমন, গৌতমের সাড়া পেয়ে।
পাঁঠার প্রাণটি করে যেমন, হাড় কাটে ঘাড় দিয়ে ॥
লঙ্কেশ্বরের ভাবনা যেমন, পোড়লে পরে দঁকে ॥
দাঁড়ি মাঝিদের ভাবনা যেমন, মেঘোদয় হলে।
মূর্খ ছেলের ভাবনা যেমন, যেতে হলে পাঠশালে ॥
পালান হুড়কো মেয়ের ভাবনা, যেমন যামিনী এলে।
ধুকু ধুকু প্রাণটি করে, বাঁচে যে পালালে ॥
মুস্কিদিগের ভাবনা যেমন, পোড়লে ধরা ঘরে।
উপপতির ভাবনা যেমন, পালায় কেমন করে ॥
চোখের সামনে সোনা চুরি, সেকরার ভাবনা যেমন।
পরীক্ষা দিতে হবে সোনা, ভেবে সারা তেমন ॥

ছড়া।

ভেবে আর করবে বা কি, পরীক্ষা তো রবে না বাকি,
দিতে হবে একান্ত জানিল।
মনাগুনে মরমে মরে, ডাক্তারখানায় প্রবেশ করে,
আইন অনুসারে কার্য্য দিল ॥
টিকিট দিলেন ডাক্তার, হেলদি সই করিয়ে তার,
পেয়ে ধনী বেরিয়ে এসে বাঁচে।
বলে আহা হরি হরি, এই কি করিলে হরি,
মরি মরি কপালেতে আরও কি না আছে ॥
কোথা রৈল ভালোবাসা, অধিনীর এই দুর্দ্দশা,
এই দশা কেবা দেখে এসে।

সময়ে সকলি ফলে, কেবল নিজ কর্ম্মফলে;
ফলে আহা ঘুচাইবে কে সে ॥
একে রাম বনবাসী, তাহে দুষ্ট রাবণ আসি,
সীতা সতী হরে লয়ে যায়।
একে রাজ্যচ্যুত নল, তাহে বনে দুঃখানল,
ক্ষুধানলে সদা দহে কায় ॥
তা সময় হয় সব ঘটন, একে কাটা ঘা তায় লবন
জ্বলনের উপর জ্বলন এসেই ঘটে।
যা হোগ ভাবনা করা নয়, রাজার বিচার মন্দ নয়,
হলো ভাল মানুষ যদি পটে ॥
দশটা অবধি করবো ছুট, কড়ি কুড়াব মুট মুট,
ভালোবাসায় লয়ে কাটাব রাত।
কি দিবস কি যামিনী, দিয়া মুখে মুখখানি,
রব তারে হতে দিব না কাত ॥
হয় যদি গরমী ব্যারাম, হাঁসপাতালে সব আরাম,
বিরাম করব ঘরে ফিরে এসে।
নিজের অর্থ হবে না ব্যয়, ভাল হব আলয়২,
ঘরে এসে সালসা খাব শেষে ॥
চেহারা দঁড়াবে ফুলে, যত অলি টাটকা ফুলে,
ঝাঁকে ঝাঁকে আসবে মধু আশে।
গুমর কোরে বাড়াব দর, লম্বা কোরে কোরব আদর,
আদর করে করে বসব পাশে ॥

গীত।

তাল কাওয়ালি।

মরি মরি সুখের আইন কমল ফুটিল রে।
কিবা ভুর ভুর ভুর ভুর ভুর ভুর করে সুগন্ধ
ছুটিল রে ॥ দ্রেঘেন্না ধাঁধা কিটি ধেনা কিটি

ধিঁধিঁতা, বাজিল বাজনা কিবা মরি মরি
বাহবা, হইল ডঙ্কা, গেল রে শঙ্কা, গুণ গুণ গুণ
গুণ গুণ গুণ স্বরে মধুপ মাতিল রে ॥

ছড়া।

সাহসে করিয়া ভর সোনামনী অতঃপর,
ঘরে এলো মনকে প্রবোধিয়ে।
এ দিকে বেদেছে গোল, সহর ময় সোরগোল,
গোলোযোগ যত রাঁড় নিয়ে ॥
ধরা ধরির ধূমধাম, হেরি পরিহরি ধাম,
কেহ কোচ্ছে কাশিধামে ধাম।
কেউ বা দ্বারকাধামে পরিহরি নিজ ধামে;
কৃষ্ণ নামে নিচ্ছে ছাপায় নাম ॥
কেউ বা গিয়ে প্রয়াগে, মাথা মুড়াইছে আগে
কেউ বা গয়ায় গদাধরে পূজিছে।
কেউ বা চড়ে কলের গাড়ী, ফরেশড়াঙ্গায় কোচ্ছে বাড়ি,
কেউ বা গিয়ে খালি বাড়ি খুঁজিছে ॥
কেউ বা চড়ে নৌকোয়, নুকিয়ে ফরেশডাঙ্গায় যায়,
ভালোবাসায় ভরসা দিয়ে কত।
বলে কি কোরবেরে ধন, উপায় তো আর নাই এখন,
উপায় হচ্ছে ফরেশডাঙ্গার যত ॥
মাঝে মাঝে আসিব যাব, রসসুধা পিয়াইব,
খাওয়াইব খাজা খুরমো ক্ষীর।
যাবে তুমি মম সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে নানা রঙ্গে,
রঙ্গে ভঙ্গে হয়োনা অস্থির ॥
আর একটি কথা বলি, দিও না যেন আমায় বলী;
খেয়ে বসোনা যেন আমার মাথা।
দিলাম রে মাথার কিরে, কারো পানে চেয়ো না ফিরে

আমার মন যে তোমার মনে গাঁথা। ॥
এই মতে প্রবোধিয়ে, কত সাধনা সাধিয়ে,
কাড়িয়ে কুল কাস্তে রেখে যায়।
দেখে ধনীর বহির্গমন, চাঁদের অমনি চন্দ্রায়ন,
চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায় ॥
সঙ্গে সঙ্গে যায় অমনি, যায় তরুণী যথা তরণী,
তরণীর সঙ্গে গঙ্গী তীড়ে।
রৈল নগর কিনারায়, জুয়াড়ে ধনী যত আয়,
যায় যায় চায় ফিরে ফিরে ॥
কার বা প্রাণ উঠেছে জ্বলে, কেউ বা ভাসে নয়ন জলে,
অঞ্চলেতে পুঁছে ধারা কেউ।
এদিকে কার গুণমণি, চক্ষের জলে ভেবে অমনি;
ভেকর মতো দাঁড়িয়ে গণে ঢেউ ॥
আবার কোন কোন ধনী, ওর মধ্যে যিনি ধনী,
ভালোবাসায় সঙ্গে লয়ে যায়।
বলে চল ফরেশডাঙ্গায় হাসে হ'ল থাকবো মজায়,
এ বেহালে টেকা হল দায় ॥
থাকিতাম হেথা উভয়ে, করিতাম প্রেম ভয়ে ভয়ে,
নির্ভয়েতে রহিব সেখানে।
মাতিব অনঙ্গ রসে, যে রসেতে অঙ্গ রসে,
খসিয়ে রস রসিয়ে বাঁচবো প্রাণে ॥

গীত।

তাল পোস্তা।

চল চাঁদ ফরেশডাঙ্গায় চল২ বাইরে চল।
তুমি আমার পোষা পাখি তোমায় কোথা
রাখব বল ॥ সোনাগাছী মেছবাজার; সব
হয়েছে শূণ্য আমার, সাধের রে দিদি

আমার কেঁদে কেঁদে হল সার। অঘোর
চন্দ্র বলে ধনী, শুন ওলো চাঁদ বদনী, ছেড়ো
না-লো নগরমণি, যোগাবে কে বল জল ॥

ছড়া।

এই রূপেতে যাচ্ছে সবে করি দড়াদড়ি।
ফরেশডাঙ্গায় হয়েছে কেমন রাঁড়ের ছড়াছড়ি ॥
আনাচে কানাচে রাঁড় রাঁড়ময়ই সব।
ফরেশডাঙ্গায় যত ছোঁড়াদের বাড়িল উৎসব ॥
আহ্লাদে আটকানা যত কি বুড় কি ছোঁড়া।
কাঁকুড়ফাটা হয়ে উঠলো ছিল যত গোঁড়া ॥
সিকি আন্দুলি ফেলে আগে দিত মালসা ভোগ।
দু চারি পয়সায় ঘুচলো এখন সেসব ভোগাভোগ ॥
গৌরাঙ্গ স্মরণ করে সিকোয়ে তুলে ঝুলি।
রাঁড়ের বাড়ি উঁকি ঝুঁকি মাচ্ছে কুলি কুলি ॥
এক্ষণেতে নব্য বাবু আছেন তথা যারা।
দিব্য করে চল ফিরায়ে বাহার দিয়ে তারা ॥
পকেটে ফেলে পাঁচ পয়সা চুরুট গুঁজে মুখে।
রাঁড়ের বাড়ি এয়ারকিটি মাচ্ছে মনোসুখে ॥
অন্তহীন দন্তহীন বুড় আছে যত।
আড়া আগলে পড়ে আছে বুড় এঁড়ের মত ॥
গুলিখেক ঘুঘু যাদের ভিটেয় চড়ে ঘুঘু।
আড্ডা ছেড়ে আসছে তারা হাতে কোরে ঘুঘু ॥
আট পয়সার মজুর যারা খাজুর চাটায় থাকে।
খাট পালঙ্কে খাসা বিছানায় শুচ্ছে লাখে লাখে ॥
ভাই সাহেবরা কামিয়ে দাড়ি রাঁড়ের বাড়ি যায়।
হোঁদু বলে হোল নাইট নির্ব্বিঘ্নে কাটায় ॥
নায়ের মাঝি যারা তারা শুনে গুজব কথা।

আল্লা রছুল স্মরণ কোরে নঙোর কোচ্ছে তথা ॥
বলে হালা হর রোজ কি বেয়ে মরবো লা।
হরেশডাঙায় হ্যাকটা আত কাবার কোরে যা ॥
এত বলে শানুকি ফেলে টেন্‌কি পরে তারা।
পিঁয়াজ লঙ্কা চিবিয়ে বলে সোনার চাঁদ পারা ॥
মছোলমানী বিরহিণী আইনের আসামী।
আছে যারা তাদের ঘরে পিইতে যায় পানি ॥
শিল কাটারা আসছে যত শিল কাটতে পাড়ায়।
সামনে শিল দেখলে পরে অমনি কেটে যায় ॥
তামাকওয়ালা আসছে কত তামাক মাথার কোরে।
তামাক কোটা কাম সেরে যাচ্ছে পরে পরে ॥
ধুনুচিরে ধুন্‌তে তুল আসছে সব যত।
দু চারি পয়সায় যাচ্ছে ধুনে বলবো বা আর কত ॥
এইরূপেতে তথায় যেন দিচ্ছে হরির নোট।
মুটে পুটে কানা কুটে আর সবলোট ॥
এক যুবতী রসবতী এই অবস্থা দেখে।
রমণী নামেতে ধনী বোলছে তারে ডেকে ॥
যা কিছু সই এনেছিলাম সব তো হোলো সই।
পেটের জ্বালা এখন দিদি কেমন করে সই ॥
এখানে তো উপায় এই পায় ধরাই সার।
দু-এক আনার বেশি চক্ষে দেখি না লো আর ॥
তাও পেলে বাঁচি দিদি নিত্য যদি পাই।
কষ্টে শ্রেষ্টে বাজার খরচ তবুলো চালাই ॥
সেখান থেকে বাবু আর চালাবেন কত।
পেটের ভাত চাল্‌ দিদি ভেবে হই হত ॥
দিন কতক কাল লাপালাপি ঝাঁপাঝাঁপি হলো।
আষাঢ় মাসের ভেক যেন শীতেতে নুকালো ॥
আবরু নিয়ে কি খাব ধুয়ে কায নাই লো আর।
যা থাকে কপালে দিদি যাব পুনর্বার ॥
চৌদ্দ দিন অন্তে একবার যাব না হয় সই।

হয় হবে কোন্ হান্‌কি তাতে খান্‌কি বৈ তো নই ॥
সব বানরীর মুখ পোড়া হবে তাতে কি ভয়।
কেবা কারে কোরবে নিন্দে হবে লো জয় জয় ॥

রমণীর উক্তি।

এত শুনে রমণী তখন, বলে মরি মরি আমরণ,
যম কি তোমায় বিস্ফোরণ হয়েছে।
কি বলে সেখানে যাবি, কোন লাজে মুখ দেখাইবি,
সব তো তোর বজায় রয়েছে ॥
মস কেন দম ফেটে আপসোসেতে ফেটে ফেটে
আপসে২ উঠছে বুঝি গা।
দিন কতক থাক না সয়ে, প্রেম করা কি গেল বয়ে,
যাবি যাবি পাতাল দেখে যা ॥
কত দূরে দেখ না পাতাল, হঠাৎ কেন হাসপাতাল
যাবি ছুঁড়ি দেখ না কি বা হয়।
থাকে কি আইন উঠে যায়, কোন পক্ষে হয় বজায়
জয় জগন্নাথ কার করেন জয় ॥
হচ্ছিল প্রেম জ্বালায় খুন, তো চেয়েলো আমার দ্বিগুণ,
মদন আগুন উঠছে জ্বলে জ্বলে।
কেমন করে ধরি বুক, কোরে মচ্ছি বুক বুক,
দুধের স্বাদ কি মিটে থাকে ঘোলে ॥
কত সুখ কলিকাতায়, কত নাগর এসে যায়,
মদের গজব নিত্য ঘরে হয়।
কি বোলবো সই দায়ে পোড়ে, এখানেতে আছি পড়ে।
দায়ে পড়লে সবই সইতে হয় ॥

সে কি প্রকার।

যেমন দায় পোড়ে ভাঁড়ে জল, খায় কারাগারে।
দায়ে পোড়ে গোয়ালা যেমন, ঢিল বয় ভারে ॥
প্রেমের দায় কৃষ্ণ যেমন হয় কালীরূপ।
চরণ সেবা করেন রাধা দেখতে অপরূপ ॥
দায়ে পোড়ে যেমন ধারা নন্দ ঘোষের ঘরে।
বসুদেব চুপে চুপে ছেলে বদল করে ॥
দায়ে পোড়ে যেমন ধারা, সে নীল বরণ।
বানর লয়ে করেছিলেন, সাগর বন্ধন ॥
দায়ে পোড়ে লোচ্চা যেমন রাঁড়কে মা বলে।
অনায়াসে হাত দেয়, তুলসী গঙ্গাজলে ॥
দায়ে পোড়ে যেমন ধারা, পবন নন্দন।
আম্র খেয়ে রাম নাম করেন স্মরণ ॥
দায়ে পোড়ে যেমন হরি, স্তম্ভে করেন বাস।
ধেনু চরিয়ে বাধা বয়ে বেড়ান বার মাস ॥
দায়ে পোড়ে যেমন ধারা, পাণ্ডু পুত্রগণে।
দাসত্ব স্বীকার করে, বিরাট ভবনে ॥
দায়ে পোড়ে তেমনি আমরা, কাদায় গুণ ফেলে।
মনাগুণে মচ্ছি পুড়ে, এসেছি নাগর ফেলে ॥

গীত।

তাল তালা।

সবুরেতে মেওয়া ফলে দেখ না সয়ে।
কি করিবে বল ওল উতলা হয়ে ॥ পোড়া
আইনের জ্বালায়, কে কোথা পালায়, যারে

পায় ডাক্তারখানায়, যায় লো লয়ে। অঘোরচন্দ্র
বলে ধনী, থাকলে কি পার পাবে অমনি,
যেতে যেতে যাদুমণি, রয়ে রয়ে ॥

ছড়া।

এইরূপেতে যত খানকী ভেবে আকুল খান কি,
হান্ কি বলে কেউ বা সান্কি ধরে।
এদিকেতে হুলুস্থুল, ভেবে আকুল খানকি কুল,
আকুল পাথার দেখছে পরস্পরে ॥
ধরাধরির ভারি ধূম, কারো চক্ষে নাহি ঘুম,
গুম হয়ে ভেবে পায় না দিশে।
বলে কিসে হব পার, এ পাপে এড়ান ভার
সজনী লো রক্ষা পাব কিসে ॥
জমাদ্দারের সাড়া পেয়ে, কেউ বা পাইখানায় গিয়ে
লুকিয়ে থাকে খুনে আসামী প্রায়।
কেউ বা লুকায় রসুই ঘরে, এসেছে যেন চুরি করে;
কেউ বা ঘরের কোণেতে দাঁড়ায় ॥
কেউ বলে গো বাড়িওলা, দ্বারে এসে দাওগো তালা,
ঘরের ভিতর লুকিয়ে থাকি আমি।
যদি এসে জমাদ্দার, চাবি দেওয়া দেখলে দ্বার।
পারাপার পাবগো তখনি ॥
কেউ বা আবার সাড়া পেলে, বাড়ির অন্য দুয়ার খুলে,
পিঠ টান দেন অন্য দিকে।
যার নাই অন্য দ্বার, ভাঙ্গাচুর ফাঁক থাকলে তার,
ফাঁকে ফাঁকে মারেন তিনি ঝিকে ॥
নাচেতে কেউ লাগিয়ে খিল, খুলে রাখেন না এক তিল,
তিলেকেতে তাল হয় পাছে।
কোন মানুষে ডাকলে পর, বিশেষরূপে নিয়ে খবর;

কপাট খুলে দেন তাঁকে পাছে ॥
কপাটে কেউ মাল্লে ধাক্কা,   রাখেন না তার তোয়াক্কা,
ওয়াক্কা পান জমাদ্দার ভেবে।
আতঙ্গেতে শুকিয়ে গিয়ে,   উঁকি মারেন জানলা দিয়ে,
তবু শীঘ্র নাহি এসেন নেবে ॥
ঝিয়েরে বলেন ডেকে,   দেখ দেখি গো ভিতর থেকে,
কপাটেতে ধাক্কা মারে কে।
জমাদ্দার কি সার্জ্জন,   দ্বারে এলো কোন জন,
শীঘ্র করে খবর এনে দে ॥
এমনি ধারা নুকোচুরি,   যেন কার করেছে চুরি,
ভরে নিদ্রা কারো নেত্রে নাই।
লাল পাগড়ি তক্‌মা গুঁতো,   রাঁড়ের পক্ষে যেন গুঁতে,
ধন্য গুঁতো বলিহারি যাই ॥

গুঁতোতে রাঁড়েদের কি প্রকার ভয়।

বিড়ালের ভয়ে মুষিক যেমন হয়ে থাকে কাঁটা।
বনেদি ঘরের ভয় যেমন, জেতে পোড়লে বাঁটা ॥
সাপকে দেখে ভেকের ভয়, যেমন ধারা ঘটে।
পথিকের ভয় মাঠে যেমন, কোতকা দেখলে লোটে ॥
ওয়ারেন্ট আসছে শুনলে, আসামী যেমন।
কমেন দিয়ে কমেন যান, ধারা ত্রিশূলপানি ॥
ভয়ে জড়সড় শেষে, রাখেন ভবানি ॥
ঘরপোড়া গরু যেমন, সিঁদুরে মেঘ দেখে।
দড়ি ছিঁড়ে ছোটকে অমনি, পালায় সেখান থেকে ॥
গরুড়ের নাম শুনলে যেমন, ভুজঙ্গ না থাকে।
রাঁড়েদের সব তেমনি ভয়, গুঁতো যদি দেখে ॥

গীত।

তাল পোস্ত।

বলি সই দুঃখের কথা মর্ম্মে ব্যথা বল্‌বো
কারে। আগে জানিলে কিলো ভাসাতাম
কুলশীল পাথারে ॥ আমারে ধরিবার আসে,
জমাদ্দার কাল এসে বাসে, পালাতে গিয়ে
তরাসে, পড়ি লো পাইখানার ধারে। মুখ
ভরা পান ছিল মুখে, খেতে তো দিল না
সুখে, অঘোর বলে কোঁতকা দেখে, পালালে
কি ছাড়বে তারে ॥

ছড়া।

এই রূপে সব নুকোচুরি, নাইকো আর সে গাজুরী,
জারি জুরি সব হইল হত।
রাঁড়ের গুমর ভেঙ্গে গেল, পুরুষ পক্ষে রক্ষে হলো,
বুক দুলিয়ে বাহার মাচ্ছে কত ॥
পুরুষের সুখ নিরখিয়ে, কেউ বা মনকে প্রবোধিয়ে,
ধীরে ধীরে পরীক্ষাতে যায়।
বাড়ছে আইন দিন দিন; লুকিয়ে থাকবে কত দিন,
ঘরের কোণে কুল বধূ প্রায় ॥
এর মধ্যে কত মাগী, যারা অতি শিয়ানা ঘাগি,
বেরুচ্ছে সব বহুরূপী হয়ে।
দুদিক বজায় রয়, পরীক্ষা না দিতে হয়,
প্রেমের খেলাও নাহি যায় বয়ে ॥
কেউ বা লয়ে দুধের কেঁড়ে, যোগাচ্ছে দুধ কেঁড়ে কেঁড়ে,
বাসায় গিয়ে কত বাবুর কাছে।
কেউ বা বেচে দধি ঘোল, কেউ বেচে বা আলু পটল,
পটল নিয়ে সারা দিনই আছে ॥

কেউ বা লয়ে ফুল ডালা, তাড়াতাড়ি উঠে সকালা,
ঝাড়তে ঝাড়া হাটখোলা গে পড়ে।
কেউ হলে ঝাড় ঝাড়নি, কেউ বা হয়ে চাল-কাঁড়নী,
কাঁড়িয়ে চাল কাঁড়িয়ে নিচ্ছে গড়ে ॥
কেউ বা ধরে ঝিয়ের বেশ, আশ মিটায়ে মিটায় আয়েশ
নিজ বেশ ধরেন ঘরে এসে।
হরি ঘোষের মেলা যেমনি; নিত্য ঘরে হয় তেমনি,
দিনমানে থাকেন ছদ্মবেশে ॥
ধরে এলে পুলিষআমলা, বলে কেন আর বাদাও মামলা
বেশ্যাবৃত্তি আমি তো কর্রিনে।
সকাল বেলা কাযে যাই, সদা মনিবের মন যোগাই,
কাজ না দিয়ে ঘরে তো ফিরিনে ॥
পরীক্ষা ভয়ে কোন ধনী, কোটিতে পড়ে ডোরকোপিনী
ন্যাড়া নেড়ীর জলে মিশছে গিয়ে।
গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি বেড়ায়, কখন যায় ঘোষ পাড়ায়,
রাত্রি কাটায় দাঁড়াদাসকে নিয়ে ॥
মুখে বলে হরি বোল, কেউ বা করে কণ্ঠি বদল,
কণ্ঠি করে পোচ্ছে মালা গলে।
নাকে তিলক রসকলি, উদয় যেন ঘোর কলি,
প্রাণের অলি রাখছে ছলে ছলে ॥
এরূপ করি নিরীক্ষণ কি বোলবেন আর সার্জন,
বলিবার তো কিছু নাই উপায়।
বোল্লে অমনি বলে তারা, এই কি আইনের ধারা,
ধরার ধরা এমনি কি ধারার ॥
বৈষ্ণব বৈষ্ণবী ধরা, যুগান্তর হলো মোরা,
স্ত্রী পুরুষের ন্যায় হেথা আছি।
হরি নামের ফল এই হবে, বোসতে এখন যাব টবে,
গৌরাঙ্গ হে প্রাণটা গেল বাঁচি ॥
কেউবা ফিকির খাটিয়ে মনে, গোটা কতক মালসা এনে
নিচ্ছে ভেক দিয়ে মালসা ভোগ।

যুটে গোঁড়া জন পাঁচ ছয়,   কোচ্ছে চিঁড়ে নয় ছয়
ছক্কা মেরে নিচ্ছে সেঁটে ভোগ ॥
আবার কোন কোন নারী,   পেড়াপিড়ি সইতে নারি,
ধরাধরির হেঙ্গাম দেখে।
সাথে করি নিজ নাথে;   পুলিষে গিয়ে ত্বরাতে,
তরান্বিতে দরখাস্ত লেখে ॥
বলে দুটি স্ত্রী পুরুষ,   আর কিছু নাই অপৌরুষ;
কেবলমাত্র আছি গো দোঁহাতে।
কত কাল গত প্রায়,   কেবলমাত্র ভিন্ন কায়,
উভয় খাই উভয়ের হাতে ॥
নিজের বান্ধ্যা নাই বাড়ি,   থাকি গৃহস্থের বাড়ি,
বেশ্যা বাড়ি করিনে গমন।
বেশ্যা সহ আলাপন,   বেশ্যা মুখ দরশন,
বেশ্যা বেশ করিনে ধারণ ॥
সদা এই অধিনীর,   বহিতেছে আঁখিনীর,
হুজুরেতে এই নিবেদন।
বসিতে নারিব টবে,   খোলাসা দিইতে হবে,
সত্য মিথ্যা জানি বিবরণ ॥
এ রূপে কত রমণী,   সঙ্গে করি গুণমণি,
দরখাস্ত করে পুলিষেতে।
পার পাইতে বিধিমতে,   আর্যি লেখে নানামতে,
অলস নাহি পুলিষেতে যেতে ॥
কি বলিব হায় হায়   বোল্‌তে গেলে কান্না পায়,
ন্না দিয়ে কেউবা ভিক্ষা করে।
কেউ বা ত্যজি অলঙ্কার,   সাদা ঠোঁট করি সার,
সার ভাবি শিব পূজা করে ॥
যাইয়া জাহ্নবী তীরে,   পূজা করে সেই নীরে
বম বম বাজাইয়া গাল।
বারেক মনেতে ভাবে,   কবে এ আইন যাবে,
মরি মরি এ কি হলো কাল ॥

তপস্যা রাখিয়া পরে, উঠে এসে থরে থরে,
দুটি তিনটি হয়ে একোত্তর।
গৃহস্থের গৃহিণী যেন, ফেলিছে চরণ হেন,
হাত নেড়ে চলিছে সত্বর ॥
রাঁড়ের দফা হল রফা, কিছুতে না হয় রফা,
রফা কল্লে আরো দফা সারে।
ঠেকিয়া বিষম দায়, ভয়ে কে কোথা পালায়,
নোঙ্গর তুলে যায় গঙ্গাপারে ॥

গীত।

তাল আখ খেমটা।

রাঁড়ের দফা রফা হলো।
পোড়া আইনের জ্বালায়, কে কোথা পালায়,
কেউ বা গোলায় মাখছে ধূলো ॥
তেতোলাতে যারা ছিল দিবানিশি, তারা এ-
ক্ষণ হলো ফরেশ-ডাঙ্গাবাসী, কেউ গিয়েছে
কাশী, তীর্থ বারানসী, প্রয়াগবাসী হয়ে কেউ
রহিল। সোনাগাজী মেছোবাজার শূন্যা-
কার, দেখে শুনে লোক করে হাহাকার।
কোথা গেল সে সব বারেন্ডার বাহার,
অঘোর বলে আহা কি হইল ॥

ছড়া।

হেনকালে রং তামাসা দেখ মজার কল।
বসন্ত রাজা উপনীত সহ দল বল ॥
গড়ের মাঠে মনিউমেন্টে তাহাতে বসিল।

সহরের খবর নিতে দূতে আজ্ঞা দিল ॥
মলয় মারুত সে যে মার্তণ্ড সমান।
সহরে প্রবেশে আগে করিতে সন্ধান ॥
বটতলাতে বট বৃক্ষের শাখার উপর।
পিক আসি লয় সোনাগাজির খবর ॥
ভয়াল ভ্রমরা ভ্রমে গুন গুন করে।
মেছুয়া বাজার মধ্যে যত ঘরে ঘরে ॥
কেতকী করাত করে করিয়া ধারণ।
কলুটোলা মধ্যে ভ্রমে করি অন্বেষণ ॥
মল্লিকা মালতী দুটি উন্মত্তকারিনী।
নূতন রাস্তায় দোঁহে ফেরে তত্ত্ব জানি ॥
সেফালিকা জাঁতী জুথী এই কয় জন।
যোড়াবাগানের দিকে করে অন্বেষণ ॥
চাঁপাতলায় চলে গেল চম্পকলতা।
খালধারে গেল জুঁই অন্ন আছে যথা ॥
মাধবীরে পাঠাইল নাথের বাগানে।
জানিতে কে কত নাথে রাখে সে উদ্যানে ॥
বড় বাজারেতে বক আপনি চলিল।
অশোক কিংশুক দুটি হাটখোলা গেল ॥
খিদীরপুরে ক্ষেমা বলে আছে এক জন।
কামিনী করবী তথা করিল গমন ॥
হাড়কাটায় হদ্দ জানতে টগর চলিল।
বহুবাজারেতে ঝাঁটি গমন করিল ॥
এরূপে সব দিকে দিকে জানি সমাচার।
বাজারে কহিছে আসি করি নমস্কার ॥

গীত।

তাল কাওয়ালী।

বড় গোলোযোগ টাউনে।
প্রেমের বাজার মন্দা বড় দেখে বাঁচনে ॥
একজামীন সুরু হয়েছে, বাড়িতে নুটিস দি-
য়েছে, পুলিষে হাজির না হলে মরবে শ-
মনে। ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ মলে, গামছা কান্ধে
দলে দলে, হেসে গঙ্গাস্নানে চলে, আর এ-
কটি দেখি নে ॥ পয়সাতে পান পাঁচ ছ
গোছা, কত খাবে নম্বা কোঁচা, যত বেটি
আছে ওঁছা, তাতে কি টানে। কচুরী, খাজা
গজা, মদের চাট চানা ভাজা, বারকোষেতে
ধচ্চে হাজা কিনে কে আনে ॥ মাথায় হাত
দে কান্‌ছে শুঁড়ী, বাজারে মদ ছড়াছড়ি,
বিকোয় না কো কড়াকড়ি কোন দোকানে।
একজামিনীনের হুড়ো খেয়ে, কেউ সেজে-
ছে বেদের মেয়ে, কেউ বা দুধের কেঁড়ে লয়ে
যোগান দিচ্চে বাসায় বাগানে ॥

ছড়া।

কহিছে মলয়, রাজা মহাশয়,
কবি করি নিবেদন।
তব রাজ্যে আর থাকা হলো ভার,
কেমনে করি শাসন ॥
তব অধিকার নাহিক গো আর,
এ রাজ্যে এসেছ মিছে।
নাহিক সে দিন চৌদ্দ আইন,

রাজ্য খণ্ড সব নেছে ॥
দেখে গর্ম্মী রোগ,　　　　ঘুচাতে সে ভোগ,
সে রঙ্গিনী সবে ধরি।
পরীক্ষা নিতেছে,　　　　টিকিট দিতেছে
চৌদ্দ দিনান্তর করি ॥
গর্ম্মী আছে যার,　　　　আর বাঁচা ভার,
অমনি ধরিল তারে।
হাসপাতালে দিয়ে,　　　　চিকিৎসা করিয়ে,
রোগের দফাটি সারে ॥
তাহা না ভাবিয়া,　　　　পরীক্ষা না গিয়া,
সেই ভয়ে যত ধনী।
হাহাকার করি,　　　　গৃহ পরিহরি,
করিছে শ্রীহরি ধ্বনি ॥
সুখেতে থাকিতে,　　　　ভূতেরে কিলেতে,
মরিতেছে সকলেতে।
কেমনেতে কর,　　　　দিবে দণ্ডধর
বিষম ব্যাঘাত তাতে ॥
কহে পিকবর,　　　　করি কুহুস্বর,
সোনাগাজীর সমাচার।
দুতোলা তেতোলা,　　　　সব দ্বারে তালা
নিতালা সব আগার ॥
আছে দু এক জন,　　　　হইয়া গোপন,
কেউ বা পুলিযে যায়।
কেউ তব দায়ে　　　　পড়ে প্রমদায়ে,
রেখেছে সব বজায় ॥
কহে মধুকর,　　　　পেলেম নাকো কর,
মেছুয়া বাজারে গিয়ে।
ক্রমে যত হাঁটি,　　　　দেখি কান্নাকাটি,
রাঁড় কি ময়না ঝিয়ে ॥
দেখিনু তাকিয়ে,　　　　বিছানা তাকিয়ে

কেউ বা বেচিয়ে যায়।
সাধের তবল, নাহি তার বোল,
টুকনি সম্বল করিয়ে ধায় ॥
কেতকিনী কয়, আর মহাশয়
রব না চল না যাই।
দেখি কলুটোলা, যত খান্‌কী টোলা,
পটোল তোলা কেহ যে নাই ॥
মল্লিকা মালতী, বিনয়েতে অতি,
কহিতেছে ধীরে ধীরে।
শামী বমি গিয়া, সব গেছে গয়া,
নূতন রাস্তার হীরে ॥
জাঁতি সেফালিকা, বলে গো কালিকা,
সেদিন কি রেখেছেন আর।
যোড়া বাগানেতে গিয়ে সেখানেতে,
করে মরি হাহাকার ॥
নিস্তারিণী ধনী, রাঁড়ের শিরোমণি,
বাগানের মাঝে সেই।
আহা সে চাঁদেতে যেন গো রাহুতে
ধরিব ধরিব করিছে এই ॥
সোনার শরীর, ছিল সুন্দরীর,
শুকায়ে হয়েছে ক্ষীণ।
নাহি মনে সুখ, সদাই অসুখ,
ভাবিতেছে নিশিদিন ॥
আসিতে আসিতে দেখি আচম্বিতে,
এক গোয়ালিনী নারী।
নামে স্বর্ণময়ী, বোসে রসময়ী,
করিয়ে বদন ভারি ॥
তাহার নাগর, রসের সাগর,
বুঝাইতে কত তায়।
শুন লো রূপসী, তব মুখ-শশী,

হেরে যে কান্না পায় ॥
বসন খোলো না, বদন তোলো না,
হের না হের না নয়ন মিলি।
কর জল পান, উঠে কর পান,
দাও না একটি গোলাপিখিলি ॥
গৃহস্থ ঝি হয়ে, ভাব কি লাগিয়ে,
উপলোক্ষ মাত্র আমি।
করোনাকো ভয়, হইবেক জয়,
ভেব না ভেব না তুমি ॥
চাঁপা বলে আর থাকা হলো ভার,
চাঁপা-তলার যে দুর্গতি।
হায় হায় করে সকলেতে করে,
ফরেশডাঙ্গাতে গতি ॥
কহিতেছে জুঁই, বৃথা ফুটে রই
খালে গিয়ে হলাম বাসি।
তথাকার অন্ন, ত্যজে কলাম অন্ন,
হয়েছে প্রয়াগ বাসী ॥
কে গোঁজে খোঁপায়, ধরি কার পায়,
কেহ তো এমন নাই।
আছে যে হৃদয়, তাহার হৃদয়,
দুখেতে দহে সদাই ॥
কহিছে মাধবী ছিল যে মাধবী,
নাথের বাগান মাঝে।
লয়ে কুলো ডালা, ঝাড়ে গিয়ে সাড়া,
জাওয়াব দিয়েছে তোমারি কাযে ॥
আর কত নারী সবে সারি সারি,
চলেছে গৌরাঙ্গ পথে।
ভাবিয়াছে সার, সেই সারাৎসার,
পরম পদার্থ যাতে ॥
কহে নাগ ফুল, হয়েছি আকুল,

লাল বাগানেতে গিয়ে।
দয়াময়ী ধনী,   নামে এক ধনী,
আছে যে তায় দেখিয়ে ॥
নাথেরে লইয়ে   গৃহস্থ হইয়ে;
দুখে সুখে কাল হবে।
ছাড়ি এ ব্যবসা,   ফলের ব্যবসা,
ধরি প্রাণ রক্ষা করে ॥
দেখি গে পশ্চাতে,   তাহার পশ্চাতে,
কালো সরু এক নারী।
একে দেহ কাষ্ঠ;   তাতে সে যে কাষ্ঠ,
হয়েছে আমরি মরি ॥
কহিতেছে বক,   আর নাহি সক
বেসখ হয়েছে সব।
বড় বাজারেতে   দেখি গিয়া রেতে
কেহ কেহ যেন সব ॥
গৰ্ম্মী আছে যার,   ভাবিছে অপার,
হাসপাতালে ঠ্যালা দেখে।
মারিতেছে পাড়ি,   ফেলে রেখে বাড়ি
ভালো বাসায় তুষে রেখে ॥

গীত।

তাল আড়খেমটা।

বলবো কি গো মহারাজা।
ঘেয়ো পচা দাগী বাগী আছে যার, পরীক্ষার
ভয়ে থাকে না গো আর, হয়ে গঙ্গা পার
পালায় প্রজা। শয্যা বাসন বেচে কেউ বা
নিয়ে কাঁসি, বান্ধা হুঁকো বাঁয়া বেচে যাচ্ছে
কাশী, পোড়ে কান্‌ছে কারো কলাই ভাজা

রাশি, খাসির ঝোল রুটি তোপসে ভাজা।
অঘোরচন্দ্র বলে ওহে ও মদন, এখানে
বেটিরে করিয়ে দাহন, বিদেশেতে এখন
কোচ্ছে জ্বালাতন, আমায় দিয়ে গেছে বড়
সাজা ॥

ছড়া।

এত শুনিয়া রাজা কি বলিতেছেন।

এই রূপেতে পরস্পরে করে নিবেদন।
সেনাগণ প্রতি রাজা কহিছে তখন ॥
শুন ওহে সেনাগণ বচন আমার।
চৌদ্দ আইন এলো বোলে না হও ব্যাজার ॥
ধাত চালা বাও বাগী এই তিন বেটা।
পরম শত্রু যে আমার বাদিয়ে বসে ন্যাঠা ॥
রাজ্যে পা না দিতে আমি আগে এসে তারা।
উড়ে এসে যুড়ে বসে ছুটে যেন তারা ॥
রঙ্গ রসে ভঙ্গ দেয় খাজনা পড়ে বাকি।
যত প্রজা মাতোয়ান বলবো আর কি ॥
বৎসরেতে একবার আসি দুটি মাস রই।
খতেন খাতা খতিয়ে দেখি পড়ে না বাকি কই ॥
দিনেরেতে আট দশবার কিস্তি আদায় করি।
মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল কারে গিয়ে বা ধড়ি ॥
চৌদ্দ আইন নাহি জানি কোথা ক্যানে ছিল।
ভালো হল এসে মম শত্রু বিনাশিল ॥
এবার বুঝিনু মম হইল মঙ্গল।
এত দিনে রাজধানীর গেল অমঙ্গল ॥
অড়র ডাল আলু পটোল ওয়ারা হইল।

মাছি তাড়ানোর দায় প্রজারা বাঁচিল ॥
কর আদায়ের তরে ভাবিতে হবে না।
তলবে তলবে খাজনা বাকি তো রবে না ॥
শুনিতেছি চৌদ্দ আইন আসিয়াছে বলে।
বাস ছাড়ি পরবাসে যাচ্ছে সব চলে ॥
কুমতিরে সঙ্গে করি সেই বেটা রোগ।
মন্ত্রণা করিয়া সবে ভোগাইছে ভোগ ॥
দিবে না থাকিতে হেথা অন্যত্রে রাখিবে।
নিষ্কণ্টকে নিজে ভোগ লইয়া করিবে ॥
দেখি দেখি কত বল সেই বেটা ধরে।
শর হানি ধরে আনি দেখি কিবা করে ॥
চল সবে ফরেশ-ডাঙ্গা কাশী বৃন্দাবন।
প্রয়াগ মথুরা গয়া দ্বারকা ভুবন ॥
বর্দ্ধমান ত্রিবেণী হুগলী শ্রীরামপুর।
চল গিয়ে দেখি কেবা গেছে কতদূর ॥
যার দেখা পাব তারে অমনি ধরিব।
শরাঘাতে খুন তারে তখনি করিব ॥
কোথা পাবে খাজনা এত কর দিবে কিসে।
আসিতে এখানে তব নাহি পাবে দিশে ॥
চৌদ্দ আইন তবে করিবে শাসন।
অনায়াসে হবে মম প্রজার পালন ॥
ধাতচালা ধাত ছেড়ে কোথা গিয়া রবে।
বাও বাগী এরা সব দেশ ছাড়া হবে ॥
এখানেতে যে যেখানে আছে ছদ্মবেশে।
দেখাইব রঙ্গ সবে পুনঃ ফিরে এসে ॥
শুন শুন পিকবর হও তৎপর।
দেশে দেশে কহ গিয়া আমার খবর ॥
পশ্চাতে যেতেছি আমি লয়ে ফুলবান।
কোন বিরহিনী দেখি থাকে কোন স্থান ॥

গীত।

তাল আড়া ঠেকা।

চল চল সেনাগণ।
দেখি কেবা আছে কোথা হইয়া গোপন ॥
যোগীর যোগ ভাঙ্গিতে পারি, বাহির করি
কুল নারী, আমার বাণে ত্রিপুরারী, হলেন
জ্বালাতন। অঘোর বলে সত্য বটে, তোমার
বাণে কি না ঘটে, আমায় যেন ও সঙ্কটে
ফেলো না মদন ॥

ছড়া।

এই রূপেতে ঋতুপতি সেনাগণ সংহতি,
শীঘ্রগতি দিগদিগন্তে যায়।
ফরেশ ডাঙ্গায় উপনীত, হয়ে দেখে আচম্বিত,
তিন ছুঁড়িতে বসিয়ে রাস্তায় ॥
তার মধ্যে এক ধনী নাম তার সুরধনী,
রাসমণির প্রতি বলে কেন্দে।
দিদি গো কি করি বল, শরীরে আর নাহি বল
মনের দুঃখে বেড়াই কেন্দেবা ॥
এল তলা বেল তলা, সেই বুড়ীর ছাঁচ তলা
কলিকাতা আর কোন মুখেতে যাই।
এসেছি বড় মুখটা কোরে, মুখ লুকাবে গেলে পরে,
প্রতিবাসী মুখে দিবে ছাই ॥
শুনে কয় রাসমণি, শুন ওলো সুরধনী
তুমি দিদি আছ তব সুখে।
দারুণ গর্ম্মীর ঘায়, মরি মরি প্রাণ যায়,
মনাগুণে মরিতেছি দুঃখে ॥

তবু দিদি আছি সয়ে, দুঃখেতে সুখ ভাবিয়ে,
পেটের ভাতে হইয়ে আজির।
কিন্তু ওলো প্রাণ সই, পুলিষেতে দিতে সই
না পারিব হইতে হাজির ॥

আমাদের দুঃখেও সুখ কি প্রকার।

দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, পরের চাকরী করা।
বান্ধা মহিলার আশে, আজ্ঞামতে খেটে মরা ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, ঘর জামায়ের হয়।
পেটে খেয়ে পিটে তারা, সব রকমই সয় ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, কড়ই রাঁড়ীর ঘটে।
লুকিয়ে ঝাপিয়ে মাঝে২, পিরীতি যদি পটে ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, রাবণের হয়ে ছিল।
সবংসেতে মরে তবু, সীতা না ছাড়িল ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা নদীর কুলে চাস।
হয়তো ভালো নয়তো মন্দ, ভাবনা বারমাস ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, ভাতার মলে পরে।
উপযুক্ত ছেলে একটা, থাকে যদি ঘরে ॥
দুঃখেও সুখ যেমন ধারা, সীতার হয়েছিল।
বনে যেতে পণ তবু, স্বামী সঙ্গে ছিল ॥
তেমনি ধারা আমরা দিদি, সহিতেছি প্রাণে।
ঘোড়া রোগে মরব তবু, না যাব সেখানে ॥
এত শুনে রাজা মদন, করে করি শরাসন,
শাসন করি সবে আনাইল।
গুটি গুটি সবে এলো, সহর গুলজার হলো,
বাও বাগী কোথা লুকাইল ॥
যারা ছিল ছদ্মবেশে, তারা এখন অবশেষে
ফুলবাণে হইয়া অস্থির।

ব্যবসা সূত্রেতে ছিল,   তাহে সুখ না হইল,
সদর হতে করিলেক স্থির ॥
পুলিষে লেখায় নাম,   কোন জাতি কোথা ধাম
পিতৃ নাম বয়স বা কত।
গিয়ে সবে পরীক্ষায়,   এড়াইল ঘার দায়,
নিজ নিজ কাযে হল রত ॥

গীত।

তাল আড়া ঠেকা।

সুখ আর হবে না এমন।
বাও বাগী দেশ ছাড়া করি নিরীক্ষণ ॥
কুল-নারী গণে বলি, করি আমি কৃতাঞ্জলি,
কুলে দিতে জলাঞ্জলি, করো না মনন।
বেশ্যা পথে এই ভোগ, ধাতচালা বাওরোগ,
তাহে পরীক্ষারো ভোগ, হাসপাতাল গমন ॥
ঠেলে অঘোরচন্দ্রের বাণী, এ পথে পা দি-
বেন যিনি, অবশেষে করবেন তিনি,
করেতে টুকনি ধারণ ॥

সমাপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

এই সকল পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে তিনি কলিকাতা বটতলা শ্রীযুক্ত বাবু রাধাবল্লভ শীলের বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে তত্ত্ব করিলে প্রাপ্ত হইবেন।

কমল-তারিণী	।০ আনা
সঙ্গীত সুধাসিন্ধু	।০ আনা
বসন্ত বিরহিনী	।০ আনা
লক্ষণ ভোজন	২ আনা
চন্দ্রাধর কুরঙ্গিনীর উপাখ্যান	।০ আনা

বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল।

বারঙ্গনা এব সমূল ঘাতিকা

অর্থাৎ

বেশ্যাই সর্ব্বনাশের মূল।

শ্রীচণ্ডিচরণ ঘোষ কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

রতন সরকারর্স গার্ডন ষ্ট্রীট ৫৩ নং

ভবনে প্রেঃ অদ্বৈত যন্ত্রালয়ে

শ্রীহরিদাস সরকার দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৮০ সাল।

মূল্য চারি আনা।

ভূমিকা।

অধুনা মহানগরী কলিকাতা ও তন্নিকটস্থ নানাস্থান হইতে নানা প্রকার নব কবি প্রণীত নব নব পুস্তক সকল প্রচলিত দেখিয়া, ও যাহা ভাবার্থের দূরবর্ত্তিন হইয়াও জনসমাজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। আমি এবম্প্রকার সাহসে সহসান্নিত হইয়া, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি জনসমাজে প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহা যদিও সর্ব্ব সাধারণের মনোরঞ্জনীয় নয়, কিন্তু বেশ্যাশক্ত মহাত্মাদিগের মূর্খতা দূরীকরণের মহৎ উপদেশ। হে পাঠকবৃন্দ, যদ্রূপ দ্রোণী অশ্বত্থামা কুরুকুল চূড়ামণি দুর্য্যোধনের দুঃখ দূরীকরণার্থে পাণ্ডব ভ্রমে পাঞ্চালি পুত্রগণকে বিনষ্ট করিয়া জনসমাজে ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন, এক্ষণে আমার ভাগ্যেও তদনুরূপ যশোলাভের সম্ভাবনা, যেহেতুক স্বয়ং বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য হইয়া এতাদৃশ উৎকৃষ্ট উপদেশ দানে জনসমাজে নিযুক্ত হইয়াছি ইতি।

শ্রীচণ্ডিচরণ ঘোষ।
সাং সিমুলিয়া।

সন ১২৮০ সাল।

বারাঙ্গনা এব সমূল ঘাতিকা।

পয়ার।

চন্দ্রপুর নামে এক আছয়ে নগর।
অতি মনোরম্য স্থান ভাগীরথী পর ॥
কি কব সে স্থান শোভা অতি পরিপাটী।
চারি দিকে শত শত ইষ্টকের বাটী ॥
কত মহাজন, ভদ্রজন শত শত।
এই রম্য স্থানে বাস করয় সদত ॥
তথায় আছিল এক ভদ্রের তনয়।
তার তুল্য ভদ্র আর দৃশ্য নাহি হয় ॥
অতিশয় শান্ত, বুদ্ধে অতি বিচক্ষণ।
না তুলিত পর স্ত্রীর পানেতে নয়ন ॥
তাহার সুখ্যাতি লোকে করে গুণ গান।
যথা যায় তথা পায় অত্যন্ত সম্মান ॥
পিতা মাতা অতি সুখি দেখিয়া সন্তানে।
তাদেরও সম্মান বাড়ে সন্তানের মানে ॥
মধ্যবিত ব্যক্তি যুবা ধর্ম্মধ্বজ নাম।
ক্ষীণাকৃতি অতিশয় দেখিতে সুঠাম ॥
কি কব নাসিকা কথা অতি সুগঠন।
অল্প২ শ্বশ্রু কিবা মুখের শোভন ॥
বয়স তরঙ্গ অতি বয়স তরঙ্গ।
সর্ব্বদা থাকিত ধর্ম্ম সুজনের সঙ্গ ॥
পিতা মাতা গুরুজনে অতি ভক্তি তার।

কখন ছিলনা কারো প্রতি অত্যাচার ॥
কর্ম্মক্ষম লেখা পড়া জানিত সে ভাল।
কুসংসর্গে মিসে শেষে ঘটালে জঞ্জাল ॥

লঘু ত্রিপদী।

ধর্ম্মধ্বজ পরে, কুসংসর্গ ধরে,
যথা ইচ্ছা তথা যায়।
উদ্যানে বিহারে, কভু গাড়ি কোরে,
কালি দরশনে ধায় ॥
মাতা জিজ্ঞাসিলে, কোথাগিয়াছিলে,
ছলেতে ভুলাত তাঁরে।
গিয়া বেশ্যালয়, করে কত লয়,
যত বারাঙ্গনা ধরে ॥
লয়ে হয় লয়. কভু মিথ্যা নয়.
আগে না বিচারি মনে।
নিত্য নিত্য যায়, কথায় কথায়,
মজিল একেরি সনে ॥
মজিলে এমনো, আর কি কখনো,
কিছুতে ফিরান যায়।
ভাল কাজ গেলো, মন্দ ভাল হলো,
সর্ব্ব নাশ হায় হায় ॥
ভাল বাসি তোরে, বড়ই অন্তরে,
সদা বলে কুহকিণী।
ক্রমে ক্রমে ক্রমে, ফেলে তারে ভ্রমে,
হরিল তার পরাণী ॥

পয়ার।

ক্রমে ক্রমে মায়াবিণী মায়াতে ফেলিয়া।
মধুমাখা বচনেতে নাগরে তুষিয়া ॥
নানা দিকে ধন তার হরে নানা রূপে।
কিছুই বুঝিতে নারে পড়ে প্রেমকূপে ॥
পরেতে ধর্ম্মের মাতা সকল শুনিল।
কান্দিতে২ পুত্রে কত বুঝাইল ॥
কি ছিলি কি হইলিরে ওরে বাপধন।
এখন কি কিছু তোর হয় না স্মরণ ॥
হায় হায় কব কায় মনদুঃখে মরি।
এত অত্যাচার আর দেখিবারে নারি ॥
সে সব শুনিয়া ধর্ম্ম বলে অনায়াসে।
বিরক্ত করিলে পুনঃ না আসিব বাসে ॥
রোজ২ খ্যাচাখেচি সহা নাহি যায়।
বলিতে২ বাবু অম্নি বাহিরায় ॥
এই রূপে ধর্ম্মধ্বজ বোধ নাহি মানে।
যাহা ইচ্ছা তাহা করে আপনার মনে ॥
না আসে ভবনে আর থাকে বেশ্যা বাসে।
অর্থনাশ করে কত মনের হরষে ॥
পতির দেখিয়া কার্য্য পতিপ্রাণা নারী।
কান্দিল বিস্তর ধর্ম্মের চরণেতে ধরি ॥
হায় হায় প্রাণনাথ একি দেখি তব।
এ সকল কর্ম্ম কি হে তোমাতে সম্ভব ॥
পৃথিবীতে বল নাথ কেবা আছে আর।
তোমা ভিন্ন আত্মজন এই অবলার ॥
কত মতে বুঝাইল ধর্ম্মের কামিনী।
চোর কি কখন শুনে ধর্ম্মের কাহিনী ॥
সহিতে না পেরে শেষে পতিব্রতা নারী।
উদ্বন্ধনে কলেবর ত্যাজিল সুন্দরী ॥

হইল আনন্দ অতি রমণীর কালে।
ভাবিল কণ্টক মোর গেল এত কালে ॥
ধর্ম্মের জননী দেখি বধূর মরণ।
বিনাইয়া কত মতে করিল রোদন ॥
হায়২ হায় ধর্ম্ম হায় কি করিলি।
মোর স্বর্ণ প্রতিমারে জীবনে নাশিলি ॥
তোমার কখন বাছা না হইবে ভাল।
অধিক বাড়িতে গেলে হয় অমঙ্গল ॥
পুত্রের দেখিয়া কাণ্ড আর বধূ শোকে।
ধর্ম্মের জননী অতি থাকে মনোদুঃখে ॥
এক দিন গিয়া বৃদ্ধা গঙ্গাস্নান ছলে।
ত্যাজিল আপন তনু জাহ্নবীর জলে ॥
শুনি হাহাকার করে প্রতিবাসী কুল।
বেশ্যাই কি হলো হায় সর্ব্বনাশ মূল ॥
এখনো কি ধর্ম্ম তুমি হও নাই জ্ঞানী।
সর্ব্বনাশ করিল সে দুষ্টা কুহকিনী ॥
ধনে প্রাণে নষ্ট তুমি হলে একবারে।
কি হইবে পশ্চাতে না ভাবিলে অন্তরে ॥
মোহ মদ পান করি হয়েছ বাতুল।
জাননা যে বেশ্যাগণ সর্ব্বনাশ মূল ॥
জত বলে প্রতিবাসী আর বন্ধুজন।
কর্ণপাত করে নাহি করয়ে শ্রবণ ॥
সাগর উথুলে যদি অতি বেগে ধায়।
বালির বন্ধনে কভু রক্ষা করা যায় ॥
ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মধ্বজ সব খোয়াইল।
বাস বাটী পর্য্যন্ত সে বিক্রয় করিল ॥
ধূলি গুড়ি যাহা ছিল সব হলো অন্ত।
তবু বাবু কুকার্য্যেতে না হইল ক্ষান্ত ॥

পরে কুহকিনী সেই নিশাদ রূপিণী।
আভাসে জানিল বাবু হয়েছে নির্ধনী ॥
কি কায হইবে আর রাখিলে ইহারে।
যাতে পারি দূরীকৃত করি স্থানান্তরে ॥
এত ভাবি নানা কান লাগিল খেলিতে।
কোনমতে তারে আর না পারে তাড়াতে ॥
শেষে নিজমূর্ত্তি ধরি কহে কটুস্বরে।
ভদ্রের উচিত নয় থাকে বেশ্যাঘরে ॥
দশ দিন খাইয়াছি সেই ধর্ম্ম চেয়ে।
রাখিয়াছিলাম তোমায় আমি বলে মেয়ে ॥
আর কষ্ট মম প্রাণে সহ্য নাহি হয়।
বল কি আমার ঠাট করিতে বিক্রয় ॥
দূর হও দূর হও এস্থান হইতে।
তা না হলে অপমান হবে নানা মতে ॥
তুমি থাক্‌তে ভাল মোর কভু না হইবে।
তোমারে দেখিয়ে অন্যে কেমনে আসিবে ॥
ভাল লোক হও যদি যাও মান লয়ে।
নতুবা এক্ষণে দিব পুলিষে পাঠায়ে ॥
কান্দিতে২ তবে ধর্ম্মধ্বজ বলে।
কেমনে এসব কথা আমারে বলিলে ॥
এত যে বাসিতে ভাল ওরে প্রাণধন।
বলেছিলে না ছাড়িবে থাকিতে জীবন ॥
কোথায় সে ভাব, কেন অন্য ভাব দেখি।
সদয় হইয়ে মোরে বল বিধুমুখি ॥
দেখ দেখি যাদুমণি ভাবিয়া অন্তরে।
তব জন্য অপঘাতে নারী মোর মরে ॥
তব জন্যে মাতা মম জলে দিল ঝাঁপ।
করেছি তোমার লাগি পুঞ্জ২ পাপ ॥
সর্ব্ব হীন হইয়াছি তোমার লাগিয়া।
এখন যাইব কোথা তোমারে ছাড়িয়ে ॥

যাও ভাই যাও আর না চাই শুনিতে।
এসো হেথা যদি তুমি পার টাকা দিতে ॥
রব কি তোমার কাছে বল শুকাইয়ে।
বড় সুখ হইয়াছে তোমারে লইয়ে ॥
অধিক কথায় আর নাহি প্রয়োজন।
হইবে অদৃষ্টে মোর যা আছে লিখন ॥
শুনি ধর্ম্মধ্বজ তবে রুষ্ট হয়ে কন।
এক্ষণে আনিব টাকা তোমার কারণ ॥
লম্বা২ কথা আর শুনিতে না চাই।
যা আসিল মুখে তোর শুনাইলি তাই ॥
এত বলি গেল বাবু টাকা অন্বেষণে।
প্রবেশ করিল এক বণিক দোকানে ॥
কথায় কথায় সেথা থাকি অনেকক্ষণ।
স্বর্ণ অলঙ্কার এক করিল হরণ ॥
চোর চোর বলিয়া বণিক তারে ধরে।
সমর্পণ করে দিল চৌকীদার করে ॥
আইন বিধানে দুই বৎসরের তরে।
পাথর ভঙ্গিতে আজ্ঞা হইল হুজুরে ॥
চৌকীদারে লয়ে তারে রেখে এলো জেলে।
তবুও বেশ্যার লাগি সদা প্রাণ জ্বলে ॥
চিন্তাজ্বর হলো তার ভাবিতে ভাবিতে।
অক্ষম হইল শক্তি নাহিক দেহেতে ॥
জেলের দারগা তার দেখিয়া গঠন।
হাসপাতালেতে তারে করিল প্রেরণ ॥
সেখানে যাইয়া পীড়া দ্বিগুণ বাড়িল।
জীবনের আশা ধর্ম্মধ্বজ ছেড়ে দিল ॥
পরেতে অন্তিম কাল উপস্থিত হলে।
কান্দিতে২ ধর্ম্মঃ মনোদুঃখে বলে ॥
হায় হায় হলাম এমন কুলাঙ্গার।
করিলাম একেবারে সব ছার খার ॥

হিত উপদেশ কত দিলেন জননী।
কতই বুঝালে মোরে পতি প্রাণাধনী ॥
না শুনিয়া হিতবাক্য ছন্ন হৈল মতি।
সেই সব অপরাধে এতেক দুর্গাতি ॥
হইলাম জননী ও রমণীঘাতকী।
মম সময় নাহি আর দ্বিতীয় পাতকী ॥
এখন কি সুখে প্রাণ আছ এ দেহেতে।
বাহিরাও বাহিরাও বলি বিনয়েতে ॥
উহু উহু মরি নারি যাতনা সহিতে।
তিলার্দ্ধ বাঁচিতে সাধ নাহিক মনেতে ॥
সর্ব্বাঙ্গে বিন্ধিছে মোর শত শত শূল।
কে জানিত বেশ্যাগণ সর্ব্বনাশ মূল ॥
যতক্ষণ আছে প্রাণ এ পাপ দেহেতে।
বলি কিছু হিতাবলি সবার সাক্ষাতে ॥
এতক্ষণে পাপমনে হইল স্মরণ।
সমাচার পত্রে যাহা করেছি দর্শন ॥
সুভ সমাচার ইহা যুবকের পক্ষে।
অজ্ঞান অনল হইতে পাইবেক রক্ষে ॥
সেই হিতাবলি, বলি যুবক সকল।
শ্রবণে শ্রবণ কর লভিবে মঙ্গল ॥

হিতাবলি।
(সমাচার পত্র হইতে উদ্ধৃত)

সমাচার সমাধান যুবক সকল।
চঞ্চল অমল মন বিরহ বিমল ॥
বিশ্বের বিচিত্র ভাব করি বিলোকন।
পবিত্র হইয়া কর চরিত্র শোধন ॥

পর প্রিয়া প্রেম রসে মোজনা মজোনা।
মনভব দেবতারে ভোজনা ভোজনা ॥
পরের প্রিয়সী পানে চেওনা চেওনা।
কুলবধূ ফুলমধু খেওনা খেওনা ॥
নারী নিরধির নীরে নেওনা নেওনা।
সম্ভোগ বাসনা তরি বেওনা বেওনা ॥
উপবাসে উপভোগ চেওনা চেওনা।
পরবশে পরবাসে যেওনা যেওনা ॥
পরকীয় প্রেম গীত গেওনা গেওনা।
পর পথে পরিতাপ পেওনা পেওনা ॥
কামিনী কামনাকূপে উলনা উলনা।
কুটীল কটাক্ষ ফাঁসে ঝুলনা ঝুলনা ॥
সুমধুর বচনেতে ফুলনা ফুলনা।
ছলনার দোলামঞ্চে দুলনা দুলনা ॥
মোহমদ পান করি ঢুলনা ঢুলনা।
কুহকের কল দেখি ভুলনা ভুলনা ॥
ধীরতার পথ থেকে নোড়না নোড়না।
রাক্ষসীর মায়াজালে পোড়না পোড়না ॥
অপরূপ রূপ ধরে যতেক কামিনী।
দিবসে মোহিনী হয় নিশিতে বাঘিনী ॥
মোহিনীর মোহমদে বিপরীত ঝোঁক।
পাগল হয়েছে কত পৃথিবীর লোক ॥
ভিতরে ভিতরে হয় বস্তুহীন দেহ।
এমনি অজ্ঞান সবে নাহি বুঝে কেহ ॥
হায় হায় কব কায় মনেরি এ খেদ।
সকলেরি এক দশা নাহি পায় ভেদ ॥
পলকে পলকে বামা রক্ত সব শোষে।
সাধ করে এ বাঘিনী তবু লোক পোষে ॥
নারীরূপ নাগিনী দংশিলে একবার।
বিষে করে জ্বর জ্বর রক্ষা নাহি আর ॥

সে বিষের ঝাড়ান নাই ছাড়ানো না যায়।
দেখিতে না দেয় চক্ষে অন্ধ হয়ে রয় ॥
বিষের জ্বালায় থাকে অবশ হইয়া।
কেহই মন্ত্র না পায় মন্ত্রণা করিয়া ॥
তবে, পাপ কেটে কপাল প্রসন্ন হয় যার।
সাধু উপদেশ মন্ত্রে ফল দেয় তার ॥
জলসার যোগে পেয়ে নিবৃত্তির জল।
প্রবল না হতে আর পারে হলাহল ॥
এই রূপে যোগে যাগে বিষ হতে হত।
তখন মানুষ হয় মানুষের মত ॥
সকলের কপালেতে এরূপ কি হয়।
সহস্রের মধ্যে দেখি এক জনও নয় ॥
জানিতে না পারে কিছু মুগ্ধ হয়ে রয়।
অনেকেই এই বিষে দেহ করে লয় ॥
সাবধান সাবধান তেকারণে সবে।
আগে কর আত্মসার প্রমাদ না হবে ॥

আরো বলি যুবগণ শুন দিয়া মন।
এখনো অনেক আছে করিতে শ্রবণ ॥
এই, বিশ্ব বনে বালাগণ ব্যাধের সমান।
ভুরুরূপ ধনু তাহে নেত্র রূপবান ॥
বিফল না হয় লক্ষ্য করিলে সন্ধান।
অনায়াসে ভেদ করে পুরুষের প্রাণ ॥
যতই নিক্ষেপ করে তত মান বাড়ে।
যারে সারে তারে যারে আর নাহি ছাড়ে ॥
কুটীল কটাক্ষ শর স্বর নাহি তার।
ভিতরে ঢুকিয়া করে হৃদয় বিদার ॥
ফলা নাই ধার নাই এ কেমন ভাই।
অথচ অদৃশ্য যাহা ভেদ করে তাই ॥

এ বাণের বড় জ্বালা সহজ তো নয়।
নির্ব্বাণ না পেলে পরে নির্ব্বাণ না হয় ॥
ভয়ঙ্কর কিছু আর না হয় এমন।
সে জানে এই বাণে জ্বলে যার মন ॥
হয়ে তার মন প্রাণ যার পানে চায়।
কেমনে সন্ধান করে সন্ধান না পায় ॥
এস বলে হাত নেড়ে কারু নাহি ডাকে।
আলাপের প্রয়োজন কিছু নাহি রাখে ॥
অতিশয় বুদ্ধিমান যিনি হন ধীর।
চকোচকি হল পরে অমনি অস্থির ॥
এমন প্রবোধ বোধ যার সমুদয়।
চিত্রের পুতলি যেন স্থির হয়ে রয় ॥
একে আঁখিবান তাহে কামানল শিশ।
ভিতরেতে জ্বলে যেন কাটা ঘায়ে বিষ ॥
একেবারে হয়ে যায় কামের বাহির।
তখন কি আর তারে রাখা যায় স্থির ॥
সাগর উথুলে যদি বেগ ধরে বনে।
সে বেগ কি রাখা যায় বালির বন্ধনে ॥
পাখার বাতাসে কোথা উঠে থাকে মেঘ।
বসনে কি বদ্ধ হয় বাতাসের বেগ ॥
আপনি অধৈর্য্য হলে অনঙ্গ বিকারে।
কেহ তার প্রতিকার করিবারে নারে ॥
নাহি থাকে বল বুদ্ধি অপবাদ ভয়।
ঘৃণা লজ্জা বিনয়াদি কিছু নাহি রয় ॥
থাকে না পদার্থ কিছু মিছে সব হয়।
দয়া যায় ধর্ম্ম যায় যায় সমুদয় ॥
অসার ভোগের ভার শিরে মরে বয়ে।
চিরদিন কাটে দিন পরাধীন হয়ে ॥
আছে বটে দেহ সেই দেহ নহে তার।
সেই দেহ পিশাচিনী করে অধিকার ॥

তাহাতে অপর কোন কার্য্য নাহি হয়।
ইন্দ্রিয় সকল তার বশীভূত নয় ॥
আছে পদ নাহি করে সুপথে গমন।
সে পদে কেবল হয় বিপদ সাধন ॥
সুজন সমাজে যেতে না হয় সঙ্গতি।
পাপের মন্দির পানে আগে করে গতি ॥
আছে বটে দুটি কর কি করে সে করে।
কোন রূপ হিতকর কার্য্য নাহি করে ॥
যুবতী হৃদয় রাজ্যে রাজা পয়োধর।
নিরন্তর সে রাজারে কর দেয় কর ॥
মনের আদেশ মত হয়ে অনুরত।
তার সেবা যত করে সুখী হয় তত ॥
আটে বটে অক্ষি দুটি তাতে কিবা ফল।
দেখিতে রমণী মুখ সদাই চঞ্চল।
নীতি আর ধর্মশাস্ত্র না দেখে নয়ন।
নাহি করে দেব দেবী সাধু দরশন ॥
কিছু নাহি উপকার থাকিতে শ্রবণ।
পরম প্রেমের কথা করে না শ্রবণ ॥
কমিনীর বিধুমুখে মৃদু মৃদু ভাষ।
কেবল শুনিতে তাই হয় অভিলাষ ॥
কোন মতে বশ আর নাহি হয় কাম।
তত্ত্ব কথা লাগে তার বিষের সমান ॥
কামিনী করবী বাসে কামিনীর বাস।
নাসিকা কেবল করে সে বাসের আশ ॥
একেবারে হইয়াছে তাহাতেই লয়।
আর কোন গন্ধে তার আমোদ না হয় ॥
হরিনামামৃত রস না চায় রসনা।
পর বধূ মুখমধু কেবল বাসনা ॥
সে রসে রসিক হয়ে সুদু এই ভাবে।
অধর অমৃত তার কতক্ষণে পাবে ॥

এ সকল মধ্যে মন হয় যে প্রধান।
মনই এ সব কার্য্য করে সমাধান ॥
মন ছাড়া ইন্দ্রিয়ের শক্তি কিছু নাই।
যারে যাহা আজ্ঞা করে সেই করে তাই ॥
হইয়া মনের বশ ইন্দ্রিয় সকল।
একে একে ক্রমে ক্রমে হতেছে বিকল ॥
এই মন ধীর হয় যদি বশ।
ইচ্ছা করে পান করে শান্তি সুধারস।
তবেই নিস্তার তার বোধ অস্ত্র দিয়া।
পিশাচিনী প্রেম ফাঁস নাশ করে গিয়া।
এমন সুযোগ যোগ সহজে কি হয়।
বলিতে সহজ কিন্তু শক্ত অতিশয় ॥
ভেবে দেখ সে পদেতে না হয় সুপদ।
বিপদ হইলে বরং ঘুচিবে বিপদ।
পদেই বিপদ করি না রাখিল পদে।
খোড়া হয়ে থাকা ভাল কায নাই পদে ॥
হিতকর কোন কর্ম্ম সে করে না করে।
করহীন হওয়া ভালো কাথ কি সে করে ॥
ধর্ম্মপথে দৃষ্টি যদি না করে নয়ন।
অন্ধ হওয়া ভালো চক্ষে নাই প্রয়োজন ॥
শ্রুতির অরুচি যদি তত্ত্ব সুধাপানে।
কালা হয়ে থাকা ভালো কায কি শ্রবণে ॥
রসনা না করে যদি হরি গুণ গান।
রসিক না হয় করি হরিরস পান ॥
অধরের এঁটো খেয়ে করে সদা কেলি।
কায কি এমন জীবে জীব কেটে ফেলি ॥
জীব কাটি নাক কাটি কেটে ফেলি কান।
হস্ত পদ কাটিলেও নাই পরিত্রাণ ॥
বুঝিবার ভুল মূল মন সবাকার।
মন না হইলে বশ কি হইবে আর ॥

শরীর অচল হলে এক ঠাঁই রবে।
মনেরে বারণ করা কি রূপেতে হবে ॥
শরীরের ভোগ কোথা যোগ মাত্র করে।
সুখ দুঃখ ভোগাভোগ মনের ভিতরে ॥
শরীর কেবল জড় মলের আধার।
অনুভব আদি সব মনের ব্যাপার ॥
মন না হইলে পরে ভোগের বিরতি।
গোপনে আপন পথে সে করিবে গতি ॥
করিতে যদ্যাপি পারে আকাশ খণ্ডন।
যদি কেহ পারে বায়ু করিতে বন্ধন ॥
যদি কেহ বেন্দে রাখে সাগরের ঢেউ।
মনেরে বান্ধিতে তবু পারে না কো কেউ ॥
রেল রোডে বাষ্পরস কত দ্রুত চলে।
কত বেগে যদি হয় ইলেকট্রিক কলে ॥
অগ্নি আভা গোলা তীর কত বেগে ধায়।
কত বেগে তারা খসি পড়য়ে ধরায় ॥
কতবেগে গতি করে চঞ্চল পবন।
এ সবারে পরাভব করিয়াছে মন ॥
এর কাছে আর কারু গতি নাহি স্ফুরে।
পলকের মধ্যে আসে সপ্তদীপ ঘুরে ॥
এ সবার গতি সুধু একদিকে হয়।
নানা দিক এর গতি একদিকে নয় ॥
সময়ে তাদের হয় গতির বিশ্রাম।
মনের বিচিত্র বেগ গতি অবিশ্রাম ॥
বিশ্রাম না হয় এর গমনের পথে।
ঘুমায়েও গতি করে স্বপনের রথে ॥
এই মন স্থির হলে ভয় আর কিসে।
ব্রহ্মপদ হাতে পা-য় চক্ষের নিমিষে ॥
তাই বলি যুবাগণ কর মন বশ।
জীবনের সার্থকতা যৌবনের যশ ॥

মন যদি ঘরে থাকে নিজ বশ হয়ে।
পলাইবে রিপু সব পরাভব হয়ে ৷৷
কুটীল কটাক্ষ শর হানিয়া তোমারে।
কুহকি কামিনী তব কি করিতে পারে ৷৷
কোন ছলে কোন কথা না কহিবে ফুটে।
তোমার স্বভাব দেখে পলাইবে ছুটে ৷৷
ওহে ভাই তাই বলি হও সাবধান।
ন্যায় মত কার্য্য কর করি প্রণিধান ৷৷
যৌবন কুপথগামী হলে একবার।
সুপথের পথী কভু হইবে না আর ৷৷
সাবধান সাবধান যুবক সকল।
মনেতে রাখিও মম বচন মঙ্গল ৷৷
এই উপদেশ অনুবর্ত্তী হয়ে রবে।
বিপথে যাইলে প্রাণ বেঘোরে হারাবে ৷৷
আর কি অধিক কব হে যুবকগণ।
সাবধান হয়ে কর সময় ক্ষেপণ ৷৷
বলিতে বলিতে ধর্ম্ম হইল অজ্ঞান।
শিথিল হইল অঙ্গ নাহি আর প্রাণ ৷৷
তৎক্ষণাৎ বাক্‌শক্তি অবরোধ হলো।
চক্ষুমুদি কাল ক্রোড়ে ধর্ম্ম ঘুমাইল ৷৷

সমাপ্ত।

এলোকেশী বেশ্যা।

এলোকেশী বেশ্যা।

বিবি মিশ লেস্‌লি
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

The conversion of Elokesi
by Miss Mery E. Laslie.
Calcutta

কলিকাতা।

Printed by I.C. Bose and Co.
Stanhope Press, 249
Bow-Bazar Street
Calcutta
[1876]

এলোকেশী বেশ্যা।

"ওগো তোমরা একটি সর্ব্বনাশের কথা শুনেছ? গত রাতে ওলা ওঠায় এলোকেশীর স্বামী মারা পড়েছে!"

"সে কি গো! হায় হায় কি সর্ব্বনাশ!! আহা দুধের ছেলে এলোকেশী বিধবা হল!"

"আহা সে এখনও এ বিষয় কিছুই জানতে পারেনি। তার মা তার বালা দুগাছী খুলে নিলে বলে, সে অমনি গহনার শোকে কেঁদে উঠলো। ছেলেমানুষ বৈ ত নয়, স্বামী কাকে বলে তাই জানে নি, তা আবার তার জন্য কাদতে জান্‌বে।"

"আহা, এলোকেশীর মা বাপ যে কি বলচে, তা মনে করে আমার প্রাণ ফেটে যাচ্চে।"

"আমার দেখে বোধ হল যেন তারা তার উপর রাগ করেছে, কারণ তারা বল্‌চে যে এলোকেশী হতেই তাদের এই সর্ব্বনাশ ঘট্‌লো।"

কলিকাতায় এলোকেশীরা যে বাটীতে থাকিত, তাহার নিকটবর্ত্তী একটি বাটীতে এই প্রকাব কথাবার্ত্তা হইতেছিল। এলোকেশীর বয়স আট বৎসর, চুলগুলি কালো কালো ও লম্বা, লম্বা, সদাই হাস্যবদন, দেখতে ঠিক যেন স্বর্ণ প্রতিমাখানি। এলোকেশী পুতুলখেলা করচে, এমন সময় তার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ এলো। তার মা শুনে অমনি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে উঠলো এবং কাঁদতে কাঁদতে এলোকেশীকে ডেকে তার হাত হইতে গহনাগুলি খুলে নিলেন এবং তার সিঁতের সিন্দুর পুঁছিয়ে দিলেন। সকলেই হাই-হুতাশ করচে ও কাঁদচে। এই সব দেখে শুনে, ছেলেমানুষ বৈ ত নয়, তার মনে একটু ভয় হল এবং কাঁদতে লাগলো। কিন্তু তার যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, তার যে কপাল ভেঙ্গেছে, আহা সে তার কিছুই বুঝতে পারলে না। আহা, তার এখনও বিয়ের বয়স হয়নি, সে কেমন করে স্বামী বিচ্ছেদ যাতনা অনুভব করবে।

ক্রমে ক্রমে এলোকেশী বড় হতে লাগিল। সর্ব্বদা সাদা কাপড় পড়িত, এবং সুদু হাতে থাকতো, কিন্তু তাহাতেও তার শ্রী হীন হয় নাই। সে জানতে পারিয়াছিল যে তার একটি দুর্দশা ঘটেছে, কিন্তু কি সর্ব্বনাশ যে ঘটেছে তা সে কিছুতেই বুঝতে পারে নি। সে কেবল লোকের মুখে শুন্‌তো যে তার কপাল পুড়ে গেছে, ইহকালের সুখ স্বস্তির আশা আর কিছুই নাই, সে একেবারে চিরদুঃখিনী হয়েছে, যাবজ্জীবন কেবল পরের ওপর নির্ভর করেই কাটাতে হবে। ক্রমে ক্রমে তার যৌবন দশা উপস্থিত; এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কিছু কিছু সুখের ইচ্ছাও উদয় হইতে লাগিল। প্রথমতঃ লেখাপড়ায় বড় ইচ্ছা হইল। তার ভাইগুলি পাঠশালা হইতে বাটী আসিলে সে তাদের সঙ্গে এমনি মিষ্ট মিষ্ট কথাবার্ত্তা কহিত যে তাহারা সকলেই আদর করে তাহাকে লেখাপড়া শিখাইত। তাহাতে সে শীঘ্র শীঘ্র বেশ লেখাপড়া শিখিয়াছিল। এমন কি যা দেখিতে পাইত তাই পড়িতে পারিত। পরে শিল্পকার্য্য আর একটী আনন্দের স্থল হইল। একজন প্রতিবাসিনীর নিকট হইতে এলোকেশী তাহাও শিখিয়াছিল। এই কার্য্যে তাহার বড় আনন্দ হইত। কাল, সবুজ, লাল প্রভৃতি নানাবিধ রঙের ঝারকাটা এবং কাপড়ের ফুলকাটা বড় আনন্দের বিষয়।

এলোকেশীদের বাটীর খিড়কীর দিকে একটি বাগান ও তাহার মধ্যে একটি পুষ্করিনী ছিল। বাটীর স্ত্রীলোকেরা মধ্যে মধ্যে ঐ বাগানে বেড়াতে যাইত। ঐ বাগানটীতে মল্লিকা, মালতী, বেল, গোলাপ, জুঁই, যাতি, যূথি, জবা, চাঁপা, কেতকী, গন্ধরাজ, অপরাজিতা, তরুলতা প্রভৃতি অনেক প্রকার ফুল গাছ ছিল। ফুল ফুটিলে বাগান্‌টীর চমৎকার শোভা হইত। কোন স্থানে মৌমাছি সকল সৌগন্ধে মত্ত হইয়া গুণ গুণ শব্দ করে উড়ে বেড়াচ্চে, আবার কোনখানে বা ভ্রমরগণ ঝঙ্কার করিতে করিতে এফুল ওফুল করে বেড়াচ্চে। আহা! এই সকল দেখিলে কার মন না উল্লসিত হয়। এলোকেশী বড় ফুল ভাল বাস্‌তো তজ্জন্য সে প্রায় সর্ব্বদাই সেই বাগানে থাক্‌ত। গ্রীষ্মকালে একদিন বৈকালে সে কতগুলি ফুল তুলিয়া ঘাটের উপর একটি বকুল গাছের তলায় বসে একমনে মালা গাঁথিতেছিল, ইতিমধ্যে হঠাৎ যেমনি ভয়ে চীৎকার করবার উদ্যোগ করছে, আমি তোমার ভায়ের বন্ধু, আমি অনেকবার তার মুখে তোমার কথা শুনিয়াছি, এবং অনেকবার আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাকে এইস্থানে দেখিয়াছি। কিন্তু একবার তোমার সহিত আলাপ করিতে বড় ইচ্ছা হওয়াতে তাই আসিয়াছি। তোমার ভায়ের মুখে তোমার রূপের কথা

শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু এমন রূপ ইতিপূর্ব্বে একবারও অনুভব করিতে পারি নাই। আহা! কিবা চন্দ্রবদন, কিবা কুরঙ্গনিন্দিত নয়ন, কিবা সরল নাসিকা, কিবা রক্তবর্ণ ঠোঁট দুখানি, কিবা জোড়া ভুরু!— হে বিধাতঃ, তোমার সৃষ্টি কৌশল ধন্য! সেই ছদ্মবেশী যুবা এইরূপ নানাপ্রকার প্রেমসূচক বাক্যে তাহার সহিত অনেকক্ষণ আলাপ করিলেন। তাহার সেই কথাগুলি ঐ অবলা সরলা যুবতীর কর্ণ কুহরে বড় মধুর বোধ হইল। কারণ একে যুবতী, তাহাতে আবার প্রেমপূর্ণ বাক্য, তাহাতে কাহার মন না চঞ্চল হয়? কিছুক্ষণ থাকিয়া ঐ যুবক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, "দেখিও আমি যে এসেছিলাম এ কথা কাহাকেও বলিও না, আমি আবার কল্য এমনি সময় আসিব।" যুবতী উত্তর করিলেন, "না, আমি কাহাকেও বলিব না, আপনি কল্য অবশ্য অবশ্য আসিবেন।" এই প্রকারে তাহারা প্রতিদিন ঐ স্থানে আসিয়া দেখাশুনা ও কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ঐ যুবকের প্রেমে এলোকেশীর মন একেবারে মোহিত হইয়া গেল। বোধ হয় স্বাধীন থাকিলে এলোকেশী ঐ যুবককে অনায়াসে বিবাহ করিতে পারিত। কিন্তু যদিও আজকাল বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এলোকেশীর বাপ মায়ের মত ছিল না। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন এলোকেশী নিরুদ্দেশ হয়ে গেল, অনেক অনুসন্ধান করা হইল, কোন উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না। কিছু দিন পরে জানা গেল যে ঐ যুবক এলোকেশীকে লোভ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছে। এই প্রকার ঘটনা নাকি প্রায়ই ঘটিয়া থাকে, এই জন্য তার মা বাপ বড় একটা মনোযোগ করিলেন না। ঐ যুবক এক ধনী পরিবারের সন্তান, নাম ক্ষেত্র বাবু। তিনি এলোকেশীকে লইয়া গিয়া একটি উত্তম বাটীতে রাখিয়াছিলেন। মণিমুক্তাযুক্ত অনেক অনেক দামী গহনা, উত্তম উত্তম কাপড়, প্রভৃতি নানাবিধ জিনিসপত্র দিয়াছিলেন, এবং সেবার জন্য দাস দাসী নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এবং আপনিও প্রায় সর্ব্বদাই তার কাছে থাকিতেন। এই প্রকারে এলোকেশী অতি সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল। ক্ষেত্র বাবুর বাপ একটি ছোট্ট বালিকার সাথে তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। তজ্জন্য সেই বালিকা স্ত্রীর প্রতি তাহার বড় একটা অনুরাগ ছিল না। এলোকেশীর প্রতি অতিশয় আসক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাহার শ্বশুর শাশুড়ীও কিছু বলিতেন না। এই প্রকারে তাহারা উভয়ে যেন যথার্থ স্ত্রী পুরুষের ন্যায় পরম সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

পরমেশ্বরের কৃপার আলোক, এলোকেশীর পাপরূপ অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তঃকরণের উপর প্রকাশিত হইল। ঘটনাক্রমে একদিন একটী খৃষ্টধর্ম প্রচারিকা স্ত্রী এলোকেশীর বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। এলোকেশী তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া বাটীর মধ্যে ডাকিয়া আনিলেন। উভয়ে অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তার পর, ঐ স্ত্রীলোকটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার স্বামী আছে?" সে উত্তর করিল 'না' এবং তাহার নিজের বিবরণ সমস্ত খুলে বল্লেন। এলোকেশীর কথা শুনে তিনি বড় দুঃখিত হইলেন; ঈশ্বরের নিকট অনেক প্রার্থনা করিলেন এবং প্রতিদিন দেখা করিতে আসিতে লাগিলেন। একদিন তিনি তাহাকে একখানি বাইবেলের অন্তভাগ আনিয়া দিলেন, এবং কহিলেন যে ইহার মধ্যে তোমার ন্যায় একটী স্ত্রীলোকের বিবরণ আছে আমি পড়িতেছি শুন। এই বলিয়া তিনি যোহন লিখিত সুসমাচারের ৪র্থ অধ্যায়ের ৫ম পদ হইতে পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

"পরন্তু শমরিয়ার মধ্য দিয়া তাঁহাকে যাইতে হইল; তাহাতে তিনি শমরিয়ার শুমর নামক নাগরের নিকটে আইলেন। যাকোব আপন পুত্র যোসেফকে যে ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাহার নিকটবর্ত্তী সেই নগর; আর সেইস্থানে যাকোপের কূপ ছিল। ভাল, যীশু পথশ্রান্ত হওয়াতে অমনি ঐ কূপের পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। বেলা প্রায় দুই প্রহর, এমন সময় এক শমরীয়া স্ত্রী জল তুলিতে আইসে; যীশু তাহাকে কহেন, আমাকে কিঞ্চিৎ জল পান করিতে দেও। কেননা তাঁহার শিষ্যেরা খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করিতে নগরে গিয়াছিল। তাহাতে সেই শমরীয়া স্ত্রী কহিল, আমি শমরীয়া স্ত্রী, তুমি য়িহূদী; কেমন করিয়া আমার স্থানে জল পান করিতে চাহিতেছ? কোনো শমরীয়দের সহিত য়িহূদী লোকদের ব্যবহার নাই। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে বলিলেন, ঈশ্বরের দান কি, আর আমাকে জল পান করিতে দেও, এই কথা বা কে তোমাকে কহিতেছেন, তাহা যদি জানিতা, তবে তাঁহার নিকট তুমি যাচ্ঞা করিতা, এবং তিনি তোমাকে অমৃত জল দিতেন। সেই স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, জল তুলিবার জন্য মহাশয়ের কাছে কিছুই নাই, কূপটীও গভীর; অতএব ঐ অমৃত জল কোথা হইতে পাইলেন? আমাদের পূর্ব্বপুরুষ যাকোব হইতে কি আপনি মহান্? তিনি আমাদিগকে এই কূপ দিয়াছেন, এবং ইহার জল তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ পান করিতেন, এবং তাঁহার গো মেষাদি পশুও খাইত। যীশু উত্তর করিয়া তাহাকে কহিলেন, যে কেহ এই জল পান করে, সে পুনর্বার তৃষ্ণার্ত্ত হইবে; কিন্তু যে

কেহ আমার দত্ত জল পান করে, সে অনন্তকালেও আর তৃষ্ণার্ত্ত হইবে না; বরঞ্চ আমি তাহাকে যে জল দিব, তাহা তাহার অন্তরে অনন্ত জীবন পর্য্যন্ত উৎপ্লাবমান জলের উৎসই হইবে। সেই স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, হে মহাশয়, তবে আমার পিপাসা যেন আর না হয়, এবং জল তুলিবার জন্যে এখানে আসিতে না হয়, এই নিমিত্তে আমাকে সেই জল দিবেন। যীশু তাহাকে কহিলেন, যাও তোমার স্বামীকে ডাকিয়া এখানে আইস। সে স্ত্রী উত্তর করিয়া কহিল, আমার স্বামী নাই। যীশু তাহাকে কহিলেন, আমার স্বামী একথা ভালো বলিলা, কেন না তোমার পাঁচ স্বামী হইয়াছে, আর এখন যে আছে সে তোমার স্বামী নয়, একথা সত্য বলিলে। ঐ স্ত্রী তাঁহাকে কহিল, মহাশয় আমি দেখিতেছি, আপনি ভাববাদী (অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তা) আমাদের পূর্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিত, আর তোমরা বলিয়া থাক, যে স্থানে ভজনা করা উচিত তাহা যিরূশালেমে আছে। যীশু তাহাকে কহিলেন, হে নারি, আমার কথায় বিশ্বাস কর, যে সময় তোমার পিতার ভজনা এই পর্ব্বতেও করিবা না, এরূপ যিরূশালেমে কবিবা না, এমন সময় আসিতেছে। তোমরা যা না জান তাহার ভজনা করিতেছ; আমরা যাহা জানি তাহার ভজনা করিতেছি, যেহেতুক য়িহূদি লোকেদেরই মধ্য হইতে পরিত্রাণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এমন সময় আসিতেছে, হ্যাঁ, এখন উপস্থিত হইল, যে সময় প্রকৃত ভজনাকারিরা আত্মার ও সত্যের অধীনে পিতার ভজনা করিবে, কেননা পিতার চেষ্টা এই, যেন তাঁহার ভজনাকারিরা এতদ্রূপ লোক হয়। ঈশ্বর আত্মাই, আর তাঁহার ভজনাকারীদিগকে আত্মার ও সত্যের অধীনে ভজনা করিতে হয়। যে স্ত্রী তাঁহাকে বলিল, আমি জানি, মশীহ অর্থাৎ খ্রীষ্ট নামে বিখ্যাত ব্যক্তি আসিতেছেন; তিনি যখন আসিবেন, তখন আমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন।

যীশু তাহাকে কহিলেন, তোমার সহিত কথা কহিতেছি যে আমি, আমিই তিনি।

ইতিমধ্যে তাঁহার শিষ্যগণ আসিয়া স্ত্রীলোকের সহিত কথোপকথনে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল, তথাপি কেহ বলিল না, আপনি কি চাহেন? কিম্বা কি জন্যে উহার সহিত কথাবার্ত্তা কহেন? অনন্তর সেই স্ত্রী আপন কলস রাখিয়া নগরে গিয়া লোকদিগকে কহিল, আমি যে কিছু করিয়াছি, তাহা সকলই আমাকে কহিলেন, এমন এক মনুষ্যকে আসিয়া দেখ, তিনি কি খ্রীষ্ট? তাহাতে তাহারা নগর হইতে বাহির হইয়া তাঁহার নিকটে আসিতে লাগিল।"

ইহা শুনিয়া এলোকেশী জিজ্ঞাসিল "তুমি যে যীশুকে পূজা কর, সেই স্ত্রীলোক কি তাঁহাতে বিশ্বাস করিতেন?"

তিনি বলিলেন, "নিশ্চয়ই, সে স্ত্রী সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্টে বিশ্বাস করিতেন।"

"তিনি কি সেই কুকার্য্য একবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন?"

"'এ বিষয়ে কিছু লেখা নাই বটে, কিন্তু তিনি অবশ্যই তাহা করিয়াছিলেন, কেন না প্রভু যীশু প্রত্যেক পাপিকেই তাহার পাপ হইতে রক্ষা করেন।"

"ভাল তবে আমিও যদি এই পাপকার্য্য ত্যাগ করি, তবে তিনি কি আমাকে তাঁহার জীবনবারি দান করিবেন?"

"হ্যাঁ তুমি যদি সেই প্রকারে তাঁহার নিকট ভিক্ষা কর, তবে তিনি অবশ্যই সেই জীবনবারি দিয়া তোমার অন্তঃকরণের তৃষ্ণা দুর করিবেন।"

এইরূপে তাহারা উভয়ে প্রতিদিন ধর্ম-সংক্রান্ত নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। ঈশ্বরের কৃপার আলোক, এলোকেশীর মনোমধ্যে দিন দিন উজ্জ্বল হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন বাটীর দরওয়ান ঐ স্ত্রীলোকটিকে আসিতে দেখিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল, যে বাবু তোমাদিগকে এই প্রকার দেখা শুনা করিতে নিবারণ করিয়াছেন। ক্ষেত্র বাবু খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষয় বেশ জানিতেন। তজ্জন্য তাঁহার মনে ভয় হয়েছিল, কেননা তিনি জানিতেন যে যদি তাঁহার নব অনুরাগিনী প্রেয়সী খ্রীষ্টকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া একবার জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি তাহাকে নিশ্চয়ই হারাবেন এবং তাহার বিচ্ছেদ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিবেন না। তাহাতে সেই স্ত্রী আর কিছুই করিতে না পারিয়া, সেই সর্ব্বান্তর্যামী প্রভুকে সমস্ত জানাইলেন এবং ঈশ্বরের আত্মাকে যে কিছুতেই বাধা দিতে পারে না, এই চিন্তা করিয়া তিনি আনন্দিত হইতে লাগিলেন।

বাইবেল এবং অন্যান্য পুস্তক সকল তফাতে রাখা হইল। পুনরায় আবার পূর্ব্বের ন্যায় আমোদ প্রমোদ চল্লিতে লাগিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এক বিষম বিপদ উপস্থিত। একদিন এলোকেশী শুনিলেন যে ক্ষেত্র বাবুর ব্যারাম হইয়াছে। সেই শুনে পর্যন্ত তার মন বড় ব্যাকুলিত হয়; এবং বাবুকে দেখতে না পেয়ে তিনি একেবারে পাগলিনীর ন্যায় হয়ে উঠলেন। কেননা তিনি তাহাকে যথার্থ স্বামীর ন্যায় ভালোবাসিতেন, বিশেষতঃ তিনি তাঁহাকে দেখিতে যেতেও পেতেন না, এবং সেবা শুশ্রূষা করিতেও পাইতেন না। দিবা নিশি মহা দুর্ভাবনায় মগ্ন ছিলেন, সময়ে আহার ও রাত্রে নিদ্রা ছিল না, সর্ব্বদাই

মৃতবৎ বাস করিতেন। এইরূপ মনোবেদনা ও নিরাশ চিন্তায় কয়েকদিন গত হইলে পর, একদিন ক্ষেত্র বাবুর মৃত্যু সংবাদ শুনিলেন। শুনিবামাত্র অমনি ছিন্ন কদলীগাছের ন্যায় ভূমিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলেন, বুক চাপড়াতে লাগ্‌লেন, চুল ছিঁড়তে লাগলেন, গায়ের গহনা সব দূর ফেলিয়া দিলেন এবং শোকে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন, "আমি আর এ প্রাণ রাখব না, আমি আর কি সুখে প্রাণ-ধারণ করিব, আমার আর এ ছার জীবনে কাজ কি! হে মৃত্যু, আমি তোমায় মিনতি করিয়া বলিতেছি, তুমি এখনই আমাকে আমার নামের সঙ্গিনী কর!" এইরূপ নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি এক্ষণে আপনাকে বাস্তবিক বিধবা জ্ঞান করিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন।

এখন কি করে আপনার ভরণপোষণ চলিবেক এই ভাবনা উপস্থিত। তার মা বাপেরা আর তাকে বাটীতে লইবেন না, এবং ক্ষেত্র বাবুর পরিবারেরাও কেহ আর তার তত্ত্বাবধান করিত না। কিছুদিন তিনি আপনার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া চালাইলেন। পরে আর কোনও উপায় দেখিতে পাইলেন না। শয়তান. নানাবিধ রূপ ধারণ করিয়া আসিয়া মধ্যে মধ্যে তাহাকে লোভ দেখাইতে লাগিল। তিনি তার লোভে পড়ে মনে করলেন, "আর কী, আমারও দুর্নাম হয়েছে, আমারত স্বভাব একবারে নষ্ট হয়ে গেছে, আর সকলেই আমাকে বেশ্যা বলিয়া জানে, তবে কেন এরূপ গোপনে থেকে মিছে কষ্ট পাই।" উঃ শয়তানের কি বিষম মায়া! এই ভেবে এলোকেশী পেটের ভাতের জন্যে সাধারণ-সমক্ষে বেশ্যাবৃত্তি করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে আর সমস্ত বৃত্তান্ত বলিবার আবশ্যক নাই। এলোকেশী দেখতে বড় রূপসী। তার রূপে মোহিত হয়ে সর্ব্বদাই তার বাটীতে লোক যাতায়াত করিত। খুব আমোদ প্রমোদ চল্‌তে লাগল, টাকাকড়ির কিছুমাত্র অভাব রহিল না। কিন্তু হায়, তার অন্তরে কিছুমাত্র সুখ ছিল না। সর্ব্বদাই মনাগুণে দগ্ধ হতেন; তিনি আপনাকে ঘোর পাতকিনী বলিয়া জানিতেন তজ্জন্য সর্ব্বদাই আপনাকে আপনি ঘৃণা করিতেন এবং আপনার মৃত্যু কামনা করিতেন। "কেবল বিচারের এক ভয়ানক প্রতীক্ষা এবং প্রজ্জ্বলিত ক্রোধাগ্নি;" যেন তার সম্মুখে সদাই বিদ্যমান রহিয়াছে, তিনি কেবল এই অনুভব করিতেন।

ইতিমধ্যে একদিন সেই বাইবেলের কথা মনে পড়ল। অবকাশক্রমে খুঁজিয়া বাক্স হইতে সেই বইখানি বাহির করিলেন। দেখলেন যে তার মধ্যে কতগুলি

পাতা মোড়া রয়েছে; সেই দেখে তার স্মরণ হল যে, যে স্ত্রীলোকটি তাকে বাইবেল দিয়াছিলেন তিনিই এই দাগ দিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি সেই অনুসারে প্রথমে যোহন লিখিত সুসমাচারের অষ্টম অধ্যায়ের ছয় পদ হইতে ১১শ পদ পর্য্যন্ত পড়িলেন—

"পরে প্রত্যূষে তিনি পুনরায় মন্দিরে আইলেন, তাহাতে সকল লোক তাঁহার নিকট আগমন করিলে তিনি বসিয়া তাহাদিগকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তখন শাস্ত্রাধ্যপক ও ফরীশিগণ ব্যভিচার কর্ম্মে ধৃতা এক স্ত্রীকে তাঁহার নিকটে আনিয়া মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া তাঁহাকে কহিল, হে গুরো, এই স্ত্রী ব্যভিচার কর্ম্ম করিতে ধরা পড়িয়াছে। তার ব্যবস্থাতে মোশি একপ্রকার স্ত্রীলোককে প্রস্তারাঘাতে বধ করিবার আজ্ঞা আমাদিগকে দিয়াছেন। ইহাতে আপনি কি বলেন?

এই কথা তাহারা পরীক্ষাভাবে অর্থাৎ তাঁহার নামে অভিযোগ করণের সূত্র পাইবার আশায় কহিল। কিন্তু যীশু হেঁট হইয়া অঙ্গুলিদ্বারা ভূমিতে লিখিতে লাগিলেন। তাহাতে তাহারা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মস্তক উঠাইয়া কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিষ্পাপ, সেই প্রথমে ইহাকে প্রস্তারাঘাত করুক। পরে তিনি পুনর্ব্বার হেঁট হইয়া ভূমিতে লিখিতে থাকিলেন। এই কথা শুনিয়া তাহারা আপনজন সংবেদ (বিবেচনা শক্তি) কর্ত্তৃক দোষীকৃত হইয়া প্রাচীন লোক অবধি শেষজন পর্য্যন্ত একে একে সকলেই বাহিরে গেল, তাহাতে কেবল যীশু এবং মধ্যস্থানে দণ্ডায়মানা ঐ স্ত্রী অবশিষ্ট থাকিলেন। অনন্তর যীশু মস্তক উঠাইয়া ঐ স্ত্রীলোক ব্যতিরেকে আর কাহাকেও না দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, হে নারি, তোমার নামে অভিযোগকারি সেই লোকেরা কোথায়? কেহ কি তোমাকে দোষী করে নাই? সে কহিল, কেহ না প্রভো। তখন যীশু কহিলেন, আমিও তোমাকে দোষী করিব না। যাও আর পাপ করিও না।"

এইটী পড়িয়াই তিনি অমনি বইখানি ফেলিলেন 'যাও আর পাপ করিও না' খ্রীষ্টের এই বাক্যগুলি তাঁহার মনের মধ্যে একেবারে গাঁথিয়া গেল। বাটীতে লোক আসাতে তাহাকে যাইয়া তাহাদের সম্ভাষণাদি করিতে হইল বটে, কিন্তু এক্ষণে তাহার আর পূর্ব্বের মত সে ভাব ছিল না। তাহার মন একেবারে দুঃখসাগরে মগ্ন হইয়াছিল, আর কিছুতেই সুখ বোধ হইল না। 'যাও আর পাপ করিও না', এই কথাগুলি পুনঃ পুনঃ তাহার মনে উঠতে লাগলো, যেখানে যান

সেইখানে যেন সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলো; মন আর কিছুতেই স্থির হইল নাই। বল্লেন যে, 'আমি আর এই বই পড়িব নাই। কি আশ্চর্য্য আমি অনেক অনেক হিন্দুশাস্ত্র পরিছি বটে কিন্তু কিছুতেই কখন আমার মন এত ব্যাকুল হয় নাই; কিন্তু এই বইখানি (বাইবেলখানি) পড়িয়াই আজ আমার মন এমন হল কেন, এবং আমি আপনাকেই বা এত অপবিত্র জ্ঞান করিতেছি কেন?' এইরূপে তাহার মনে বিষম উদ্বেগ উপস্থিত হইল। মনে করেছিলেন যে আর ঐ বই পড়িবেন না কিন্তু তার পর দিন আর চুপ করে থাকতে পারিলেন না; এম্নি পড়তে ইচ্ছা হল যে আর কিছুতেই বাধা দিতে পারিল না; বোধ হল কে যেন জোর করে তাহাকে পড়্তে লওয়াইল। তিনি আবার পুনরায় বইখানি খুলে লুক্ লিখিত সুসমাচারের ৭৫ অধ্যায়ের ৩৬ পদ হইতে ৫০ পদ পর্য্যন্ত পড়িলেন।

"পরে ফরীশিদের মধ্যে একজন যীশুকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করিলে তিনি তাহার বাটীতে প্রবেশ করিয়া ভোজনে বসিলেন। আর দেখ, সেই নগরবাসিনী কোন পাপীষ্ঠা স্ত্রী ঐ ফরীশির বাটীতে তাঁহার ভোজনোপবিষ্ট হওন অবগতা হইয়া একটী শ্বেত প্রস্তরের পাত্রে সুগন্ধি তৈল লইয়া তাঁহার পশ্চাতে চরণের নিকটে দাঁড়াইল এবং রোদন করিতে করিতে নেত্রজলে তাঁহার চরণ ভিজাইয়া নিজ মস্তকের কেশ দ্বারা মুছাইয়া দিতে, এবং তাঁহার চরণ চুম্বন করত সেই সুগন্ধি তৈল মাখাইতে লাগিল। তাহা দেখিয়া তাঁহার নিমন্ত্রণকারী ঐ ফরীশি মনে মনে কহিল, এ যদি ভাববাদ হইত, তবে ইহাকে স্পর্শ করিতেছে যে স্ত্রী, সে কে এবং কি প্রকারের লোক, তাহা অবশ্য জানিতে পারিত, কেননা সে পাপীষ্টা। তখন যীশু উত্তররূপে তাহাকে কহিলেন, হে শিমোন্, তোমাকে আমার কিছু বক্তব্য আছে, তাহাতে সে কহিল, হে গুরো, বলুন: 'এক মহাজনের দুই ঋণী ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন পাঁচ শত সিকি, অন্য জন পঞ্চাশ সিকি ধারিত; পরে তাহাদের পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে সে উভয়কে ক্ষমা করিল; অতএব বল দেখি, তাহাদের মধ্যে কে তাহাকে অধিক প্রেম করিবেক? শিমোন্ উত্তর করিল, আমার বোধহয় যাহার অধিক ঋণ ক্ষমা করিল। তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, যথার্থ বিচার করিলা। পরে সেই স্ত্রীলোকের প্রতি ফিরিয়া শিমোন্‌কে কহিলেন, এই স্ত্রীকে দেখিতেছ? আমি তোমার বাটীতে প্রবেশ করিলে তুমি আমার পাদপ্রক্ষালানার্থ জল দিলা না কিন্তু এই স্ত্রী নেত্রজাল আমার চরণ ভিজাইয়া নিজ মস্তকের কেশ দ্বারা

মুছাইয়া দিল। তুমি আমাকে চুম্বন করিলা না, কিন্তু যদবধি আমি আইলাম, তদবধি এই স্ত্রী আমার চরণ চুম্বন করিতে নিবৃত্তা হয় নাই। তুমি আমার মস্তকে তৈল মর্দন করিলা না, কিন্তু এই স্ত্রী সুগন্ধি দ্রব্যে আমার চরণ মর্দ্দন করিল। এই জন্যে তোমাকে কহিতেছি, ইহার যে বহু পাপ তা ক্ষমা হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই, সে বহু প্রেম করিল, কিন্তু যাহাকে অল্প ক্ষমা করা যায়, যে অল্প প্রেম করে। পরে তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। তখন যাহারা তাঁহার সঙ্গে ভোজনে উপবিষ্ট ছিল, তাহারা আপনাদের মধ্যে কহিতে লাগিল, ও কে যে পাপ ক্ষমাও করিতেছে? কিন্তু তিনি সে স্ত্রীকে কহিলেন, তোমার বিশ্বাস তোমাকে পরিত্রাণ করিল; কুশলে প্রস্থান কর।"

এই পড়িয়াই তিনি মনোবেদনায় অস্থির হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌তে লাগিলেন "হায় কোথায় গেলে আমি সেই দয়াময় প্রভুর দর্শন পাইব? যদি এখন একবার তাঁহার দেখা পাই তবে তাঁহার কাছে গিয়ে চরণে ধরে আমিও কাঁদি তাহা হইলে সেই দয়াল প্রভু আমাকেও ক্ষমা করিবেন; এই যে স্ত্রীটির কথা আমি এইমাত্র পড়্‌লাম, ইনিও আমার মত হতভাগিনী পাপীষ্ঠা ছিলেন, এবং প্রভু তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছেন। আমি সেই স্ত্রীলোকটীর (সেই খ্রিষ্টধর্মপ্রচারিকা যাঁহার সহিত ক্ষেত্র বাবুর বাটীতে এলোকেশীর প্রথম দেখা হয়) মুখে শুনেছি যে যীশু সর্ব্বদাই জীবিত আছেন, এবং সর্ব্বদাই পাপীজনের পাপ মার্জ্জনা করেন। হায় কোথায় গেলে আমি তাঁহার দেখা পাইব?

ক্রমে ক্রমে জীবন ধারণ তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল। কিন্তু কি করিবেন তাহার কোন উপায় দেখিতে পাইলেন না। কি উপায় খাওয়া পরা চলবে তাহার এই ভাবনা উপস্থিত হইল। কেননা কোন ভদ্রলোকের বাটীতেও চাকুরী করিতে পারিবেন না এবং কোন অসৎসংসর্গীয় লোকের বাটীতে থাকাও পাপ। এইরূপে বিষম মুষ্‌কিলে পড়্‌লেন, কি করেন, কোথায় যান, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারলেন নাই। অবশেষে নিরুপায় হইয়া সেই পতিত-পাবন, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন প্রভু যীশুর উদ্দেশ্যে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন "হে দয়াময়, তুমি যেমন সেই আমার ন্যায় হতভাগিনীকে কহিয়াছিলে 'যাও আর পাপ করিও না' এবং তার প্রতি কৃপা করিয়া তাহাকে পরিত্রাণ করিয়াছিলে, তেমনি নাথ আমিও আর পাপ করিব না, তুমি দয়া করে আমাকে পথ দেখাইয়া দাও; দয়াময়, অনাথিনীর প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি কর, একবার সদয় হও।"

যাহারা ব্যগ্রমনে সেই দয়াময়ের নিকট ক্রন্দন করে ও প্রার্থনা করে, তিনি যেমন তাহাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন, তেম্‌নি এলোকেশীর প্রার্থনায় এবং ক্রন্দনেও তিনি কর্ণপাত করিয়াছিলেন। দুই এক দিন পরে এলোকেশীর জ্বর হল, একবারে নিরাশ্রয়, কি করেন, মনে করিলেন যে হাঁসপাতালে যাই, তাহা হইলে বোধহয় প্রভু যীশু আমাকে অবশ্যই পথ দেখাইয়া দিবেন। এই বিবেচনা করে তিনি হাঁসপাতালে গেলেন। সেখানে গিয়া তাঁহার ভয়ানক ব্যায়ারাম হইল; এমন কি বোধ হল যে তিনি আর এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না। কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় ক্রমে ক্রমে আরোগ্য হইতে লাগিলেন। হাঁসপাতালে থাকিতে থাকিতে একদিন একটি ধার্ম্মিকা স্ত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি প্রতিদিন আসিয়া তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেন। যে যত বড় দুরাচারী, নীচ, পাপীষ্ঠা হউক না কেন, প্রভু যীশু যেমন সকলেরই সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, এই স্ত্রীলোকটিও সেইরূপ সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। হতভাগিনী এলোকেশী এই স্ত্রীলোকটীর মধ্যে স্বর্গীয় দূতের আবির্ভাব দেখিতে পাইয়াছিলেন। এলোকেশী তাঁহাকে আপনার বিবরণ আগাগোড়া সমস্ত বলিলেন, এবং আরও বলিলেন, সে যদি তিনি কোন উপায় পান তবে এ পাপকার্য্য একবারে পরিত্যাগ করিবেন এই তাহার একান্ত ইচ্ছা। একদিন বৈকালে ঐ স্ত্রীলোকটি তাহার কাছে এসে ৫১ একান্ন গীতটী পাঠ করিলেন। "হে প্রভু যীশু, হে দয়াময় ত্রাণকর্ত্তা, তুমি পতিত জনের উদ্ধারকর্ত্তা। প্রভো! আমি ঘোর পাতকিনী ও হতভাগিনী; তোমাতে বিশ্বাস করিয়া আমি তোমার চরণতলে ক্রন্দন করিতেছি; দয়াল প্রভো! কৃপা করিয়া আমাকে ধৌতকর, তাহা হইলে আমি হিম অপেক্ষা শুক্লবর্ণ হইব।"

যখন এইরূপে খ্রীষ্টকে হৃদয় ধারণ করিবামাত্র তাহার পাপ সকল দূর হইয়া গেল, আহা! তখন তাহার মন কেমন এক শান্তিরসে পূর্ণ হইল, তাহা কথায় বলিয়া শেষ করা যায় নাই। খ্রীষ্টকে অবলম্বন করিয়া অবধি তিনি একেবারে সেই পাপ জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কেননা খ্রীষ্ট তাহাকে বলিয়াছিলেন যে, 'যাও, আর পাপ করিও না।' ঐ যে স্ত্রীলোকটি তাহাকে খ্রীষ্টের পথে লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাঁহার সঙ্গে হাঁসপাতাল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া জীবন যাপন করিতে লাগিলেন, এবং স্বহস্তে পরিশ্রম করিয়া আপনার খাওয়া পরা চালাইতে লাগিলেন। নিজের পরিশ্রমের প্রথম বেতন পাইয়া তাহার কত আনন্দ, কত সুখ বোধ হইল। তিনি বলিলেন যে আমি এতদিন বেশ্যাবৃত্তি দ্বারা

যে এত টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলাম তাহাতে একদিনের জন্যও আমার এমন সুখ ও এমন আনন্দ কখন হয় নাই। এতদিন যত কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলাম, সকলই কুকার্য্যের বেতন স্বরূপ। আজ এই আমার প্রথম দিন যে আমি আনন্দের সহিত পয়সা উপার্জ্জন করিলাম। আর আমি আজ কত সুখী হইলাম! আঃ আজ কি আনন্দ!

হে প্রিয় ভগ্নিগণ, আইস, আমি এক্ষণে অন্তরের সহিত তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি। আর আমি তোমাদিগের দুঃখ দেখিতে পারি না; তোমাদিগকে নিরাশ্রয় ভিখারিণীর ন্যায় পথিকদিগের প্রত্যাশায় দ্বারদেশে বসিতে থাকিতে দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; তোমাদিগের পাপের বিষয় মনে করিলে আমার হৃদয় কম্পান্বিত হয়। আমি জানি ভগ্নিগণ, তোমরা সদাই অসুখী; তোমরা আপন আপন পাপ স্মরণে সদাই মনাগুণে দগ্ধ হইতেছ। তোমরা আপনাদিগকে ঘোর পাতকিনী জ্ঞান করিয়া উপায়হীনা হইয়া মৃতবৎ বাস করিতেছ। আমি জানি তোমরা এইখানেই সেই নরক যাতনা ভোগ করিতেছ। বাহিরে পেটের জ্বালায় যে যেমন বেশভূষা করুক না কেন, কিন্তু সকলেই যে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হইতেছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। হা ভগ্নিগণ, আমার ঈশ্বর, যিনি কাঙ্গালের ধন, নিরাশ্রয়ের অবলম্বন মহাপাতকীর উদ্ধার কর্ত্তা, তিনি আমাদের প্রতি অসীম দয়া ও প্রেম প্রকাশ করিয়া নিজ পুত্র যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা আমাদের জন্য মহাত্রাণকার্য্য সাধন করিয়াছেন। আর ভয় নাই, তিনি কহিয়াছেন যে যত বড় মহাপাতকী হউক না কেন, সে নিজ পাপের জন্য অনুতাপ করিয়া তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইবেক এবং যাবজ্জীবন তাঁহাতে ঐকান্তিক বিশ্বাস করিয়া থাকিবেক, তিনি তাহার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আর তাঁহাকে নরক যাতনা ভোগ করিতে হইবেক না; সে চিরকাল মনের সুখে বাস করিবেক, এবং পরকালে অনন্ত স্বর্গসুখ ভোগ করিবেক। অতএব ভগ্নিগণ, আমি যদিও তোমাদিগের অন্তরের পাপকে ঘৃণা করি বটে, কিন্তু তোমাদিগকে যথেষ্ট প্রেম করি। প্রিয় ভগ্নিগণ, আমি ইচ্ছা করি যে এখনই তোমাদের নিকট যাইয়া তোমাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করি। এবং তোমাদিগকে খ্রীষ্ট যীশুর চরণতলে আনায়ন করিয়া তোমাদের হৃদয়ের জ্বালা নিবারণ করি। তিনি তোমাদিগের পাপমালা ধৌত করিয়া তোমাদিগকে তুষার অপেক্ষা শুভ্র করিবেন, এবং তোমাদিগকে অনন্ত কাল স্বর্গসুখভোগে অধিকারিনী করিবেন। আর ভয় নাই, ভগ্নিগণ। তোমাদিগকে এই সুসমাচার,

এই সুন্দর উপায়টী জানাইবার জন্য প্রভুর নামে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি তোমাদিগের নিকট পাঠাইতেছি। হে প্রিয় ভগ্নিগণ, আইস, আর বিলম্ব করিও না, এমন জুড়াইবার স্থান হেলায় হারাইও না, পাপের জন্য অনুতাপ করিতে করিতে আসিয়া প্রভুর চরণে শরণ লও। সেই দয়াময় সকলকেই ত্রাণ করিবেন।

"আইস, আমরা উত্তর প্রত্যুত্তর করি; তোমাদের পাপ সকল সিন্দুরবর্ণ হইলেও হিমের ন্যায় শুক্লবর্ণ হইবেক, ও লাক্ষার ন্যায় রাঙা হইলেও মেষলোমের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হইবেক। তোমরা যদি সম্মত ও আজ্ঞাবহ্ হও, তবে দেশের উত্তম উত্তম ফল ভোগ করিবা। কিন্তু যদি অসম্মত ও প্রতিকুলাচারী হও, তবে খড়্গভুক্ত হইবা; কেননা সদা প্রভুর মুখ এই কথা কহিয়াছে," যিস্পারাহ ১ম অধ্যায় ১৮শ পদ।

"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, কেননা আমি মৃদুশীল ও নম্রচিত্ত; তাহাতে তোমরা আপনসম মনের নিমিত্ত বিশ্রাম পাইবা। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।" মসি ১১শ অধ্যায় ২৮শ পদ হইতে ৩০শ পদ পর্যন্ত।

"যাও আর পাপ করিও না।" যোহন ৮ অধ্যায় ১১শ পদ।

গীত

খ্রীষ্টের প্রতি সাধনা।

কি রূপে এড়াব নরকযন্ত্রণা।
যীশু হে তোমায় করি প্রার্থনা।

১. যীশু কর করুণা, আমার নিশ্চয় প্রার্থনা,
আমি ভজন জানি না,
আছে ভ্রান্তি দিয়া শান্তি দূর কর কুমন্ত্রণা।

২. আমি জন্ম জ্ঞান কানা, পাপ করিয়াছি নানা,
কারো শুনি নাই মানা।
আমার মত অচেতন দুরাচার কেহ হবে না।

৩. আমার অধর্ম্মপানা, কভু গেল না,
মনের রহিল ভাবনা।
বিচারদিনে তরিব কিসে যীশু কর মোরে করুণা।

খ্রীষ্টের আশ্চর্য্য প্রেম।

এমন আশ্চর্য্য প্রেম প্রকাশিলে
প্রভু শত্রু লাগি প্রাণ দিলে।

১. প্রভু জগতে ছিলে; নরেতে মিলে,
হে নরমেধ হইলে,
প্রভু নরের জ্বালা আপনি নিবারিলে।

২. প্রভু দিয়া নিজ প্রাণ, হলে বলিদান
হে প্রভু অতি দয়াবান,
তুমি অন্ধ খোঁড়া গোঙ্গা আর মৃতকে বাঁচাইলে।

৩. প্রভু শক্র হস্তে প্রাণ, করি সমর্পণ,
কৈলে কবরে শয়ন,
পরে তিন দিনের দিনে প্রভু আপনি হে উঠিলে।

৪. পিতা ঈশ্বর সদনে, আছ তাঁর দক্ষিণে
হে স্থান প্রস্তুত কারণে,
ওহে নিজাশ্রিত জনে তুমি রাখিবে সে অতুলে।

খ্রীষ্টের চরণ ধরণ।

আমি পাপি খ্রীষ্টের চরণ যাই ধর‍্যা
যেন রক্ষা পাই মরণ পরে।

১. ওহে পিতা পরমেশ্বর তুমি সকলের উপর
স্বর্গে আছ নিরন্তর,
কর দয়া ঘুচাও মায়া রাখ্যো না অন্ধকারে।

২. প্রিয় পুত্র কৈলা দান পাপিদের কারণ
তিনি আইলেন এ ভুবন,
দোষিত মতক্রশে হত হইলেন নরের তরে।

৩. প্রভু ঘুচাও আমার ভ্রম ভাল কর মোর মন
দিয়া অতুল চরণ,
জ্ঞানের আলো শীঘ্র জ্বাল বিচার হউক মোর অন্তরে।

পাপ স্বীকার পূর্ব্বক দয়া প্রার্থনা।

ওহে ঈশ্বর কৃপা করি কর মোরে পার,
তুমি বিনা এ অধমের গতি নাহি আর।

১. অসংখ্য আমার পাপ, তাতে ভোগি তব শাপ,
মম সম পৃথিবীতে নাহি দুরাচার।
সদাভ্রান্ত মম চিত, কুপথে গমন রত,
পাপে মজে সর্ব্বক্ষণ উপায় কি তার।

২. সমুদ্রের বালি যত, তাহা হইতে অসংখ্যাত
দোষ মোর তব পথে ভ্রান্তি তে আমার
আছি অধর্ম্মের দাস, তাহাতে সদাই ত্রাস,
পাপ বই পুণ্য মাত্র নাহিক সঞ্চার।

৩. এই মাত্র আছে আশ, হবে মোদের পাপ নাশ,
বিশ্বাস করিলে যীশু খ্রীষ্টের উপর।
পাপিদের জন্যে তিনি, ত্যাজিয়া আপন প্রাণি,
প্রায়শ্চিত্ত কর‍্যা গেলেন স্বর্গপুর।

৪. ওহে প্রভু করি দয়া, দেহ মোরে পদচ্ছায়া,
দয়া কর পাপি নরো আশ্রিত তোমার।
অকিঞ্চন দীনহীনে, শুদ্ধ কর নিজগুণে,
তুমি বিনা এ অধমের কেহ নাহি আর।

খ্রীষ্টের অপূর্ব্ব প্রেম।

কী অপূর্ব্ব প্রেম প্রকাশিলে।
পাপিগণ উদ্ধারণে নিজ প্রাণ দিলে ॥

১. নরদেহ ধারণ করি, ভূমণ্ডলে অবতরি,
স্বর্গসুখ পরিহরি হাড়ঙ্গে শুলে,
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম,
রাজপদ অগ্রাহ্য করি, সূত্রধর হৈলে ॥
(ওহে তারক)

২. পক্ষী বাসা পায় বৃক্ষে, শৃগাল গর্ত্তে থাকে সুখে,
কিন্তু মস্তক করিতে রক্ষা, স্থান না পেলে;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম,
স্বর্গের ঈশ্বর হৈয়া তুমি দাসরূপী হৈলে ॥
(ওহে তারক)

৩. জ্ঞান দিতে নরগণে, ভ্রমণ কৈলে স্থানে স্থানে,
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিজ প্রাণে, ব্যাকুল হৈলে;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম,
প্রেমগুণে মৃতজনে, জীবন দান দিলে ॥
(ওহে তারক)

৪. কীটস্য কীট মর্ত্ত্যনরে, জীবন মুকুট দিবার তরে,
কণ্টকমুকুট নিজ শিরে, বহন করিলে;
হায় মরি কি প্রেম, কিবাশ্চর্য্য প্রেম,
ক্যালভেরী হইতে, প্রেমের নদী বহালে ॥
(ওহে তারক)

সমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose and Co. Stanhope press,
249 Bow-Bazar Street, Calcutta.